চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 25 August 2019 ■ আগরতলা, ২৫ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■ ৭ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অস্তমিত অরুণ শোকে বিহ্বল দেশ

নয়াদিল্লি ২৪ আগস্ট।। দীর্ঘ রোগভোগের পর প্রয়াত হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা অরুণ জেটলিউ তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বহু সদস্য। শোকপ্রকাশ করেছেন কংগ্রেস নেতৃত্বও।

শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে গত ৯ আগস্ট থেকে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ চিকিতাধীন ছিলেন অরুণ জেটলি জেটলি। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ২৪ আগস্ট, শনিবার দুপুর ১২.০৭ মিনিট নাগাদ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা অরুণ জেটলির প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। শোকবার্তায় অমিত শাহ জানিয়েছেন, 'অরুণ জেটলি জির প্রয়াণে গভীরভাবে শোকস্তব্ধ। ব্যক্তিগতভাবে আমার বিরাট বড় ক্ষতি হল। শুধুমাত্র দলীয় নেতাই নন, গুরুত্বপূর্ণ পরিবারের সদস্যকে হারালাম।'

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী

অরুণ জেটলির প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত শোকবার্তায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'অরুণ জেটলি জির প্রয়াণে স্তব্ধ। অসাধারণ সাংসদ এবং আইনজীবী ছিলেন তিনি। ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর অবদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর স্ত্রী, সন্তান, বন্ধুবান্ধব এবং শুভাকাঙ্খীদের প্রতি গভীর সমবেদনা।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন অরুণ জেটলি। ডায়াবেটিসের রোগে ভুগছিলেন। অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন ২০১৮ সালে কিডনি প্রতিস্থাপনও হয় তাঁর। যে কারণে ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে অন্তর্বর্তী বাজেটের সময় সংসদে দেখা যায়নি তাঁকে। শারীরক অসুস্থতার কারণে এর আগেও বেশ কয়েকবার এইমস-এ ভর্তি হয়েছিলেন জেটলি। সেই থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে সে ভাবে আর দেখা যায়নি তাঁকে। এমনকি এ বছর লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় ফিরলেও, মন্ত্রিত্ব নিতে রাজ হননি জেটলি। তাই অর্থ মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নির্মলা সীতারমণকে। দীর্ঘ দিন অসুস্থ থাকার পর প্রয়াত হলেন অরুণ জেটলি। অবসান হল 'জেটলি-যুগের'।

শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, 'দীর্ঘ দিন অসুস্থতার পর অরুণ জেটলির প্রয়াণে গভীরভাবে শোকস্তব্ধ। একজন অসাধারণ আইনজীবী, অভিজ্ঞ সাংসদ এবং একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী, দেশ নির্মাণে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।'

অরুণ জেটলির প্রয়াণে দুঃখপ্রকাশ করে উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু বলেছেন, 'তাঁর (অরুণ জেটলি) জীবনাবসান দেশ এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার অপূরণীয় ক্ষতি। আমি বাক্যহারা। তিনি একজন বুদ্ধিমান, দক্ষ প্রশাসক ও অনবদ্য বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন।'

ফ্রান্স, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ও বাহরাইন,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে রাজ্যে আন্তর্জাতিক লগ্নির আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ত্রিপুরায় আন্তর্জাতিক লগ্নির আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পিপিপি মডেল রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রকে আরও উন্নত করে ত্রিপুরায় স্বাস্থ্যভিত্তিক পর্যটনের যথেষ্ঠ সম্ভাবনা রয়েছে বলে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলেন তিনি। শুক্রবার ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ প্যারামেডিক্যাল সায়েন্স-এর একাদশতম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এভাবেই স্বপ্ন ফেরি করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, স্বাস্থ্য পরিষেবা হল সেবার ক্ষেত্র। এটাকেই মাথায় রেখে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হাসপাতালে গিয়ে সুষ্ঠু পরিষেবার মধ্য দিয়েই রোগী অনেকটা সুস্থ হয়ে যান। শুধু ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, সেবামূলক মানসিকতা নিয়ে সবাইকে কাজ করার পরামর্শ দেন তিনি। তাঁর দাবি, ভৌগলিকগত দিক দিয়ে ত্রিপুরার অবস্থান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু রাজ্য নয়, বাংলাদেশের অনেক রোগী চেন্নাই গিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেন। তাদের যদি ত্রিপুরায় আনা যায় তবে কমপক্ষে ২০০ থেকে আড়াইশো কোটি টাকার রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্র তৈরি হতে পারে। সেই লক্ষ্যেই ত্রিপুরায় পিপিপি মডেলে আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন হাসপাতাল গড়ে তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি। তাতে তিনি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থাকে রাজ্যে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে লগ্নি করার জন্য আহ্বান জানান। ত্রিপুরার পক্ষ থেকে বিভিন্ন সংস্থাকে ডাকা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন বিপ্লব কুমার দেব হতাশা প্রকাশ করে বলেন, ১৩ হাজার কোটি টাকার দায়ভার নিয়ে ত্রিপুরায় সরকার গঠন করেছে বিজেপি। সেই জায়গা থেকে এখন রাজ্যে রাজস্ব আদায়ের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ২৬ শতাংশ। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সদিচ্ছার কারণে ত্রিপুরায় উন্নয়ন গতি পাচ্ছে। সাথে তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, ত্রিপুরাকে ঋণের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হবে না। এদিন স্বাস্থ্য ভিত্তিক পর্যটনকে উৎসাহিত করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক পর্যটনে সমৃদ্ধ ত্রিপুরা। পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবা বৃদ্ধি পেলে ত্রিপুরার অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধি হবে বলে তিনি আশাবাদী। এক্ষেত্রে নেতিবাচক চিন্তার ধারকদের সাথে দূরত্ব বজায় রেখে সদর্থক চিন্তা ধারায় রাজ্য গড়ে তোলার কাজে যুবক-যুবতীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী প্যারামেডিক্যাল কলেজের বিভিন্ন কোর্সগুলির পিজি কোর্স ও হসপিটাল ম্যানেজম্যান্ট কোর্স চালু করার বিষয়ে কথা বলেন। শনিবার টিপসের একাদশতম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ভিএল ধারুরকর এবং বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল-সহ অন্যান্যরা।

পত্রিকা অফিসে হামলার দায়ে ধৃত অধ্যাপকের জামিনের আবেদন খারিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। পত্রিকা অফিসে হামলার দায়ে ধৃত ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোতি কাপুর মুনের জামিনের আবেদন আদালত খারিজ করে দিয়েছে। তবে, পুলিশের তিনদিনের হেফাজতের আবেদন রিজার্ভ রেখে তাঁকে ২৬ আগস্ট পর্যন্ত জেল হাজতে পাঠিয়েছে মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালত। সাথে ওই হামলায় আক্রান্তের রিপোর্ট এবং কেস ডায়েরি তলব করেছে আদালত।

এপিপি বিদ্যুৎ সূত্রধর জানিয়েছেন, গত ১৪ আগস্ট রাতে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোতি কাপুর মুন ও তাঁর সহযোগী ত্রিপুরা টাইমসপত্রিকা অফিসে হামলা চালিয়েছিলেন। এতে পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার জয়দীপ চক্রবর্তী এবং ম্যানেজার সুমন ভট্টাচার্য আক্রান্ত হন। ওই ঘটনায় পশ্চিম আগরতলা থানায় অভিযোগর ভিত্তিতে একটি মামলা রুজু করা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা পুর নিগমের অধীন ৮২ হাজার পরিবার কোন কর দিচ্ছে না ঃ আইনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। আগরতলা পুর নিগম এলাকায় ৮২ হাজার পরিবার কোন ধরনের কর প্রদান করছে না। তাতে করে প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে। রাজস্ব আদায়ে পুর নিগমের এই অব্যবস্থার জন্য পূর্বতন সরকারকে দায়ী করেছেন আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

আইনমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, আগরতলা পুর নিগমের চারটি জোনে ১.৩২ লক্ষ পরিবারের বসবাস। এর মধ্যে মাত্র ৫০ হাজার ৩১৯টি পরিবার নিয়মিত কর প্রদান করছে। বাকি ৮২ হাজার পরিবার কোন ধরনের কর প্রদান করছে না। যদিও পুর নিগম এলাকায় প্রতি বছর ৩৪.৯২ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। এর মধ্যে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য ১০.৯২ কোটি টাকা, পানীয় জলের জন্য ২০ কোটি টাকা এবং স্ট্রীট লাইটের জন্য ৪ কোটি টাকা প্রতি বছর ব্যয় হচ্ছে।

মন্ত্রী রতন লাল নাথ আরও বলেন, আগরতলা পুর নিগম ২০১৮-১০৯ অর্থবছরে মাত্র ৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদয় করতে পেরেছে কর বাবদ। তিনি জানান, আইন অনুযায়ী আগরতলা পুর নিগম ০৩ থেকে ২৩ শতাংশ কর বাড়াতে পারে। কিন্তু গত কয়েক বছর যাবৎ ৫ শতাংশ কর বৃদ্ধি করেছে মাত্র।

উল্লেখ করা যায়, আগরতলা শহরে তিনটি প্ল্যান্ট থেকে পরিশ্রুত ১০০০ লিটার জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তার জন্য পুরাতন রাজভবন এলাকায় ব্যয় করা হয়েছে ৭.৬০ কোটি টাকা। তাছাড়া বড়দোয়ালীতে ব্যয় করা হচ্ছে ৬.৯০ কোটি টাকা এবং কলেজটিলা প্ল্যান্টে ব্যয় করা হচ্ছে ৬.৪০ কোটি টাকা। তাছাড়া আগরতলা পুর নিগম এলাকায় ২৭০০ হাইড্রেন্ট রয়েছে।

আগরতলা পুর নিগম ২০১৬-১৭ এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের রাজস্ব সংগ্রহের কথা উল্লেখ করে আইন মন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, ২৮ কোটি ২৪ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা বাম জমানাতে আদায় করতে পেরেছে পুর নিগম। অন্যদিকে, নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আদায় করা হয়েছে ২২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা।

গন্ডাছড়া থেকে পাচার হওয়া দুই যুবতী উদ্ধার হরিয়ানায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। গন্ডাছড়া থেকে বহির্রাজ্যে পাচার হওয়া উপজাতি দুই স্কুল ছাত্রীকে উদ্ধার করে পুলিশ। গত ২১ আগস্ট ঐ দুই উপজাতি স্কুল ছাত্রীকে হরিয়ানা থেকে উদ্ধার করে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। গত ২৯ জুন গন্ডাছড়া মহকুমার পঞ্চরতন এডিসি ভিলেজের পাখিপাড়া এলাকা থেকে দুই উপজাতি যুবতীকে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে জিতেন ত্রিপুরা নামে এক প্রতারক তাদের দিল্লিতে পাঠিয়ে দেয়।

দিল্লি রেলস্টেশনে উপস্থিত থাকা রুপালি নামে এক মহিলা ঐ দুই উপজাতি যুবতীকে হরিয়ানার দুই যুবকের কাছে বিক্রি করে দেয় বলে উদ্ধারকৃত ঐ দুই যুবতী জানায়। তারা আরও জানায় তাদের প্রায় সময় না খাইয়ে রাখা হত। শুধু তাই নয়, তাদের উপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করা হত। শেষ পর্যন্ত একদিন সুযোগ বুঝে ঐ দুই যুবতীর মধ্যে একজন গন্ডাছড়া বাড়িতে ফোন করে। ফোনে ঐ নাবালিকা সব কথা তার কাকাকে জানায়। এরপর তার কাকা স্থানীয় পুলিশকে জানায়। এরপর পুলিশ হরিয়ানা পুলিশকে জানায়। পরে গন্ডাছড়া থানার এসআই প্রসেনজিৎ দেবনাথের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি টিম হরিয়ানায় নিয়ে এসে ঐ দুই যুবতীকে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিকে ওসি জানান অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি মামলা নেওয়া হয়েছে।

চুড়াইবাড়িতে অবৈধ পাথর ব্যবসা, ক্ষোভে ফুসছে জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৪ আগস্ট।। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক দখল করে অবৈধ পাথর ব্যবসা। প্রশাসন কুম্ভ নিদ্রায়। পাথর ভাঙ্গার মেশিন বসানো নিয়ে সোচ্চার গ্রামবাসী। পাথরের ওভারলোড এর কারণে বিকল্প জাতীয় সড়ক অর্থাৎ এনএইচ ২০৮এ পুকুর সমতুল্য বিশাল বিশাল গর্ত- জনসাধারণের দুর্ভোগ চরমে।

ত্রিপুরা রাজ্যের প্রবেশদ্বার চুরাইবাড়িতে জাতীয় সড়কের যে চার লাইন সড়ক রয়েছে তারমধ্যে দুটি লাইনে গাড়ি ঘোড়া চলে না। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী পাথর ফেলে দিব্যি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই বিষয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ কিংবা প্রশাসন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করছে। এভাবে জাতীয় সড়ক দখল করে দিনের পর দিন পাথরের চিপস ফেলে দিব্যি ব্যবসা চালিয়ে গেলেও কেউ কিছু বলছে না।

আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের পাশে পূর্ব ফুলবাড়ীর খাদিমপাড়া এলাকায় বেশ কয়েকটি নতুন কেসার মেশিন বসছে। তাতে আপত্তি রয়েছে এলাকাবাসীর। তাদের অভিযোগ এলাকাটি কোন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা নয় তাছাড়া এই এলাকার মধ্যে ৮-১০ টি কেসার বসেছে যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। মানুষের বাড়ি ঘরের পাশে,তাছাড়া খাদিমপাড়া স্কুল ও ওর্সেন হাট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল রয়েছে। মেশিনের শব্দে স্কুলের অসুবিধা হবে এ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিট পেট্রোলিংয়ের বড় সাফল্য ৪ কুখ্যাত চোর ধৃত কৈলাসহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। বিট পেট্রোল ব্যবস্থা চালু করার পর ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে বড় ধরনের সাফল্য পেড়েছে পুলিশ।

কৈলাসহর থানার বিট পেট্রোলিং চলাকালে গতকাল গভীর রাতে ৪ চোরকে পাকড়াও করা সম্ভব হয়েছে। তারা বড় ধরনের চুরির ঘটনা সংগঠিত করার জন্য কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের মাঠে ওৎপেতে বসেছিল। নাইট বিট পেট্রোলিং দেবার সময় কনস্টেবল নকুল মালাকার লক্ষ্য করেন মহাবিদ্যালয়ের মাঠে কিছু সন্দেহভাজন লোক অবস্থান করছে। তারই তৎপরতায় কৈলাসহর থানার পুলিশ এসে এই চক্রটিকে জালে তুলতে সক্ষম হয়। তাদের কাছ থেকে সাঁটার ও তালাকাটার যন্ত্রপতিসহ অন্যান্য কিছু আপত্তিকর জিনিষপত্র উদ্ধার হয়েছে। আটক ৪ যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু তথ্য পেয়েছে পুলিশ। বড় ধরনের চুরির প্রয়াস ব্যর্থ করেছিল কৈলাসহর থানার পুলিশ। কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের মাঠ থেকে সন্দেহভাজন ৪ যুবককে গত গভীর রাতে পাকড়াও করে এই সাফল্য পায় পুলিশ। তাদের কাছ থেকে দোকানের সাঁটার ও তালা কাটার বেশ কিছু সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে।

আটক ৪ যুবক হল সুনীল দেববর্মা, মন্টু দেববর্মা, নির্মল দাস ও দীপক দেববর্মা। তাদের কাছ থেকে একটি অটো রিক্সাও আটক করা হয়। চুরির কাজে ব্যবহারের জন্যই অটোটি নিয়ে গিয়েছিল তারা। আটক ৪ যুবক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশেণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারী টাকা মারিং, পঞ্চায়েত সচিবের বিরুদ্ধে থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। পঞ্চায়েতের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দক্ষিন জেলার শান্তিরবাজার মহকুমার গার্দাং পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সেক্রেটারী কান্তিলাল নমঃ-র বিরুদ্ধে মামলা দায়ের শান্তিরবাজার থানায়। অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সচিব পঞ্চায়েতের অর্থ আত্মসাৎ করে আসছে। এরই মধ্যে ফেব্রুয়ারী মাসে কান্তিলাল নমঃ-কে অন্যত্র বদলি করা হয়। বদলির অর্ডার হাতে পাওয়া সত্ত্বেও কান্তিলাল নমঃ উনার জায়গায় আসা নয়া সচিবকে দায়িত্ব বুঝিয়েদিতে ব্যর্থ হয়েছেন। পরবর্তী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কচিকাঁচাদের কৃষ্ণ সাজিয়ে আগরতলায় শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে শনিবার আগরতলায় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। রাজধানীর শ্রীশ্রী জগন্নাথজিউ মন্দির থেকে এই শোভাযাত্রার সূচনা হয়। এতে মূলত কচিকাঁচা ছেলেমেয়েরা কৃষ্ণ সেজে অংশ নিয়েছে। শোভাযাত্রাটি জগন্নাথ মন্দির থেকে শুরু হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে এসে শেষ হয়।

আজকের শোভাযাত্রায় প্রায় পাঁচ শতাধিক কচিকাঁচা ছেলেমেয়ে কৃষ্ণ সেজে শামিল হয়েছে। বিশ্বহিন্দু পরিষদের পশ্চিম জেলা কমিটির তরফে এদিনের এই শোভাযাত্রা আয়োজন করা হয়। রঙিন সাজে নানা আকারের কৃষ্ণদের দেখতে এদিন জগন্নাথ মন্দিরের সামনে থেকে শ্রীকৃষ্ণমন্দির পর্যন্ত রাস্তার দু-ধারে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল।

শোভাযাত্রার অনুষ্ঠানে ছিলেন পশ্চিম লোকসভা আসনের সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, সমাজসেবী পাপিয়া দত্ত-সহ বিভিন্ন গুণীজনেরা। শোভাযাত্রার শুরুতে সাংসদ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অরুণ জেটলির প্রয়াণে বিজেপি কার্যালয়ে শোক জ্ঞাপন, স্থগিত সমস্ত দলীয় কার্যসূচি

নয়াদিল্লীতে প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির মরদেহে শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির প্রয়াণে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি নেতৃবৃন্দ এবং কর্মকর্তারা শোক জ্ঞাপন করেছেন। দলের প্রদেশ মুখ্য কার্যালয়ে আজ তাঁর স্মৃতিতে দুই মিনিট নীরবতা পালন করেন তাঁরা। প্রদেশ বিজেপি সাধারণ সম্পাদিকা তথা সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক জানান, দেশ আজ প্রকৃত দেশপ্রেমিক এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদকে হারিয়েছে। তাঁর প্রয়াণে রাষ্ট্র এবং দলের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। প্রতিমা ভৌমিক জানান, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে আগামী তিনদিন দলীয় পতাকা অর্ধনর্মিত থাকবে। তাছাড়া দলীয় সমস্ত কার্যসূচি স্থগিত করা হয়েছে।

এদিন প্রদেশ বিজেপি কোর কমিটির সদস্য তথা শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ তথা আইনজীবি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিকে আজ আমরা হারিয়েছি। দীর্ঘ রোগভোগের পর দিল্লির এইমসহাসপাতালে শনিবার দুপুরে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে রতনলাল নাথ দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাঁর পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানান। নাথ বলেন, দেশের অর্থনীতিতে ভারসাম্য রক্ষায় অরুণ জেটলি পারদর্শিতার ছাপ রেখেছেন।

রতনলাল নাথের কথায়, দেশের অর্থনীতির স্থিতিশীলতায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। সাথে যোগ করেন, তিনি সর্বক্ষেত্রেই পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। রতনবাবু দুঃখ প্রকাশ করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রাকৃতিক রাবার উৎপাদনে ত্রিপুরা উত্তরপূর্ব ভারতের হাব ঃ রাঘবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। প্রাকৃতিক রবার উৎপাদনে ত্রিপুরা রাজ্য সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতের হাব। কারণ বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের ৮৫ হাজার হেক্টর জমিতে রবার বাগান রয়েছে। এর মধ্যে ৬৫ হাজার হেক্টর জমির রবার গাছ পূর্ণবয়স্ক। এক সাক্ষাৎকারে এ-কথা বলেন ভারত সরকারের রাবার বোর্ডের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর ড় কেএন রাঘবন।

ড় কেএন রাঘবন বলেন, তবে এখন ত্রিপুরার পাশাপাশি অসম, মেঘালয়ে কিছু কিছু রবার চাষ হয়। নতুন করে মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ এবং নাগাল্যান্ডে রবার চাষ শুরু হয়েছে। উত্তরপূর্ব ভারতের আবহাওয়ার উপযোগী বিশেষ প্রজাতির রবার গাছ উদ্ভাবন করেছে বোর্ড। এর নাম আরআরআইই-৪২৯। যার চাষ ইতিমধ্যে উত্তরপূর্ব ভারতে শুরু হয়ে গিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, মূলত রবার বাগানের গড় আয়ু ৩০ বছর। তাই এখন ত্রিপুরায় এখন বহু রবার বাগান কেটে এই জমিতে নতুন বাগান করা প্রয়োজন। তাই রবার বোর্ডের এখন পরিকল্পনা হল পুরাতন গাছগুলিকে কেটে সে জায়গায় নতুন রবার গাছ লাগানো। সেই সঙ্গে পরিকল্পনা রয়েছে, রবার কাঠকে ভিত্তি করে শিল্প গড়ে তোলা যাতে কেটে ফেলা গাছগুলিকে শিল্পের কাজে লাগানো যায়। নতুন শিল্প স্থাপন হলে একদিকে যেমন এই গাছগুলির বাণিজ্যিক ব্যবহার হবে সেই সঙ্গে নতুন কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হবে।

তিনি বলেন, রবার বোর্ডের দ্বিতীয় লক্ষ্য হল, ত্রিপুরায় হেক্টর প্রতি রবারের উৎপাদন বাড়নো। যেখানে ভারতে রবার উৎপাদনের জাতীয় গড় ১৫০০ কেজি প্রতি হেক্টরে। সেখানে বর্তমানে ত্রিপুরায় হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ১১০০ কেজি। তাই এর জন্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যে সকল বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন সেই বিষয়গুলিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে ট্যাপিং এবং রবার গাছের ছালের যে অংশ কেটে তরল রবার বের করা হয় তার যত্ন নেওয়ার বিষয়। এই দুটি ক্ষেত্রে রবার বোর্ড খুব নজর দিচ্ছে।

তৃতীয় বিষয় হচ্ছে তরল রবার থেকে ত্রিপুরায় যে রবার শিট তৈরি হয় এগুলির গুণগত মান তুলনামূলক কম হয়। তাই জাতীয় গুণগত মান অনুসারে রবার শিট তৈরির ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার চাষিদের রাবার শিট শুকানোর জন্য গুণগত মান এবং বিজ্ঞানসম্মত রবার শিট তৈরির কারখানা এবং স্মোক হাউস তৈরির বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এজন্যে তিন চারজন রবার চাষিকে এক সঙ্গে যৌথভাবে রবার শিট তৈরির কারখানা এবং স্মোক হাউস তৈরির জন্য ঋণ দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে রবার চাষিদের শিট বিক্রির জন্য সহায়তা করা হচ্ছে যাতে চাষিরা তাদের উৎপাদিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ৩১৪ ◘ ২৫ আগস্ট ২০১৯ ইং ◘ ৭ ভাদ্র ◘ রবিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বন নিধন

রাজ্যের পাহাড়ে লালিত বন এখন দস্যুদের কবলে। বনজ সম্পদ নিয়া ত্রিপুরা এতকাল গর্ব করিত। সেই বনকে বাঁচাইয়া রাখা যাইতেছে না। এক সময় উপজাতি উগ্রপন্থীদের আতংকে পাহাড় অরক্ষিতই থাকিয়া যায়। উগ্রবাদীরা, স্বাধীন ত্রিপুরার দাবীদারদের মদতে তখনই বন উজার হইয়া যায়। বনজ সম্পদকে রক্ষা করিতে বন দপ্তরের কঠোরতা সম্পর্কে রাজ্যবাসী অবহিত। বাড়ীঘরে হানা দিয়াও বনকর্মীরা চোরাই কাঠ উদ্ধারে নামে। কিন্তু, রাজ্যের বন পাহাড়ে তো চলিতেছে অবাধ লুট। বহু মূল্যবান কাঠ চোরাকারবারীরা পচার করিয়া দিয়াছে। তবু, মাঝে মধ্যে বনকর্মীদের চোরাই কাঠ উদ্ধার ও আটক করিতে দেখা যায়। অভিযোগ আছে যে, বন দপ্তরের একাংশ কর্মীর যোগসাজসে বনদস্যুরা ত্রিপুরার বনজ সম্পদ সাবার করিয়া দিতেছে। যদিও দপ্তরের হাতে তেমন কোনও নিরাপত্তা নাই। পুলিশকে অনেক সময় অসহায় হইয়া পড়িতে হয়। ঢাল তরোয়াল ছাড়াই চলিতেছে বন দপ্তরের প্রোটেকশান ফোর্স।রাজন্য শাসিত ত্রিপুরা তো ছিল বন জঙ্গলে ঘেরা। রাজ্যের মধ্য দিয়া চলাচলের তেমন সড়কই ছিল না। রাজন্য শাসিত ত্রিপুরা ভারতভুক্তির মধ্য দিয়া নবজীবনের অংশীদার হয়। শুরু হয় উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ। সেই গহন বন জঙ্গলে আদৃত ত্রিপুরায়ও বন উন্নয়নের জোয়ার বহিত। যখন বাম সরকার রাজ্যের ক্ষমতায় আসীন হন তখনই বন ধ্বংসের প্রতিযোগিতা চলে। ১৯৮০ সালে ভ্রাতৃঘাতি দাঙ্গার কারণে বহু বাঙালী অংশের মানুষকে ভিটেমাটি ছাড়িতে হয়। আশি সালের দাঙ্গার পরে রাজ্যে অবিশ্বাসের মাঝেই স্বাধীন ত্রিপুরার দাবীদার উগ্রবাদীরা যে অশান্তির আগুন, রক্তের বিভিষিকা চালু রাখে সেখানে নতুন করিয়া বনসৃজনের কাজ তো বন্ধ হইয়া পড়ে। দীর্ঘদিন বনায়ন বন্ধ থাকে, শিশু গাছ শুকাইয়া মরে। রাজ্যে বন ধ্বংসের জন্য বেশী দায়ী তথাকথিত উগ্রপন্থীরা। তাহারাই বন দস্যুদের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করিতেছে। আজকের পরিস্থিতিতে বনদস্যুরা আরও বেশী সক্রিয়া হইয়াছে। 'গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান' শ্লোগান তোলা, প্রতিবছর সরকারী উদ্যোগে বনমহোৎসব পালন করার মধ্য দিয়া বন রক্ষার দায়িত্ব সম্পন্ন হয়। বন না বাঁচিলে সভ্যতা, প্রাণীজগত ধ্বংস হইয়া যাইবে। মরুভূমি গ্রাস করিবে। এই বিষয়টিও জনগণের মধ্যে তেমন ভাবে তুলিয়া ধরা হইতেছে না। সবচাইতে অবাক হইবার বিষয় বন উন্নয়নে আন্দোলনকে গণআন্দোলনে পরিণত করা গেল না। ত্রিপুরায় প্রতিনিয়ত বন ধ্বংস হইতেছে। এই ব্যাপক ধ্বংসের কারণে রাজ্যের আবহাওয়াও দিনে দিনে উষ্ণ হইতেছে। এরাজ্যে এখন আর শীতের দেখা মিলে না। বন ছিল ত্রিপুরার গর্ব, সেই বনই আজ ধ্বংসের মুখে। এই ধ্বংস বন্ধ করিয়া বন সৃজনে পূর্ণ আত্মনিয়োগ না করিলে আগামী দিনে অনেক বেশী মাশুল দিতে হইবে। বন বাঁচিলেই জীবন বাঁচিবে। সভ্যতার উষা লগ্ন হইতেই পৃথিবী লালিত হইয়াছে প্রকৃতির অসীম দানে। কিন্তু, যদি বন না বাঁচে, ধ্বংস হইতেই থাকে, তাহা হইলে আমাদের সভ্যতাই এক সময় তলাইয়া যাইবে। ত্রিপুরার মানুষ শুধু নহে, আজ বিশ্ববাসীকে আরও বেশী সজাগ হইতে হইবে।

ফের নক্ষত্র পতন রাজনৈতিক মহলে, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর মৃত্যুতে শোকবার্তা বিজেপি মহলের

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি.স.): একের পর এক নক্ষত্র পতন বিজেপিতেঊ শোকের ছায়া গেরুয়া শিবির তথা গোটা রাজনৈতিক মহলেঊ পনের দিনের জীবন যুদ্ধের পর অবশেষে হার মানতে হল প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুন জেটলিকেঊ ৬৬ বছর বয়সে দিল্লির এইমস-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনিঊ শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে গত ৯ আগস্ট থেকে সেখানে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছিল তাঁকে। শনিবার দুপুর ১২টা ৭ মিনিটে না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন এই বর্ষীয়ান প্রাক্তন মন্ত্রীঊ

সুষমা স্বরাজের পর অরুণ জেটলির মৃত্যুতে কার্যত নির্বাক পদ্মফুল শিবিরঊ শোক প্রকাশ করে বিজেপি নেতা মুকুল রায় জানিয়েছেন, "গভীরভাবে শোকাহত হয়েছি অরুন জেটলির মৃত্যুতেঊ তাঁর মৃত্যু আমার কাছে ব্যক্তিগত অপুরনীয় ক্ষতিঊ বন্ধু ও পথ প্রদর্শক হয়ে তিনি সব সময় সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকতেনঊ তিনি বিজেপির একজন অদম্য সাহসী নেতা হিসেবে সারাজীবন আমাদের মনে থেকে যাবেনঊ"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী টুইট করে লিখেছেন, "বিজেপির বরিষ্ঠ নেতা তথা প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির আকস্মিক প্রয়াণে অশ্রুসিক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলিঊ" এস এস আলুহালিয়া লিখছেন, " ঈশ্বর তাঁকে আশির্বাদ করুন এবং তাঁর আত্মাকে চিরশান্তি দিন"ঊ রাজ্য সভার সদস্য স্বপন দাসগুপ্ত শোকবার্তা জানিয়ে লিখেছেন, "১৯৭২ সাল থেকে অরুণ জেটলি আমার বন্ধুর থেকেও অনেক বেশি ছিলঊ তিনি আমার রাজনৈতিক প্রশিক্ষক ছিলেনঊ তিনি সবসময় হাসিখুশি থাকতেনঊপাশাপাশি রাজনীতির মজার দিক গুলি নিয়েও আলোচনা করতেনঊ তাঁর মৃত্যু জাতীয় ক্ষতিঊ আমার ক্ষেত্রে এমন একজনকে হারালাম যাঁর কাছে যেকোনো দরকারে সব রকম সাহায্য পেতাম আমিঊ সুখে থেকো প্রিয় বন্ধুঊ আমরা তোমার অভাব বোধ করবঊ

মৃদু ভূমিকম্পে কাঁপল উত্তরাখণ্ডে উত্তরকাশী, কম্পনের তীব্রতা ৩.২

উত্তরকাশী, ২৪ আগস্ট (হি.স.): মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী জেলাঊ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.২ঊ শনিবার ভোর চারটে নাগাদ ৩.২ তীব্রতার মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয় উত্তরকাশী জেলায়ঊ ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার গভীরেঊ ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নিঊ হতাহতেরও কোনও খবর নেই।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত জানিয়েছে, শনিবার ভোর চারটে নাগাদ ৩.২ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী জেলায়ঊ ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল ৩০.৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭৮.৪ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৫ কিলোমমিটার গভীরেঊ উত্তরকাশী জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, মৃদু ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও ঘটনা ঘটেনি।

বিগত ৪ দিনে দু'বার হেলিকপ্টার ভেঙে বিপত্তি, উত্তরকাশীর আরকোট-এ স্থগিত চপার পরিষেবা

উত্তরকাশী (উত্তরাখণ্ড), ২৪ আগস্ট (হি.স.): বিগত ৪ দিনে পরপর দু'বার হেলিকপ্টার ভেঙে বিপত্তি! প্রথমে গত বুধবার, তারপর শুক্রবার উত্তরকাশী জেলার মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত এলাকায় ভেঙে পড়ে দু'টি হেলিকপ্টারঊ গত বুধবারের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল ক্যাপ্টেন, কো-পাইলট ও স্থানীয় এক বাসিন্দারঊ গত বুধবারের দুর্ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শুক্রবারও ফের ভেঙে পড়ে একটি হেলিকপ্টারঊ আর তাই মেঘভাঙা বিধ্বস্ত উত্তরকাশী জেলার আরাকোট-এ সাময়িকের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে হেলিকপ্টার পরিষেবাঊ উত্তরকাশীর জেলাশাসক আশীষ চৌহান জানিয়েছেন, আপাতত আরাকোট-এ সাময়িকের জন্য হেলিকপ্টার পরিষেবা স্থগিত রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বুধবার বিদ্যুতের তার জড়িয়ে উত্তরকাশীর মোলদির কাছে ভেঙে পড়েছিল একটি হেলিকপ্টারঊ গত বুধবারের হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ক্যাপ্টেন, কো-পাইলট ও স্থানীয় এক বাসিন্দাঊ বুধবারের দুর্ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শুক্রবারও ভেঙে পড়ে একটি হেলিকপ্টারঊ শুক্রবার আরাকোট-এর কাছে তিকোচি এলাকায় ভেঙে পড়ে একটি হেলিকপ্টারঊ সৌভাগ্যবশত ওই ঘটনায় কারও মৃত্যু হয়নিঊ সামান্য জখম হন ওই হেলিকপ্টারের পাইলট এবং সহকারী পাইলট।

স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যুক্তিশীলতা

আশীষ লাহিড়ী

একটা নির্জলা সত্য কাহিনী দিয়ে শুরু করি। এক কালীভক্ত জনৈক যুক্তিবাদীকে মা কালীর বাস্তব অস্তিত্বের মোক্ষম প্রমাণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'জানানে না, রামকৃষ্ণদের নিজে হাতে মা কালীকে খাইয়ে দিয়েছিলেন? মা কালী যদি না-ই থাকবেন, তাহলে তিনি খেলেন কী করে?' যুক্তিবাদীটি ফিচেল হেসে জিজ্ঞেস করেছিল---'শরীরে যা ঢোকে, তা কিন্তু নর্গতও হয়। এক্ষেত্রে তার কোনও প্রমাণ আছে কি?'

ভেবে দেখতে গেলে অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের আসল স্বাতন্ত্র্য এইখানে যে, ব্যক্তিমানুষ স্বাধীনভাবে ভাবতে পারে, যুক্তি দিতে পারে, নতুন কিছু বানাতে পারে, স্রোতের উজানে সাঁতার কাটাকে বিপ্লবী গুণ বলে মানতে পারে। সেই স্বাধীনতা তার আছে। সেটাই মানুষের আসল ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব বলেছেন---

পাখির দিয়েছ গান, গায় সেই গান,
তার বেশি করে না সে দান।
আমাদের দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান,
আমি গাই গান।
পাখির গত বাঁধা;মানুষের সুরসৃষ্টি স্বাধীন।

কিন্তু স্বাধীন হওয়া কি সুখের? জীবনান্দর সেই নায়ক জেনেছিল যে জীবন ফড়িংয়ের দোয়েলের, সে জীবন মানুষের নয়। জানিবার অর্বিবাম বার তাকে একাধারে স্বাধীন ও অসুখী করেছিল। তাই শেষ পর্যন্ত তার স্থান হয়েছিল লাশ-কাটা ঘরে। অনেক স্বাধীন মানুষেরই অন্তিম আশ্রয় লাশ-কাটা ঘর। স্বাধীনতার একটা মানে তো 'পাছে লোকে কিছু বলে' তার পরোয়া না করে, নিজের মতো করে ভাবা ও জীবনযাপন করা, বাকি সবারমতো করে নয়। এই 'লোক'-র বার, অর্থাৎ মূলস্রোতের চাপানো মূল্যবোধের ভার বড় দুর্বহ। তাকে কাটাতে হলে একটা বাড়তি দম লাগে। তাই স্বাধীনতা বড় ভারী জিনিস। আমাদের মতো ছাগস্কন্ধদের পক্ষে বহন করা কঠিন। ফলে যে দু'চারজন বৃষস্কন্দ ওই সাংঘাতিক ওজনদার পদার্থটিকে বহিবার মতো শকতি দেখিয়েছেন, তাদের আমরা ঠেলে দিয়েছি আমাদের জাগতিক অস্তিত্বের প্রত্যন্তে। কারণ স্বাধীনতার সঙ্গে ওতপ্রোত লেপটে আছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, যুক্তিবাদ, নিদেনপক্ষে যুক্তিবোধ। বাস্তবিক, স্বাধীনতা আর যুক্তিশীলতা অঙ্গাঙ্গি। একটা না থাকলে অন্যটা থাকে না। স্বাধীনতা মানে, ঝাঁকেরকই না-হওয়া। তাই স্বাধীনতা মানে, একাকিত্বও বটে।

উদাহরণৎ কেন, দ্বিশতবর্ষে যাঁর অমরচিত্রকথা নিয়ে বাঙালি ভদ্রলোকরা এখন সহসা ডালপালা মেলে উতলা, 'স্বাতন্ত্র্যে শেকুলকাঁটা' সেই ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ই তো তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। মস্ত মাথার সামনের দিকটা কামানো, বেঁটেখাটো গাট্টাগোট্টা, (জাকনাম 'ঢিপলে') এই কুলীন সদ্‌বিপ্রটি স্বাধীনভাবে ভেবেচিন্তে ঠিক করেছিলেন, ধর্মকর্ম, পুজো-আচ্ছার কবল থেকে লেখাপড়া ব্যাপারটাকে বের করে আনা দরকার, নইলে বাঙালি ভদ্রলোকদের মনের কালো ঘুচবে না, এককথায় তারা স্বাধীন হবে না। কিন্তু অধীনতা-সুখে আত্মহারা ভদ্রলোকদের বয়েই গিয়েছিল তাঁর কথা শুনতে।

বাচ্চা বাচ্চা বিধাবাদের বিয়ে দিয়ে নারীভুক ভদ্রলোকদের খপ্পর থেকে বের করে আনতে চেয়েছিলেন তিনি। যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছিলেন, আদালতগ্রাহ্য প্রমাণ অনুসারে বিধবা বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রসিদ্ধ। তখনকার আদালতে শাস্ত্রীয় প্রামাণিকতা ছাড়া অন্য আইন গ্রাহ্য ছিল না। তাই তিনি শাস্ত্রকেই কাজে লাগিয়েছিলেন তাঁর স্বাধীন মত প্রতিষ্ঠার জন্য। তার জন্য বাঙালি ভদ্রলোকরা তাঁকে তো আক্ষরিক অর্থেই মারতে চেয়েছিল। আর যারা সমর্থন করেছিল? রামমোহনের পুত্র জানিয়েছিলেন, তিনি বিধবা বিবাহের সমর্থক। অনুষ্ঠানের দিন তিনি জানালেন, সমর্থন তো নিশ্চয়ই আছে, তবে কিনা একেবারে বিয়েবাড়িতে গিয়ে সবার সামনে উপস্থিত থাকাটা বড্ডা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না? স্তম্ভিত বিদ্যাসাগর দেওয়ালে টাঙানো রামমোহনের ছবির দিকে আঙুল তুলে বলেছিলেন, 'ফেলে দাও ছবিটাকে। ওটা টাঙানোর অধিকার তোমার নেই।' হক কথা। রামমোহনের স্বাধীন যুক্তিশীলতার উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্যতা আমাদের নেই। বিদ্যাসাগরের ছিল। তিনি 'নিতান্ত লোকাচারের দাস' ছিলেন না।

বিদ্যাসাগর যে ঝাঁকের কই ছিলেন না, স্বাধীনভাবে ভাবনাচিন্তা করতেন, তার অনেক উদাহরণ আছে। কুলীন ব্রাহ্মণ ঘরের এই সন্তান অনায়াস যুক্তিবিন্যাসে বলেছিলেন, 'ঈশ্বরকে ডাকবার আর কী দরকার। দেখ চেঙ্গিস খাঁ যখন লুটপাঠ আরম্ভ করলে তখন অনেক লোককে বন্দী করলে; ক্রমে প্রায় এক লক্ষ বন্দী জমে গেল। তখন সেনাপতিরা এসে বলেন মহাশয়, এদের খাওয়াবে কে? সঙ্গে এদের রাখলে আমাদের বিপদ। কি করা যায়? ছেড়ে দিলেও বিপদ। তখন চেঙ্গিস খাঁ বললেন, তাহলে কি করা যায়;ওদের সব বধ কর। তাই কচাকচ করে কাটবার হুকুম হয়ে গেল। এই হত্যাকণ্ড তো ঈশ্বর দেখলেন? কই একটু নিবারণ তো করলেন না। তা তিনি থাকেন থাকুন, আমার দরকার বোধ হচ্ছে না। আমার তো উপকার হল না'। এই মানুষকে কী করে সহ্য করবে ঝাঁকের কইরা? লোকটা ফিরিঙ্গি নয়, সাহেবিয়ানা করে না, শাক্ত বিলিতি কোনও মদই খায় না, গরু খায় না, সংস্কৃত গুলে খেয়েছে, জাতে ব্রাহ্মণ, অথচ বলে, ঈশ্বর নিয়ে না-ভেবে 'আমাদের নিজের এরূপ হওয়া উচিত যে, সকলে যদি সেরূপ হয়, পৃথিবী স্বর্গ হয়ে পড়বে। প্রত্যেকেরচেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়'। ('কথামৃত' দ্রষ্টব্য) এহেন স্বাধীনচিত্ত লোককে দু'ভাবে কাবু করা যায়। এক, সরাসরি ভুল প্রমাণ করা। দুই, কাটছাঁট করে ঝাঁকের অন্যান্য কইদের মাপে সাইজ করে নেওয়া। দু'টো ধারাই অব্যাগত। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ক'টা বিধবা স্বামী পেল, তার ওপর কোনও দেশের ভাল-মন্দ নির্ভর করে না। কিছুকাল আগে এক প্রথিতযশা অধ্যাপক অসাধারণ এক যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন, বিদ্যাসাগর ছিলেন মেদিনীপুরিয়া মফস্‌সলি। জন্মে কোনওদিন কেটে-পেন্টুল পরে বিলেত যাননি। গেলে বুঝতেন, বিলেতের 'ওন্‌ড মেড' -দের অবস্থা বাঙালি বিধবাদের চেয়ে কত খারাপ। তাহলে আর ওইসব আবোলতাবোল কাজে এত সময় নষ্ট করতেন না। তিনি সাক্ষী মেনেছেন বিলেতফেরত রবীন্দ্রনাথেকে। বিবেকানন্দকেও সাক্ষী মানতে পারতেন।

'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'---এই মন্ত্র আউড়ে ইহজগৎটাকে ডেঁড়েমুষে ভোগ করার সুচারু ভণ্ডামির মূলে আঘাত করতে চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। কী হাল হল তাঁর সেই স্বাধীন চিন্তার? ক'টা লোককে পাশে পেয়েছিলেন তিনি, এমনকী আত্মীয়স্বনের মধ্যে? তাঁর তথাকথিত স্বজাতি ব্রাহ্মণ কুলীনরা পইতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিয়েছিল---'তুমি নির্বংশ হও।' কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত সন্তান না হওয়ায় পরিবারের কাছ থেকে কম গঞ্জনা সহ্য করেননি বিদ্যাসাগরের পত্নী। আবার সেই পত্নীই স্বামীর অজান্তে লুকিয়ে লুকিয়ে টাকা দিয়েপুত্র নারায়ণকে উচ্ছন্নে দিয়েছিলেন। আর সেই শুবকর্মে সংগত করেছিলেন বিদ্যাসাগরের পরমারাধ্য পিতা ঠাকুরদাস। নিরামিষাশী টাকুরদাসকে বিদ্যাসাগর আমিষাশী বলে, অর্থাৎ নাতির মাথা খাওয়ার দোষ অভিযুক্ত করেছিলেন। নিঃসীম বিচ্ছিন্নতার শিকার এই স্বাধীনতা যুক্তিবাদী মানুষটি ব্যক্তিজীবনে এতটুকু সুখ পাননি। স্বাধীনতার ওই মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছিল---সমাজের কাছে শুধু নয়, আক্ষরিক অর্থে পিতা -মাতা-ভ্রাতাদারসুতর কাছেও। বড় বড় কথার ধুম্রজালে তাঁর সেই বেদনাহ একাকিত্বকে আমরা কেবলই ধামাচাপা দিয়ে গিয়েছিস দিয়ে চলেছি। আর তাঁর জীবন থেকে এই শিক্ষা নিয়েছি, যে আর যাই করি, স্বাধীনত হব না। তাঁর স্বাধীনতার চেজকে ধারণ করার শক্তি বাঙালি ভদ্রলোক সমাজের ছিল না, আজও নেই। তাই এই অমিততেজার স্বাধীনচিত্ততাকে সইয়ে নেওয়ার বড় চমৎকার। রোয়াকি বুদ্ধি বের করেছি আমরা। তার মূল কথা হল, প্রবল ভাবাবেগের বাষ্পচাপে সেদ্ধ করে বিদ্যাসাগরকে নরমসরম, চর্বণযোগ্য করে দেওয়া। এটাই হল আমাদের উপরিকথিত দুই নম্বর কৌশল। তার একটা নমুনা হল, অনেক সগর্বে বলেন, লুকিয়ে লুকিয়ে বিদ্যাসাগর নাকি পুজো-আচ্ছো সবই করতেন, বাইরে অন্যরকম বান করতেন। অর্থাৎ স্বাধীনতাহীনদের দলভারী করার জন্য এঁরা বিদ্যাসাগরকে মিথ্যাবাদী কপটাচরী বলতেও রাজি। এমনই তীব্র টান অধীনতার।

প্রয়াত গল্পকার অমলেন্দু চক্রবর্তীর একটি হিরণ্যগর্ভ উক্তিতে এই কৌশলটি অনবদ্যভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। চক্রবর্তী মহাশয় বলেছিলেন, বাঙালি ভদ্রলোকের কাছে বিদ্যাসাগর প্রধানত একজন 'মাতৃভক্ত আমাদের পরিচিত জিনিস, দামোদরও আমাদের পরিচিত জিনিস, অতএব আমাদেরমধ্যে কেউ একজন 'বড়' হলে তিনি উত্তাল দামোদর পেরিয়ে মা-র কাছে ছুটে গিয়ে দুধভাত খাবেন, পিছনে বাজবে করুণ বেহালা, আমাদের মতো কূপমণ্ডূকের কাছে ওইটাই মহত্ত্বর চরম ক্রাইটেরিয়ান। পার হওয়া সম্ভব কি না, সেটা বিবেচনা করতে গেলেই তো কঠিন যুক্তির আশ্রয় নিতে হবে । শুনেছি কোনও একটা হিন্দি সিনেমাতে নাকি একদিকে নায়িকার পায়ে বাঁধা লম্বা তারের মধ্য দিয়ে আগুয়ান বিদ্যুৎ, অন্যদিকে ঘোড়য় চড়া নায়ক, কে আগে নায়িকার কাছে পৌঁছতে পারে, তা নিয়ে রুদ্ধশ্বাস প্রতিযোগিতা দ্যাখানো হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের দামোদর-পারও সেই গোত্রের জিনিস। আমরা অবলীলাক্রমে যুগ যুগ ধরে তা বিশ্বাস করে আসছি, ঠিকমা কালীর খাবার খাওয়ার মতো। অথচ কখনও তলয়ে বোঝার চেষ্টা করিনি, কেন 'সর্বদর্সনসংগ্রহ'- এই আধুনিক সম্পাদক (১৮৫৯) বেদান্ত আর ভেজাল-সাংখ্যক 'ভ্রান্ত দর্শন' বলে অভিহিত করেছিলেন। তাই দক্ষিণেশ্বর বাদুড়বাগানকে হাফ টাইমে ছ'গোল দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। আর ঠিক সেই অনুপাতেই পিছিয়ে গিয়েছে স্বাধীনতার লক্ষ্যে আমাদের যাত্রা।

স্বাধীনতাহীনতার সঙ্গে আমাদের অমর প্রেমের আর একটা দৃষ্টান্ত ডিরোজিও। হিন্দু সমাজ মার মার করে উঠে বলেছিল, আমাদের ঘরের সুবোধ ছেলেদের নাস্তিকতারমদ গেলাচ্ছে এই ফিরিঙ্গিটা। অথচ-বালক-বীর ডিলোজিও আসলে কী শিখিয়েছিলেন? তিনি বলেছিলেন, 'তোমার বিশ্বাসটাকে তুমি যুক্তির আলোকে যাচিয়ে নাও। তারপর যেটা মনে হয়, সেটা করো। ঈশ্বর মানতে হলে জেনে মানো। না-মানতে হলে জেনে না-মানো'। ডিরোজিও তিক্ত রসিকতায় বলেছিলিন, 'আমার শিক্ষা পেয়ে কিছু ছেলে নাস্তিক হল বলে যদি আমায় গালি দাও, তাহলে আমারই শিক্ষা পেয়ে যারা আস্তিক হয়েরইল, তাহলে জন্য সাধুবাদটাও তো আমারই প্রাপ্য'। কিন্তু কোমল বাঙালি প্রাণে এই যুক্তিবাদ কি সয়? অতএব ডিরোজিওকে বিদায় কর াহল হিন্দু কলেজ থেকে। তারপর তো তিনি জগৎ থেকেই বিদায় নিলেন।

আরও মজার কথা, ডিরোজিওর ছাত্ররা ক'জন শেষ পর্যন্ত নাস্তিক হয়ে রইলেন। রামতনু লাহিড়ী অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ সাধু ব্যক্তি হিসেবে প্রসিদ্ধি হয়েছিলেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তো খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বর বিখ্যাত পণ্ডিত হয়েছিলেন। এমনকী ধর্মকর্মর ব্যাপারে সবচেয়ে উদাসীন রাধানাথ শিকদারও খ্রিস্টান হয়ে দিয়েছিলেন। তাহলে ডিরোজিও বেচারিকে খামোকা এত গালমন্দ করা হল কেন? কারণ নাস্তিকতা নয়, কারণ ওই স্বাধীনমনস্ক যুক্তিবাদ। ওটা বড় গুরুপাক জিনিস , ওটা খেলে আমাদের পেট ফাঁপে, কখনও কখনও বমি হয়ে যায়। তাই স্বাধীনতাহীন আমরা সুখে পড়ে তাকি নিচুতেই, থাকি নিচুতে।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা

সুমন গুপ্ত

দৈত্য-দানবের অত্যাচারে ধরিত্রী মাতার তখন দুঃসহ অবস্থা। তিনি কষ্ট সহ্য করতে না পেরে প্রজাতি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ক্ষীরসমুদ্রে ভগবান বিষ্ণু তখন অনন্তশয়ানে। ব্রহ্মা ধরিত্রী মাতার সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হলেন। সেখানে মহাদেব, দেবরাজ ইন্দ্র এবং আরও কয়েকজন দেবতা রয়েছেন। ইতিপূর্বে বিষ্ণু বরাহ অবতার রূপে পৃথিবীকে রক্ষা করেছিলেন, একাগ্রচিত্তে পুরুষসূক্ত স্তব উচ্চারণ করে শ্রীহরির আরাধনা শুরু করলেন ব্রহ্মা।

বিষ্ণু প্রসন্ন হলেন ব্রহ্মার স্তবে। বিষ্ণু ব্রহ্মাকে, আশ্বস্ত করলেন, ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে লীলা করবেন। ধরিত্রীকে রক্ষা করবেন।

ঋগবেদ সংহিতায় আয়ু এক ঐতিহাসিক রাজা হিসাবে স্বীকৃত। আয়ুর পুত্র নহুষ। নহুষের পুত্র যযাতি। যযাতির পাঁচ পুত্র। জ্যেষ্ঠ যদু, কনিষ্ঠ পুরু। অন্য তিনজনের নাম যথাক্রমে তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু এবং অণু। প্রথম চার পুত্র তাঁর আজ্ঞা পালন না করায় যযাতি কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন এঁরা পুরুর বংস। কৃষ্ণ প্রমুখ যাদবরা যদুর বংশ। যযাতিপুত্র যদু থেকে মথুরাবাসী যাদবদের উৎপত্তি।

কৃষ্ণ য যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেন, ওই বংশে মধু, সত্ত্বত, বৃষ্ণি, অন্ধক প্রমুখ রাজা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশীয়। কংস এবং দেবকী ভোজবংশীয়। কংসের পিতা উগ্রসেন যাদবদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। উগ্রসেনের ভাই দেবকের কন্যা দেবকী। যদুবংশীর রাজা শূরসেনের পুত্র বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করে মথুরার উদ্দেশে রওনা হলেন। কংশ ভগিনীকে খুশি করার জন্য নিজেই সেই সুবর্ণমণ্ডিত রথের সারথি হলেন। পিতৃগহ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় বসুদেবও দেবকীর সম্মানার্থে শঙ্খ, তূর্য, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি ইত্যাদি মঙ্গলবাদ্য বাজতে লাগল। কিন্তু তাতে হঠাৎ ছন্দপতন ঘটল। এমন সময় দৈববাণী হল, 'রে অবোধ যাহাকে তুমি রথে করিয়া পতিগৃহে লইয়া যাইতেছ, সেই দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান তোমার প্রাণনাশ করিবে।'

এরকম ভীতিপ্রদ এক দৈববাণী শুনে কংস একহাতে দেবকীর কেশ আকর্ষণ করে অসির সাহায্যে তাঁকে বধ করতে উদ্যত হলেন। নব বিবাহিতা পত্নীকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে দেখে কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলেন বসুদেব। তারপর সাহস সঞ্চয় করে নানাভাবে বুঝিয়ে কংসকে নিরস্ত করলেন। বললেন, "দেবকী আপনার ছোট বোন। ওর দিক থেকে আপনার কোনও ভয় নেই। ভয় ওর পুত্রদের নিয়ে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি দেবকীর গর্ভজাত পুত্রদের আপনার হাতে সমর্পন করব।" দেবকী ও বসুদেবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন কংস। তাঁদের প্রথম ও পরে ছয় সন্তানকে একে একে হত্যা করলেন।

সন্তানের মৃত্যুতে দেবকী ভেঙে পড়েছেন। এরকম অবস্থায় ভগবান শ্রীশেষজি এলেন দেবকীর গর্ভে। পুনরায় মা হওয়ার আনন্দে দেবকী দিন গুনছেন। কিন্তু কংগ্রেস ভয়ে তাঁর শোক বাড়ল। এদিকে বিষ্ণুর আদেশে দবী যোগামায়া

পৃথিবীতে এসে বসুদেবের আর এক পত্নী রোহিণীর গর্ভে দেবকীর গর্ভস্থ সন্তানকে সংস্থাপন করলেন। মথুরাসী দেবকীর গর্ভ নষ্ট হয়েছে বলে জল্পনা করতে লাগল। ওদিকে গোকুলের ঘোষপল্লির এক সুরম্য আলয়ে রোহিণী এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। এই পুত্র বলভদ্র বা বলরাম। সময় গড়ায়। শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি দেবকী বিষ্ণু ভগবানকে পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ে ধারণ করলেন। ভগিনীকে দেখে কংসের কেন জানি না মনে হল, এবার নিশ্চয়ই বিষ্ণু গর্ভে এসেছেন। কারণ, প্রায়ইশ দেবকীর অঙ্গচ্ছটায় কারাগৃহ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। কংস কারাগারে পাহারা আরও বাড়িয়ে দিলেন।

কৃষ্ণাবতারের রূপ পরিগ্রহ করে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য প্রকট হবেন বিষ্ণু। দেবতারা দেবকীকে দর্শনদান করে বললেন, অত্যন্ত আনন্দের কথা আপনার অষ্টম গর্ভে সর্বলোকে কল্যাণকারী ভগবান পুরুষোত্তম বিরাজমান। দুমিত কংস কয়েকদিনের অতিথিমাত্র। আপনার পুত্র যদুবংশকে রক্ষা করবেন।' যাথাসময়ে বিষ্ণু পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ভাদ্রামাসের মধ্যরাত । যে মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবান বিষ্ণু কংসের কারাগারে জন্মগ্রহণ করলেন তখনকার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের দ্বিতীয় খণ্ডে। কিন্নর ও গন্ধর্বরা মধুর স্বরে গেয়ে উঠলেন। অপ্সরাগণ নাচতে লাগলেন । জগৎপালক বিষ্ণুর মঙ্গলময় গুণাবলির স্তুতি করতে লাগলেন চারণদল। দেবতা এবং ঋণি-মুনিরা আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। চারদিকে ঘন অন্ধকার। বিষ্ণু দেবকীর গর্ভ থেকে প্রকট হলেন। তৎক্ষণাৎ যেন পূর্ব দিগন্তে ষোলোকলা পূর্ণ চাঁদের উদয় হল। বসুদেব অভিভূত হয়ে দেখলেন তাঁর সামনে বিচিত্রদর্শন এক শিশু। দু'নয়ন কমলের ন্যায় এবং বিশাল। চতুর্ভুজ। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন। কণ্ঠে কৌস্তুভবণি। শ্রীঅঙ্গে মনোহর পীতাম্বর বস্ত্র। নানা আভূষণ সুশাভিত দেবশিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে অপূর্ব জ্যোতি ঠিকরে বেরোচ্ছে।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

শনিবার রাজধানীতে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

কুলতলিতে স্থানীয়দের তৎপরতায় ধরা পড়ল দুই ছিনতাইবাজ, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

কুলতলি (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ২৪ আগস্ট (হি.স.): রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর পথ আটকায় কয়েকজন ছিনতাইবাজ। ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে মারধর করে টাকা ও গহনার ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ায় চেষ্টা করলে স্থানীয় মানুষজনের তৎপরতায় ধরা পড়ে যায় দু'জন ছিনতাইবাজ। দুষ্কৃতীদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদেরকে মারধর করে কুলতলি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয় মানুষজন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার রাতে চাঞ্চল্য ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার অন্তর্গত কাছারি বাজার এলাকায়।

স্থানীয় স্বর্ণ ব্যবসায়ী বাদল হালদার শুক্রবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাইকে চেপে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর হাজির হাট এলাকায় বাইকে করে এসে তিনজন দুষ্কৃতী তাঁর পথ আটকায়। হাতে থাকা টাকা ও সোনার ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। বাদল বাবু দিতে অস্বীকার করলে তাঁর বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে খুনের হুমকি দেয় দুষ্কৃতীরা। সেই সময় পথ চলতি মানুষজন বিষয়টি দেখতে পেয়ে ছুটে এসে অভিযুক্তদের মধ্যে দু'জনকে ধরে ফেলেন। তাদেরকে বেধড়ক মারধর করেন এলাকার বাসিন্দারা। পরে কুলতলি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উদ্ধার করা হয় একটি আগ্নেয়াস্ত্র। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতদের শনিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তুলবে পুলিশ। পাশাপাশি এই ঘটনায় আরও কে বা কারা জড়িত সে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

গোরেগাঁও-এর শিল্পাঞ্চলে দু'টি গোডাউনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে অসুস্থ দু'জন দমকল কর্মী

মুম্বই, ২৪ আগস্ট (হি.স.): মুম্বইয়ের শহরতলি গোরেগাঁও-এর শিল্পাঞ্চলে দু'টি গোডাউনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডউ আগুন নেভানোর সময় ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন দু'জন দমকল কর্মীউ শনিবার সকাল ৬.৫৭ মিনিট নাগাদ পশ্চিম গোরেগাঁও-এর উদ্যোগ নগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট-এর ৭ নম্বর প্লটে অবস্থিত দু'টি গোডাউনে ভয়াবহ আগুন লাগেউ ওই দু'টি গোডাউনে রাসায়নিক ও ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য মজুত ছিলউ গোডাউনের ভিতরে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুনের লেলিহান শিখাউ প্রায় আধ ঘন্টার বিলম্বের পর সকাল ৭.২৫ মিনিট নাগাদ আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের মোট আটটি ইঞ্জিনউ কিন্তু, আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার কারণে দমকল কর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়উ দু'টি গোডাউন ও সংলগ্ন এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়উ আগুন নেভানোর সময় ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন দু'জন দমকল কর্মীউ অসুস্থ অবস্থায় তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ট্যাংরায় জোড়া খুনের ঘটনায় গ্রেফতার এক, তদন্তে নেমেছে হোমিসাইড শাখার গোয়েন্দারা

কলকাতা, ৩ জুন (হি.স.) : শুক্রবার রাতে চায়নাটাউনে এক মহিলা এবং এক বৃদ্ধের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হওয়াকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। লোহার বালতি দিয়ে আঘাত করে মুখ থেঁতলে দেওয়া হয়েছিল তাঁদের। এমনকি মাথাতেও ছিল ভারী আঘাতের চিহ্ন। দু'জনকেই উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয় বৃদ্ধকে। চিকিৎসা চলাকালীন মারা যান তিনিও। পুলিশ জানিয়েছেন, মৃত দুই ব্যক্তিই ট্যাংরার এই চিনা পরিবারের সদস্য। ওই বৃদ্ধ মহিলার সম্পর্কে শ্বশুর হন। মৃতদের নাম লি হান মিহা (৬০) এবং তাঁর শ্বশুর লি কা সাং। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ ট্যাংরার ওই চিনা পরিবারের শ্বশুর এবং পুত্রবধূর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। প্রথম থেকেই পুলিশের সন্দেহ ছিল যে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন বাড়ির কর্তা লি ওয়ান সাং। তদন্ত শুরু হতেই লি-র বিরুদ্ধে প্রমাণ পায় পুলিশে। এরপর স্ত্রী লি হান মিহা এবং বাবা লি কা সাংকে খুনের অভিযোগে লি ওয়ান সাংকে গ্রেফতার করে পুলিশ। প্রতিবেশীদের অভিযোগ, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন মহিলার স্বামী। এ নিয়ে রোজই অশান্তি হতো বাড়িতে। তবে অন্য কোনও কারণে পারিবারিক অশান্তির জেরেও এই খুন হয়ে থাকতে পারে বলে অনুমান পুলিশের। ঘটনাস্থলে এসে পুলিশের প্রথম সন্দেহ হয় লি ওয়ান সাংকেই। এরপর খুনে ব্যবহৃত বালতির গায়ে রক্ত ও আঙুলের ছাপ, মোবাইল টাওয়ার লোকেশন, পাঁচিলের গায়ে হাতের ছাপ এবং এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ। অনুমান করে এ কাণ্ড ঘটিয়েছে লি ওয়ান সাং-ই। পুলিশ জানিয়েছে, জেরায় নিজের অপরাধ কবুল করেছে অভিযুক্ত। ধৃতের বিরুদ্ধে আইপিসি ৩০২ (খুন), ৩০৭ (খুনের চেষ্টা) ও ৩২৬ (অস্ত্র দিয়ে মারাত্মক আঘাত) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। খুনের সঠিক কারণ জানতে তদন্তে নেমেছে লালবাজারের হোমিসাইড শাখার গোয়েন্দারা। মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

জীবনাবসান অরুণ জেটলির : শোকস্তব্ধ অমিত শাহ-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি.স.): দীর্ঘ রোগভোগের পর প্রয়াত হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা অরুণ জেটলিউ শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে গত ৯ আগস্ট থেকে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ চিকিতাধীন ছিলেন অরুণ জেটলিউ জেটলি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ২৪ আগস্ট, শনিবার দুপুর ১২.০৭ মিনিট নাগাদউ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছরউ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা অরুণ জেটলির প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহউ শোকবার্তায় অমিত শাহ জানিয়েছেন, 'অরুণ জেটলি জির প্রয়াণে গভীরভাবে শোকস্তব্ধউ ব্যক্তিগতভাবে আমার বিরাট বড় ক্ষতি হলউ শুধুমাত্র দলীয় নেতাই নন, গুরুত্বপূর্ণ পরিবারের সদস্যকে হারালামউ'

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ওউ মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত শোকবার্তায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'অরুণ জেটলি জির প্রয়াণে স্তব্ধউ অসাধারণ সাংসদ এবং আইনজীবী ছিলেন তিনিউ ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর অবদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেউ তাঁর স্ত্রী, সন্তান, বন্ধুবান্ধব এবং শুভাকাঙ্খীদের প্রতি গভীর সমবেদনাউ' উল্লেখ্য, দীর্ঘ দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন অরুণ জেটলিউ ডায়াবেটিসের রোগে ভুগছিলেনউ অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন ২০১৮ সালে কিডনি প্রতিস্থাপনও হয় তাঁরউ যে কারণে ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে অন্তর্বর্তী বাজেটের সময় সংসদে দেখা যায়নি তাঁকেউ শারীরক অসুস্থতার কারণে এর আগেও বেশ কয়েকবার এইমস-এ ভর্তি হয়েছিলেন জেটলিউ সেই থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে সে ভাবে আর দেখা যায়নি তাঁকেউ এমনকি এ বছর লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় ফিরলেও, মন্ত্রিত্ব নিতে রাজ হননি জেটলি।

ছত্তিশগড়ে বড় সাফল্য সুরক্ষা বাহিনীর

রায়পুর, ২৪ আগস্ট (হি.স.): ছত্তিশগড়ে মাওবাদী নিকেশ অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনীউ ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত নারায়ণপুর জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে পাঁচজন কুখ্যাত মাওবাদীউ নারায়ণপুর জেলার অবুজমার্হ এলাকার ঘটনাউ তবে, দুঃসংবাদ হল-মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলাকালীন জখম হয়েছেন সুরক্ষা বাহিনীর দু'জন জওয়ান।

পুলিশ সূত্রের খবর, নারায়ণপুর জেলার অবুজমার্হ এলাকায় মাওবাদী দমন অভিযানে নামেন সুরক্ষা বাহিনী-র জওয়ানরাউ তল্লাশি অভিযান চলাকালীন শনিবার সকালে জওয়ানদের ঘিরে ধরে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে মাওবাদীরাউ অতর্কিতে হামলার মুখে পড়েও পাল্টা জবাব দেয় সুরক্ষা বাহিনীউ দু'পক্ষের মধ্যে ব্যাপক গুলি বিনিময় হয়উ জওয়ানদের পাল্টা হামলার মুখে পড়ে পিছু হঠতে বাধ্য হয় মাওবাদীরাউ সেই সময়ই সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে পাঁচজন মাওবাদীউ তবে, মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলাকালীন জখম হয়েছেন দু'জন জওয়ানউ পুলিশ সূত্রের খবর, নিহত মাওবাদীদের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।

পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে মালিকের চড়ে মৃত্যু কর্মীর

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি.স.): পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে মৃত্যু হল পাওনাদারেরউ মালিকের থেকে ন্যায্য টাকা চাইতে গিয়ে তাঁর হাতে সপাটে চড় খেয়ে মৃত্যু হল এক যুবকেরউ ঘটনাটি ঘটেছে চিৎপুরের সিমলাই এলাকায়উ এর জেরে ওই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে তাঁর বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করেছে পুলিশউ

মৃত সমীর সাধুখাঁ (৩৬) নদিয়ার চাকদহের মদনপুরের কলতলা রোডের বাসিন্দা হলেও কর্মসূত্রে তিনি থাকতেন দমদমেউ দর্জি হিসাবে কাজ করতেন লাল্টু পোদ্দার নামে এক ব্যক্তির পোশাক তৈরির ব্যবসায়উ বহুদিন থেকেই কাজ করিয়ে নিয়েও পাওনা টাকা দিতেননা লাল্টু বমন অভিযোগে ওঠে ওই ব্যক্তির নামউ এইভাবে প্রায় ৩৫ হাজার টাকা জমে যায় বলেও পাওয়া যায় খবরউ এর পরেই শুক্রবার লাল্টুর বাড়ি গিয়ে পাওনা টাকা চায় সমীরউ টাকা চাইলে লাল্টু পরে দেবে বলে কথা ঘোরানোর চেষ্টা করে। এক দু কথায় সমীরের সাথে বাক বিতন্ডায় জড়িয়ে পরেন লাল্টুউ তখনই হঠাত করে সমীরকে সপাটে চড় মারেন লাল্টুউ

কানের পাশে চড় মারায় মুহূর্তের মধ্যে জ্ঞান হারান সমীর। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। তড়িঘড়ি সমীরের সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করেন। অচৈতন্য সমীরকে নিয়ে যাওয়া হয় আরজি কর হাসপাতালে। সেখানেই তাঁকে মৃত বলে জানান চিকিৎসকরা। সমীরের মৃত্যুর খবর পৌঁছে গিয়েছে নদিয়ার চাকদহের মদনপুর কলতলা রোডের বাড়িতেও। চোখের জলে ভাসছেন নিহতের পরিবার।

কোচিতে শ্রীসন্থের বাড়িতে আগুন : পুড়ে গিয়েছে একটি ঘর ও আসবাবপত্র, হতাহতের কোনও খবর নেই

কোচি, ২৪ আগস্ট (হি.স.): কেরলের কোচিতে ক্রিকেটার এস শ্রীসন্থের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডউ সৌভাগ্যবশত এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইউ তবে, শ্রীসন্থেনের বাসভবনের একটি ঘর এবং ওই ঘরের ভিতরে থাকা আসবাবপত্র পুড়ে গিয়েছেউ শনিবার ভোররাত দু'টো নাগাদ কোচির এডাপল্লিতে এস শ্রীসন্থের বাড়িতে আচমকাই আগুন লাগে।

সেই সময় শ্রীসন্থ বাড়িতে ছিলেন না, ভোররাতে আগুন দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন শ্রীসন্থের স্ত্রী, সন্তান এবং বাড়ির দু'জন পরিচারিকাউ অগ্নিকাণ্ডের সময় বাসভবনে প্রথম তলায় ছিলেন তাঁরাউ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে আসে দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিনউ প্রথমেই বাড়ির কাঁচের দরজা ভেঙে শ্রীসন্থের স্ত্রী, সন্তান ও দু'জন পরিচারিকাকে উদ্ধার করেন দমকল কর্মীরাউ দমকল কর্মীদের কয়েক ঘন্টার প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুনউ এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইউ দমকল সূত্রের খবর, আগুনে পুড়ে গিয়েছে একটি ঘর এবং ওই ঘরের ভিতরে থাকা আসবাবপত্র।

উত্তর প্রদেশের কার্পেট তৈরির কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত্যু শ্রমিকের, গুরুতর আহত দু'জন

ভাদোহি (উত্তর প্রদেশ), ২৪ আগস্ট (হি.স.): 'কার্পেট-এর শহর', উত্তর প্রদেশের ভাদোহিতে কার্পেট তৈরির কারখানায় বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন একজন শ্রমিকউ এছাড়াও আরও দু'জন শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেনউ শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ভাদোহি-র কোতওয়ালি থানা এলাকায়উ বিস্ফোরণের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিল্ডিংয়ের ছাদউ নিহত শ্রমিকের নাম হল, আব্দুল রিয়াজ (২১)উ গুরুতর আহত অবস্থায় দু'জন শ্রমিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ তাঁদের মধ্যে একজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ সুপার রাম বি সিং জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে কার্পেট তৈরির মেশিনে কাজ করছিলেন বেশ কয়েকজন শ্রমিকউ সেই এয়ার-প্রেসার ট্যাঙ্কে বিস্ফোরণ হয়।

বিস্ফোরণের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারখানার ছাদউ মৃত্যু হয়েছে একজন শ্রমিকের এবং আহত হয়েছেন দু'জন শ্রমিকউ খবর পাওয়ার পর ওই কারখানা পরিদর্শনে যান জেলাশাসক রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং পুলিশ রাম বি সিংউ প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, কারখানার মালিকের গাফিলতির জন্যই এই বিপত্তিউ এই ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছেউ পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পিএম আবাসে দুর্নীতির অভিযোগ করিমগঞ্জের কুকিতল জিপি সভানেত্রীর স্বামীর বিরুদ্ধে

কুকিতল (অসম), ২৪ আগস্ট (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার গৃহ নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেসছে করিমগঞ্জ জেলার লোয়াইরপোয়া ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এ। অভিযোগ, নানা অজুহাত দেখিয়ে একাংশ পঞ্চায়েত নেতা ও সরকারি কর্মচারী কমিশনের টাকা চেয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছেন সুবিধাভোগীদের। ইতিমধ্যে এ ধরনের অভিযোগ পেয়ে পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, লোয়াইরপোয়া জেলা প্যারিষদ সহেলি দে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সতর্কবার্তায় কেউই পাত্তা দিয়েছেন বলে আপাতত খবর নেই।

এমনই এক অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে লোয়াইরপোয়া ব্লকের অন্তর্গত কুকিতল গ্রাম পঞ্চায়েত সভানেত্রী গঙ্গোত্রী কুর্মির স্বামী সজল কুর্মির বিরুদ্ধে। অভিযোগকারীদের কাছে জানা গেছে, চলতি অর্থবর্ষে কুকিতল জিপি-র ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা জনৈক আশুতোষ চন্দের নামে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার একটি গৃহ বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু সজল কুর্মি আশুতোষ চন্দকে গৃহ নির্মাণে বাগড়া দিচ্ছেন। আশুতোষ চন্দের কাছে সজল নাকি দাবি করছেন, হয় তাকে তার নিজের লোক দিয়ে গৃহ নির্মাণ করাতে হবে, নতুবা কমিশন বাবদ নগদ টাকা তাকে দিতে হবে। তাঁর দুই দাবির কোনওটাতেই সম্মতি না দিলে পিএম আবাসের গৃহ নির্মাণের কাজ করতে দেবেন না বলে সুবিধাভোগী আশুতোষ চন্দকে হুমকি দিয়েছেন জিপি সভানেত্রীর স্বামী সজল কুর্মি।

এদিকে এ ধরনের খবর প্রকাশ হতেই এলাকার সচেতন মহলে প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে ছে। গোটা পঞ্চায়েত এলাকার বহু ভুক্তভোগী এখন সজল কুর্মির কুকর্মের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, জিপি এলালার পিএম আবাসের প্রতিটি গৃহ নির্মাণের ঠিকা নেন সজল কুর্মি।

জানা গেছে, আশুতোষ চন্দ তাঁর অন্যায় আবদারে সম্মতি না দেওয়ায় গত চারদিন আগে রাতের অন্ধকারে দলবল নিয়ে সজল কুর্মি সুবিধাভোগীকে (আশুতোষ চন্দ) পিটিয়েছেন। নিগৃহীত আশুতোষ চন্দ ঘটনাটি বিডিও এবং বিজেপি-র ব্লক মণ্ডল কর্মকর্তাদের জানিয়ে সুবিচার যাচ্ছ্রা করেছেন।

এদিকে বিষয় সম্পর্কে কুকিতল জিপি সভানেত্রী গঙ্গোত্রী কুর্মির কাছে স্পষ্টীকরণ চাইলে চাইলে গোটা ঘটনাকে তিনি মিথ্যা অভিযোগ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, বিজেপি সরকারের আমলে দুর্নীতির কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। তিনি পালটা ভুক্তভোগী আশুতোষ চন্দকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। বলেছেন, অশুতোষ নিজে তার নামে বরাদ্দকৃত সরকারি গৃহ নির্মাণ না করে পুরো টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পথ খুঁজছেন। যেমন কংগ্রেস আমলে করেছেন। তা জানতে পেরে তাকে তাঁর স্বামী তথা সভানেত্রীর প্রতিনিধি সজল কুর্মি সতর্ক করেছিলেন। এজন্যই 'উল্টে চোর কটোয়ালকে ডাটে'-র মতো আচরণ করেছেন। তিনি আরও জানান, বিষয়টি নিয়ে শনিবার স্থানীয় জিপি কার্যালয়ে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় জিপি এলাকার অন্যান্য সুবিধাভোগী লিখিতভাবে জানান, তাঁরা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার গৃহ নির্মাণের নামে কাউকে কানাকড়িও ঘুষ দেননি

জ্বালানি বকেয়া কাণ্ডে নাম জড়াল এয়ার ইন্ডিয়ার

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : এবার জ্বালানি বকেয়া কাণ্ডে নাম জড়াল দেশের অন্যতম নামি বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়ার। তৈল সংস্থাগুলির দাবি করেছে এয়ার ইন্ডিয়ার মোট ৫ হাজার কোটি টাকার জ্বালানি বকেয়া রয়েছে।

সূত্রের খবর ২৩০ দিনেও নাকি ওই পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে পারেনি বিমান সংস্থা। প্রায় ৮ মাস ধরে ৩ টি সরকারি তৈল সংস্থার থেকে ৫ হাজার কোটি টাকার জ্বালানি বকেয়া রেখে আসছে এয়ার ইন্ডিয়া। এরপরেই ক্রমশ চাপ নেমে আসতে শুরু করে তৈল সংস্থাগুলির থেকে। এমনটাই জানা গিয়েছে শুক্রবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্প(আইওসি)-এর দেওয়া এক বিবৃতি থেকে। যে কারণেই বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে আইওসি, ভারত পেট্রোলিয়াম কর্প লিমিটেড (বিপিসিএল) এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্প লিমিটেড(এইচপিসিএল) নামক সংস্থাগুলি ভারতের ৬ টি বিমান বন্দরে এই সংস্থাকে জ্বালানি হিসেবে জেট ফুয়েল বা এটিএফ সরবরাহ করা বন্ধ করে দিয়েছে। এই বিমান বন্দরগুলির মধ্যে রয়েছে- কোচি, পুনে, পাটনা, রাঁচি, ভাইজ্যাগ, মোহালি।

সম্প্রতি ইন্ডিয়ান অয়েল কর্প(আইওসি)- বিবৃতি দিয়েছে, "এই তিন তৈল বিপণন সংস্থার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫০০০ কোটি টাকা মূল্যের অর্থ বকেয়া রাখায় এয়ার ইন্ডিয়াকে কোচি, মোহালি, পুনে, রাঁচি, পাটনা এবং বিশাখাপত্তনমের মত বিমান বন্দরগুলিতে জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হবে।" আইওসি আরও জানিয়েছে, এয়ার ইন্ডিয়াকে ৯০ দিনের ক্রেডিট পিরিয়ড দেওয়া হয়েছিল। যার অর্থ এই সময়কালের মধ্যে এয়ার ইন্ডিয়াকে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু এই সময় দেওয়া স্বত্তেও বিমান সংস্থাটি অর্থ পরিশোধ করেনি।

পতঞ্জলির সিইও বালকৃষ্ণণের শারীরিক অবস্থার উন্নতি, আরোগ্য কামনা সাংসদ আর কে সিনহার

ঋষিকেশ (উত্তরাখণ্ড), ২৪ আগস্ট (হি.স.): ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ-এর চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার (সিইও) আচার্য্য বালকৃষ্ণণউ শনিবার তাঁর শারীরিক অবস্থারও উন্নতি হয়েছেউ আচার্য্য বালাকৃষ্ণ-এর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা রবীন্দ্র কিশোর সিনহাউ শুক্রবার দুপুরে পতঞ্জলির অফিসে কাজ করার সময় আচমকাই বুকে ব্যথা অনুভব করেন আচার্য্য বালকৃষ্ণণউ তড়িঘড়ি তাঁকে ঋষিকেশ-এর এইমস-এ ভর্তি করা হয়উ চিকিতার পর দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন আচার্য্য বালকৃষ্ণ।

পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ-এর সিইও আচার্য্য বালকৃষ্ণণ-এর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে শনিবার সকালে এইমস-এ যান যোগগুরু বাবা রামদেব, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত, বিধানসভার অধ্যক্ষ প্রেমচন্দ আগরওয়াল প্রমুখউ চিকিতকদের সঙ্গে কথা বলে আচার্য্যর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন তাঁরাউ পতঞ্জলির সিইও আচার্য্য বালকৃষ্ণণ-এর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন সাংসদ আর কে সিনহাউ নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে সাংসদ লিখেছেন, 'পতঞ্জলি যোগপীঠের অধ্যক্ষ এবং আয়ুর্বেদ আচার্য্য শ্রী বালকৃষ্ণ জি গতকাল (শুক্রবার) অসুস্থ হয়ে পড়েছেনউ শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে তাঁকে ঋষিকেশ-এর এইমস-এ ভর্তি করা হয়উ ওনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।

শনিবার রাজধানীতে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক জগন্নাথ মন্দির থেকে এক র‍্যালি উদ্বোধন করেন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

সত্যজিৎ রায়কে তিনবার না বলেছি: মাধবী

সম্রাট মুখোপাধ্যায়: 'সত্যজিৎবাবু 'নায়ক'---এ অদিতির চরিত্রে শর্মিলাকে নয়, আমাকেই প্রথমে বেছেছিলেন। আমি 'না' বলায় পরে শর্মিলাকে নেন তিনি', জানালেন অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়, 'নায়ক' তৈরি হওয়ার অর্ধশতক পার হয়ে এসে। জানালেন, 'আমায় চরিত্রটা শুনিয়ে মানিকবাবু বলেছিলেন, এ চরিত্রে তোমাকে ঠিক ভাবছি।'দুর্লভ—তথ্যের পুনরুদ্ধার বোধহয় একেই বলে। সম্প্রতি খোঁজ পাওয়া গেল একটি জনপ্রিয় সিনেমা—সাহিত্য পত্রিকার এক অধুনা—দুষ্প্রাপ্য সংখ্যায় একটি খবরের। 'নবকল্লোল' নামের এই পত্রিকায় সিনেমা---সংক্রান্ত খবরগুলি লিখতেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। 'শ্রীগুপ্ত' ছদ্মনামের আড়ালে। সেই দুর্লভ সংখ্যাটিতে (১৩৭২ বঙ্গাব্দের অর্থাৎ ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের আষাঢ় সংখ্যা এটি) দেখা যাচ্ছে 'টুকরো খবর'—এর ভেতর শ্রীগুপ্ত একটি ছবির আগাম খবর দিচ্ছেন এইভাবে, 'সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক'—এ উত্তমকুমারের বিপরীতে তিনটি প্রধান নারী চরিত্রে থাকবেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, সুমিতা সান্যাল এবং ভারতী দেবী।'ব্যস, এটুকুই খবরটি। কিন্তু এটুকু পড়েই নড়েচড়ে বসতে হল ৫৪ বছর পরে! কারণ একটি নাম। মাধবী মুখোপাধ্যায় (পরবর্তীতে অভিনেতা নির্মলকুমারের সঙ্গে বিবাহ—সূত্রে চক্রবর্তী)। মুক্তির এক বছর আগে বেরোনো খবর অনুযায়ী ১৯৬৬ সালে মুক্তি পাওয়া এ ছবি পরিচালনা করেন সত্যজিৎ রায়। নাম ভূমিকায় থাকেন যথারীতি উত্তমকুমার। খবরে থাকা দুই অভিনেত্রী সুমিতা সান্যাল এবং ভারতী দেবীও দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র করেন ছবিতে। প্রথমজন এক সিনেমা অভিনেত্রীর চরিত্রে। দ্বিতীয়জন ট্রেনের এক সহযাত্রিণীর চরিত্রে। সবাই আছেন। শুধু মাধবী নেই! কেন?৫৪ বছর আগে প্রকাশিত এই খবরের সূত্র ধরে যোগাযোগ করা হয় স্বয়ং মাধবী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি মনে করতে পারেন এ প্রসঙ্গ। এবং পত্র—পত্রিকায় বেরোনো এ ছবির আগাম খবরের কথাও। মাধবীদেবী বললেন, 'হ্যাঁ, তখন বেশ কিছু কাগজে বেরিয়ে গিয়েছিল যে আমিই 'নায়ক' ছবির নায়িকা হিসাবে থাকছি। সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে চতুর্থবার কাজ করতে চলেছি।'এর আগে সত্যজিৎবাবুর 'কাপুরুষ' ছবির কাজ সবে শেষ করেছেন তিনি। তখনই তাঁকে 'নায়ক' ছবি ও তার চরিত্রের কথা বলেন সত্যজিৎ। 'কাপুরুষ' ছবিটি 'মহাপুরুষ'—এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুক্তি পায় ১৯৬৫—তে।আর এটিই হয় সত্যজিৎ ও মাধবীর একসঙ্গে করা শেষ কাজ। পরপর তিন বছরে উপর্যুপরি তিনটি উল্লেখযোগ্য কাজ একসঙ্গে করার পরে। জুটির সূচনা—ছবি 'মহানগর' (১৯৬৩), চারুলতা (১৯৬৪) আর 'কাপুরুষ'। প্রথম দুটি বার্লিনে এবং পরেরটি কান চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়। স্বাভাবিকভাবেই গড়ে ওঠে এক সফল জুটি। এক পরিচালক ও এক অভিনেত্রীর। এর আগে বাংলা ছবির এমন সফল দুই পরিচালক—অভিনেত্রী জুটি যে দুটি ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছিল সেই হরিদাস ভট্টাচার্য---কানন দেবী এবং অসিত সেন—সুচিত্রা সেন জুটিতে বক্স অফিস সাফল্য এলেও, এমন বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও স্বীকৃতি আসেনি। সুপ্রিয়া দেবী—ঋত্বিক ঘটকের জুটিও ছিল মাত্র দুটি ছবির। সর্বোচ্চ সাফল্যের এই জুটি যখন উপর্যুপরি চতুর্থ ছবির দিকে এগিয়ে চলেছে, তখনই ভাঙন কেন?স্পষ্ট স্বরে মাধবী দেবী জানালেন, 'না, ততদিনে আসলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি আর একসঙ্গে কাজ করব না। এমন কিছু কথাবার্তা আর জটিলতা আমাদের সম্পর্কের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, সেগুলো পার হয়ে একসঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে বুঝতে পারছিলাম। আমি কোনও অশান্তি চাইনি। বিতর্ক চাইনি। নিজেই সরে এসেছিলাম। এত বছর পরে আর সে সব অস্বস্তিকর কথা মনে করতে চাই না। অনেকেই জানেন সে সব।' 'নায়ক'—এ আপনার কাজ করতে চলার খবর প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল পত্র—পত্রিকায় ?মাধবী: হ্যাঁ। কিছু কিছু জায়গায় বেরিয়ে গিয়েছিল। আসলে সেভাবেই প্রাথমিক ঘোষণাটা ছিল। অনেকের মতো ঢুলুদা (অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়), সেবাদা (সেবাব্রত গুপ্ত) এঁরাও জানতেন। খবর করেছিলেন। আপনার কি মূল নারী চরিত্রটাই করার কথা ছিল?মাধবী: হ্যাঁ, ওই সাংবাদিকের (অদিতি) চরিত্রটাই। যেটা পরে শর্মিলা করে। উত্তমকুমারের সঙ্গে 'শঙ্খবেলা' আপনার প্রথম ছবি। কিন্তু 'নায়ক' করলে তো... মাধবী: হ্যাঁ। 'নায়ক' আগে মুক্তি পায়। ফলে ওটাই প্রথম ছবি হত। 'নায়ক'ও তো পরে 'বার্লিন'—এ 'স্পেশ্যাল জুরি অ্যাওয়ার্ড' পায়। পরে আক্ষেপ হয়নি কখনও এ ছবি ছেড়ে দেওয়ার জন্য?মাধবী: না, হয়নি (দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লাগল মাধবীর স্বর)।

কারণ, সিদ্ধান্তটা তো আমারই ছিল। এবং সে পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্তটা পারিপার্শ্বিক বিচারে ঠিকই ছিল। ফলে আপশোস হবে কেন? (একটু থেমে) তার পরেও তো উনি আরও দু'বার বলেছিলেন ওনার ছবিতে কাজ করার জন্য। দু'বারই 'না' বলেছিলাম। তাই নাকি! 'নায়ক'—এর পরেই? কোন কোন ছবিতে?মাধবী: না। ঠিক 'নায়ক'—এর পরেই নয়। উনিও জানতেন ব্যক্তিগত সম্পর্কের যে অবনতি ওই সময়টায় হয়েছে তাতে আমি আর তখন কাজ করব না। কিছু বছর পরে 'অশনি সংকেত' করার সময় বলেন। গঙ্গাচরণের স্ত্রীর চরিত্র। উল্টোদিকে সৌমিত্রই ছিল। এটা 'নায়ক'—এর আরও বছর ছ'সাত পরের কথা। কিন্তু এবারও আমি 'না' বলি। চরিত্রটি বাংলাদেশের ববিতা করে। আর তৃতীয়বার?মাধবী: এটা আরও পরে। আটের দশকের মাঝখানে। তখন 'ঘরে বাইরে' করবেন ভাবছেন। বিমলা চরিত্রে আমাকেই ভেবেছিলেন উনি। আগের দু'বার উনিই সরাসরি বলেছিলেন। একবার মুখোমুখি। পরেরবার ফোনে। দু'বারই 'না' বলেছি বলে তৃতীয়বার আর নিজে আমায় বলেননি। বলেছিলেন ওনার এবং আমার দু'জনেরই ঘনিষ্ঠ সাংবাদিক সেবাব্রত গুপ্তকে দিয়ে। সেবাদাকে বলেছিলেন শুনেছি, 'ঘরে বাইরে' করব ভাবছি, আপনি কথা বলে মাধবীকে রাজি করান। প্রায় দু'দশক পরেও আর কাজ করেননি?মাধবী: না। মনে হয়েছিল 'আবার কেন'। না—ই বলেছিলাম সেবাদাকে। পরে দেখি ওই চরিত্রটা স্বাতীলেখা (সেনগুপ্ত) করেছে। এগুলো নিয়ে এখন কিছু ভাবেন?মাধবী: না। কী আর ভাবব? সে সব দিন তো চলে গেছে। আমি না করায় তো আর ওনার ছবি আটকায়নি। উনি ওনার মতো ছবি করেছেন। আমি আমার মতো ছবি করেছি। .... (একটু হেসে) এত বছর পরে এসব কথা যে কেউ আবার তুললেন, জিজ্ঞাসা করলেন, সেটা ভেবেই একটু আশ্চর্য হচ্ছি!একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো। যে তিনটি ছবিতে মাধবীকে ভেবেছিলেন সত্যজিৎ এবং পাননি, সেই তিনটি ছবিতেই কিন্তু তিনি বিকল্প অভিনেত্রী হিসাবে কাউকে টালিগঞ্জ থেকে নেননি।

কখনও নিয়েছেন বম্বেতে হিন্দি ছবিতে তখন তুমুল ব্যস্ত শর্মিলাকে। কখনও বাংলাদেশ থেকে এনেছেন ববিতাকে। আবার কখনও পর্দা থেকে সরে গিয়ে মঞ্চ থেকে তুলে এনেছেন স্বাতীলেখাকে। এসব ইতিহাস। এবং ইতিহাসের কম আলোকিত অংশ। সত্যি একটা ছোট্ট হারানো খবরের টুকরো থেকে কত কী---ই যে উঠে আসে!

বাংলায় ফিরছেন মিঠুন

সৌগত চক্রবর্তী: শেষ পর্যন্ত ঘটনাটা সত্যি হল। শেষ পর্যন্ত বাংলার ছোট পর্দার রিয়্যালিটি শোয়ে আবার ফিরে এলেন মিঠুন চক্রবর্তী। স্টার জলসার এই নাচের রিয়্যালিটি শোয়ের নাম 'ডান্স ডান্স জুনিয়র'। আর এই শোয়ের প্রধান বিচারকের ভূমিকার মধ্যে দিয়েই আবার বাংলা টেলিভিশনে ফিরলেন মিঠুন চক্রবর্তী। এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে এই ডান্স রিয়্যালিটি শোয়ের প্রোমোর সম্প্রচার। যেখানে তিনি বলছেন, 'ডান্সিং যাদের প্রাণ, বাংলার সেই খুদে ট্যালেন্টদের খুঁজে নিতে আসছি আমি।'দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলা ও ভারতের বড়পর্দা ও ছোটপর্দার দর্শকদের সামনে আসেননি তিনি। অসুস্থতাই এর প্রধান কারণ। পিঠের ব্যাথার জন্য বিদেশেও চিকিৎসা করিয়ে আসেন তিনি। এখন তিনি পুরোপুরি সুস্থ। সুস্থতার পর তিনি অভিনয় করেছেন 'দ্য তাসখন্দ ফাইলে'। এটাই তাঁর সাম্প্রতিক অভিনীত ছবি। রিয়্যালিটি শো 'দ্য ড্রামা কোম্পানি'তে তিনি এসেছেন কিছুদিন আগেই।আগে মিঠুন চক্রবর্তীর হাত ধরে জি টিভি-তে এসেছে ডান্স রিয়্যালিটি শো 'ডান্স ইন্ডিয়া ডান্স'। এখানে তিনি ছিলেন গ্র্যান্ড মাস্টারের ভূমিকায়। পাশাপাশি জি বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলেও 'মহাগুরু'র ভূমিকায় দীর্ঘদিন দেখা গেছে তাঁকে। একটা সিজন সামলেছেন 'দাদাগিরি'র সঞ্চালকের ভূমিকাও। এবার সেই নাচের রিয়্যালিটি শোয়ের হাত ধরেই স্টার জলসা চ্যানেলে বিচারকের ভূমিকায় আসছেন তিনি।টেলিভিশন ছাড়াও এখন তাঁর হাতে আছে একটি হিন্দি ছবি 'গেহের' ও একটি দক্ষিণী ছবি 'ভুতিয়াপ্পা'। শুটিং হয়ে গেছে একটি বাংলা ছবিরও। অনেকদিন আগে শুটিং হওয়া সেই 'হাসন রাজা'র অবশ্য এখনও মুক্তি ঘটেনি। তবে এবার আবার বাংলা ছবির বৃত্তে ফিরে আসতে চলেছেন তিনি। বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তকে নিয়ে ছবি করতে চলেছেন 'সহজ পাঠের গপ্পো'র পরিচালক মানস মুকুল পাল। ছবিতে এক বিপ্লবীর চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি। সেই ছবির শুটিং শুরু হবে পুজোর পর। মানস মুকুল জানিয়েছেন, ছবির চিত্রনাট্য এবং তাঁর চরিত্রটি খুবই পছন্দ হয়েছে মিঠুনদার। চরিত্রটার নাম কী, সেটা অবশ্য এখনই জানাতে চান না পরিচালক। তার আগেই তিনি ফিরে আসতে চলেছেন স্টার জলসার এই নতুন ডান্স রিয়্যালিটি শোয়ে। একটা সময়ে 'ডিস্কো ডান্সার' ছবির সাফল্যের পর তিনি হয়ে উঠেছিলেন মুম্বইয়ের ডান্স জগতের ধ্রুবতারা। ডিস্কো ডান্সারের নিত্য নতুন নাচের স্টেপে তখন নেচেছে সারা ভারত। আর তার পরেই মিঠুনকে নিয়ে মুক্তি পেয়েছে 'ডান্স ডান্স'। এই দুটো ছবিই মিঠুন চক্রবর্তীকে আর তাঁর নাচকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিল। আর তারই ফলশ্রুতিতে পরবর্তী কালে তিনি হয়ে উঠেছিলেন 'ডান্স ইন্ডিয়া ডান্স'-এর গ্র্যান্ড মাস্টার। এখন তাঁকে আবার বাংলার ছোটপর্দায় দেখার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন বাংলা টেলিভিশনের দর্শকরা। এখন চলছে এই রিয়্যালিটি শোয়ের অডিশন পর্ব। এই রিয়্যালিটি শোয়ে সহ-বিচারক হিসেবে আছেন সোহম চক্রবর্তী আর শ্রাবন্তীও। সোহম জানালেন, 'ছোটবেলা থেকেই আমি মিঠুন আঙ্কলের ভক্ত। 'ভাগ্যদেবতা' ছবিতে প্রথম তাঁর সঙ্গে শিশু শিল্পীর ভূমিকায় অভিনয় করি। তারপর একাধিক ছবিতে তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি।

গ্রীষ্মে শরীর শীতল রাখবে অ্যালোভেরা পাঞ্চ

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের ভেষজশাস্ত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকা উদ্ভিদের নাম অ্যালোভেরা। পুষ্টিবিদদের মতে, অ্যালোভেরা এন্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর। বিশেষ করে গ্রীষ্মে এই উদ্ভিদের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এই মৌসুমেই শরীরে সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি তাছাড়া শরীর শীতল রাখতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে এ উদ্ভিদ।

অ্যালোভেরা বা ঘৃতকুমারী একটি বহুজীবী ভেষজ উদ্ভিদ এবং দেখতে অনেকটা আনারস গাছেরমতো। এর পাতাগুলোপুরু, দুই পাশে কাঁটা এবং ভেতরে পিচ্ছিল শাঁস (জেল) থাকে।

আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় বহুলভাবে ব্যবহৃত হয় উদ্ভিতটি। ত্বকের ফুসকুড়ি, পোড়া ও খুশকি দূর করতে অ্যালোভেরা জেল লাগানো হয়। এছাড়াও জুস তৈরিতে, খাদ্যের পুষ্টিবর্ধন উৎপাদান হিসেবে ও ঘরবাড়ি সাজ সজ্জায় ব্যবহৃত হয় এ উদ্ভিদ।

এর জেল পান করলে পরিপাকক্রিয়া সহজ হয় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। শরীরের শক্তি যোগানসহ ওজনকে ঠিক রাখতে সাহায্য করে তা।

সুতরাং গ্রীষ্মকালে খেলাধুলো, মর্নিং ওয়ার্ক বা শরীরিক কসরতের সময় দেহকে ঠান্ডা রাখতে ও ক্লান্তি দূর করতে পান করতে পারেন বিভিন্ন ভেষজ সবজি মিশ্রিত এক গ্লাস অ্যালোভেরা পাঞ্চ (পাঁচমিশালি) । ঘরে বসে নিজে নিজে অ্যালোভেরা পাঞ্চ তৈরির সুবিধার্থে বাংলানিউজের পাঠকদের জন্য দেওয়া হলো তা প্রস্তুতের একটি কার্যকর রেসিপি।

উপাদান

শসা ১ টি লেবু ১ টিকমলা ১ টিসতেজ মিন্ট (পুদিনা)ডাব নারিকেলের জল ২৫০ মিলিমিটারঅ্যালোভেরা জুস ১৫০ মিলিলিটার মধু ৫ মিলিলিটার

প্রস্তুত পদ্ধতি১. ছোট ছোট টুকরায় শসা, কমলা, লেবু ও পুদিনা একত্র করে এর মধ্যে লেবুর রস ঢেলেদিন।

২. আলাদা একটি পাত্রে ডাবের জল, অ্যালোভেরা জুস ও মধুর মিশ্রণ তৈরি করুন।

৩. মিশ্রণটির সঙ্গে শসা, কমলালেবু ও পুদিনা একত্র করে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে গ্লাসে পরিবেশন করুন।

রঙ না করেই পাকা চুল কালো করবেন যেভাবে

চুলে হালকা পাকা ধরেছে? কিন্তু বয়সটা তো এখনও চুল পাকার মতো হয়নি। তা হলে উপায় ? এখন তো নানা ধরনের হেয়ার কালার পাওয়া যায়। প্রয়োজনে ব্যবহার করতেই পারেন।

যারা হেয়ার কালার ব্যবহার করতে চান না, তাদের কি পাকা চুল নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে বাকি জীবনটা। একেবারেই নয়। বাড়িতেই তৈরি করে নিন এক মিশ্রণ, যা নিয়মিত পান করলে পেতে পারেন উপকার।

সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এক খবর অনুযায়ী, এই 'মিরাক্কেল ড্রিঙ্ক' দিনে তিন থেকে চারবারএক চা চামচ করে খাওয়ার আগে খেতে হবে, মাস তিনেকেরজন্য। তা হলেই নাকি কেল্লা ফতে।

প্রতিবেদনেই বলা হয়েছে, কীভাবে তৈরি করতে হবে চুল কালো রাখার সেই মিরাকেল ড্রিঙ্ক'—

উপকরণ

৫ টি পাতিলেবু, ৫ টি রসুন কোয়া (ছাড়ানো), ১ কাপ মধু, ১ কাপ ফ্ল্যাক্স সিডের তেল।

পদ্ধতি

সব কিছু এক সঙ্গে ব্লেন্ডারে দিয়ে দিন। লেবুর ছাল না ছাড়ালেও অসুবিধা নেই। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলে তা একটি কাচের জারে ঢেলে রাখুন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী , যারা এই মিশ্রণ ব্যবহার করেছেন, তারা উপকার পেয়েছেন। তাদের মতে, শুধু কালো চুলই নয়, মিশ্রণ খাওয়ার ফলে তাদের দৃষ্টিশক্তিও ভাল হয়েছে বলে জানাগিয়েছে।

তিনিই সুভাষ, তিনিই গুমনামি

বিনোদনের প্রতিবেদন: 'মনের মানুষ' ছবি থেকেই নিজেকে ক্রমশ ভাঙছেন আর গড়ছেন প্রসেনজিৎ। ছবিতে নিজের লুক নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন, বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন। তবে এবার তিনি যে চ্যালেঞ্জটা নিলেন তা সম্ভবত সেরা। এবার সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'গুমনামী' ছবিতে সুভাষচন্দ্র বসুর চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি। 'মনের মানুষ'-এর মুখ্য চরিত্র লালন ফকির বাস্তব চরিত্র হলেও তাঁর চেহারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না আমজনতা। অন্যদিকে 'অটোগ্রাফ' বা 'বাইশে শ্রাবণ' ইত্যাদি ছবি গুলিতে নিজের লুক পরিবর্তন করলেও সেই সব চরিত্রই কাল্পনিক। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসুর চেহারার সঙ্গে পরিচিত নন, এমন মানুষ ভূ-ভারতে কেউ নেই। তাই সেই চরিত্রে অভিনয় করে তাকে দর্শকের সামনে প্রতিষ্ঠিত করা যে বেশ চ্যালেঞ্জের তাতে কোনও সন্দেহ নেই।তবে এই চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি বিতর্কও তৈরি হয়েছে এই ছবি ঘিরে। ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। কিন্তু

সেই দুর্ঘটনায় তিনি মারা গিয়েছিলেন কী না তার কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই। যেটুকু তথ্য হাতে আছে তা দিয়ে সঠিক কোনও সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। আর সেখান থেকেই তৈরি হয়েছে তাঁকে নিয়ে নানান জল্পনা। তাইওয়ানে বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর বিষয়টিকে জল্পনা বলে নাকচ করে দিয়েছেন বহু ইতিহাসবিদ ও গবেষক।এই জল্পনাকে বাড়িয়ে দিয়ে ৫০-এর দশকে অযোধ্যায় আবির্ভূত হন এক সাধু। তিনি পরিচিত ছিলেন 'কাপ্তান বাবা' বা 'গুমনামী বাবা' নামে। যাঁকে দেখতে অনেকটা সুভাষচন্দ্র বসুর মতো।আর সেখান থেকেই 'গুমনামী বাবা কি নেতাজি'এই নিয়ে শুরু হয়ে যায় নানা বিতর্ক। যে বিতর্কের আঁচ বাড়িয়েছে অনুজ ধর ও চন্দ্রচূড় ঘোষের লেখা 'কনানড্রাম' বইটি। এই বই অবলম্বনেই সৃজিত তৈরি করেছেন তাঁর 'গুমনামী' ছবির চিত্রনাট্য। কিন্তু ছবি নিয়ে উঠেছে বিতর্ক। তবে, শোনা যাচ্ছে, সৃজিত কোনও বিশেষ মতকেই 'ধ্রুব' বলে মেনে নেননি। সমস্ত সম্ভাবনাই নাকি দেখা যাবে এই ছবিতে। তাই 'গুমনামী' দেখার আগে সঠিক কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। সমালোচকদের একটু অপেক্ষা করা দরকার। ছবিতে আগেই বলা হয়েছে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রসেনজিৎ। এই চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে প্রস্থেটিক মেক আপ ব্যবহার করেছেন প্রসেনজিৎ। সোমনাথ কুণ্ডু আছেন সেই মেক আপের দায়িত্বে। সেই মেক আপ করতে প্রসেনজিতের সময় লেগেছে ২ ঘণ্টা। মেক আপ তুলতেও ২ ঘণ্টা। এভাবেই এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং চরিত্রে অভিনয়ের জন্য তৈরি হয়েছিলেন প্রসেনজিৎ। ছবিতে পাওয়া যাবে আরও কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্রকে। যেমন জওহরলাল নেহরুর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সঞ্জয় মতিলাল গুরুবক্সানী, মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে দেখা যাবে সুরেন্দ্র রাজনকে। এছাড়াও দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে অনির্বান ভট্টাচার্য ও তনুশ্রী চক্রবর্তীকে। অনির্বান অভিনয় করেছেন চন্দ্রচূড় এর ভূমিকায় ও তনুশ্রী অভিনয় করেছেন রণিতার ভূমিকায়। আগামী পুজোয় মুক্তি পাবে এই ছবি। আপাতত মুক্তি পেল তার প্রথম ঝলক।

জন্ম নিয়ন্ত্রণে ইঞ্জেকশন নিচ্ছেন? মারাত্মক বিপদ বাড়াচ্ছেন অজান্তেই,

ওরাল কন্ট্রাসেপ্টিভ পিল অথবা কন্ডোম ব্যবহার করছেন না? তার বদলে জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য বেছে নিচ্ছেন ইঞ্জেকশন? উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে বিপদ আছে, এমনটাই বলছে সাম্প্রতিক গবেষণা।কেপটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় বলা হচ্ছে, বাজার চলতি জন্ম নিয়ন্ত্রণের ইঞ্জেকশন এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা প্রায় ৪০ শতাংশ বাড়িয়ে দিতে পারে। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে এন্ড্রোক্রিন রিভিউস জার্নালে। গবেষকদের দাবি, ডেপট মেড্রোজাইপোজেস্টরন অ্যাসিটেট ব ডিএম পিএ-এর মতো জন্ম নিয়ন্ত্রণের ইঞ্জেকশন দেহে প্রোজেস্টিন হরমোন বাড়িয়ে দেয়। এতে ওভারি থেকে ডিম্বাণু ক্ষরণে বাধা সৃস্টি হয়। পাশাপাশি, সারভিক্সে মিউকাস বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে শুক্রাণুডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে পারেনা। এছাড়াও এর আরও মারাত্মক ক্ষতিকারক দিকও রয়েছে।জন্মনিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত একটি ওষুধ হল এমপিএ। এটি মানব দেহে স্ট্রেস হরমোন কর্টিজলের মতো কাজ করে। এর ফলেকোষ খুব সহজেই এইচআইভি আক্রান্ত হতে পারে। ২০১৬ সালে দুনিয়ার এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ৩৬.৭ মিলিয়ন। ২০১৫ সালে ভারত, ডিএমপিএ-র মতো ইঞ্জেকশন ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে দেয়। শুধু তাইনয়, জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা মিশনও ওই ইঞ্জেকশন বিনা খরচে দেওয়া শুরু করে। ফলে ভারতের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ছাড়পত্র পাওয়া এমন ওষুধ নিয়ে আশঙ্কা বেড়েছে কয়েক গুণ।

শনিবার অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক অফিসার এসো আয়োজিত সভায় কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

অগণতান্ত্রিকভাবে আটকানো হয়েছে : বুদগাম জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে চিঠি বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : শ্রীনগর বিমানবন্দর থেকেই দিল্লি ফিরতে হয়েছে ১২ জন বিরোধী নেতাকে। ইতিমধ্যেই নয়াদিল্লিতে বিকেল পাঁচটা নাগাদ পৌঁছে গিয়েছেন বিরোধী প্রতিনিধি দল। যাবতীয় আশঙ্কা বাস্তব করেই প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী সহ বিরোধী নেতাদের শনিবার শ্রীনগর বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেয় জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন। রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করে এদিন জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক বলেন, 'আমি সৌজন্যমূলক আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম কিন্তু রাহুল গান্ধী রাজনীতি করতে শুরু করেছেন। সব রাজনৈতিক দলগুলির এই সময়ে জাতীয় স্বার্থ মাথায় রাখা উচিত। এখানে এখন আর রাহুল গান্ধীর আসার প্রয়োজন নেই, সংসদে তাঁর সহকর্মীরা যখন কথা বলছিলেন তখন তাঁর দরকার ছিল। তিনি যদি পরিস্থিতি আরও খারাপ করতে চান এবং দিল্লিতে তিনি যে মিথ্যা বলেছেন তার পুনরাবৃত্তি করতে এখানে আসতে চান, তাহলে ভালো হবে না।'

শনিবার ১১.৫০-এর ভিস্তারার বিমানে দিল্লি থেকে শ্রীনগর পৌঁছন বিরোধী নেতারা। আড়াইটে নাগাদ শ্রীনগর বিমানবন্দরে পৌঁছান রাহুল সহ অন্যান্যরা। তবে বিমানবন্দরে উপস্থিত রাজ্য সরকারের আধিকারিকরা বিরোধী নেতাদের বাধা দেন। তাঁদের ফিরে যেতে অনুরোধ করা হয়। প্রসঙ্গত, জম্মু ও কাশ্মীর সরকার আগেই বিরোধী প্রতিনিধিদের না আসার পরামর্শ জানিয়ে বিবৃতি জারি করেছিল। বিরোধী প্রতিনিধি দল শ্রীনগর থেকে ফিরে আসার পরে কংগ্রেস নেতা গুলাম নবী আজাদ জানান, 'আমাদের শহরে যেতে দেওয়া হয়নি, তবে জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি ভয়াবহ। আমাদের ফ্লাইটে কাশ্মীরের সহযাত্রীদের কাছ থেকে আমরা যে গল্পগুলি শুনেছি, সেগুলি পাথরেরও অশ্রু এনে দেবে।' সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী বলেন, 'কিছুদিন আগেই আমাকে গভর্নর আমন্ত্রণ জানানজ্জ বিমানবন্দরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি আমাদের দেওয়া হয়নি। এটি পরিষ্কার যে জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়।' এরপরই এদিন বিরোধী নেতাদের প্রতিনিধিদল বুদগাম জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি চিঠি দিয়ে নিজেদের ক্ষোভ উগরে জানান, 'শ্রীনগরে আমাদের আটকানোর ঘটনায় আমরা তীব্র আপত্তি জানাচ্ছি, যা প্রথমত অগণতান্ত্রিক এবং দ্বিতীয়ত, অসাংবিধানিক।

এডিডিএর কনফারেন্স হলে তৃণমূলের দলীয় মিটিং ফিরহাদের, বিতর্ক

দুর্গাপুর, ২৪ আগস্ট (হি .স.): সরকারি কনফারেন্স হলে দলীয় মিটিং তৃণমূলের। মিটিং করলেন দুই বর্ধমানের দলের সদ্য দায়িত্ব পাওয়া পর্যবেক্ষক ফিরহাদ হাকিম। আর সরকারি কনফারেন্স হলে সাংগঠনিক মিটিং করা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবার রাতে এমনই নজিরবীহিন ঘটনার সাক্ষী পশ্চিম বর্ধমানের শিল্পশহর দুর্গাপুর। বিরোধীতায় সরব হয়েছে বিজেপি ও বামেরা। প্রসঙ্গত, গত লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুটি আসনেই ভরাডুবি হয়েছে তৃণমূলের। এমনকি বিধানসভা ভিত্তিক ফলাফলেও তৃণমূল অনেক পিছিয়ে। আগামী ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া তৃণমূল। আর তাই ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে শুদ্ধিকরন। মানুষের সঙ্গে দুরত্ব কমাতে যেমন বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়েছে। তেমনই সাংগঠিনকভাবে নীচুতলার কর্মীদের সঙ্গে মতামত নেওয়াও শুরু করেছে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। শুক্রবার রাতে দুর্গাপুরে এরকমই একটি মিটিং করেন তৃণমূলের দুই বর্ধমান জেলা পর্যবেক্ষক ফিরহাদ হাকিম।

দুর্গাপুর শহরের তৃণমূল নেতৃত্ব সহ নগর নিগমের মেয়র পারিষদ ও কাউন্সিলারদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি জিতেন্দ্র তেওয়ারি , উত্তম মুখোপাধ্যায় সহ কাউনসিলররা। বৈঠকটি হয় দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি(এডিডিএ) কনফারেন্স হলে। এই বৈঠক যে একেবারেই দলের সাংগঠনিক স্তরের , তা স্বীকার করে নেন খোদ ফিরহাদ হাকিম। আর তা নিয়েই বিতর্কের সুত্রপাত। দলীয় কার্যালয় থাকা সত্বেও এডিডিএর মতো সরকারি ভবনে দলীয় বৈঠক করা নিয়ে যেমন প্ররশন উঠেছে। তেমনই তীব্র সমালোচনা করেছে বিরোধীরা।

বৈঠক প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম জানান,' এটা একেবারে সাংগঠনিক মিটিং। লোকসভা ভোটের ফলাফলের পর এই জেলায় দলের সংগঠনকে মজবুত করার দায়িত্ব সদ্যই পেয়েছি। কাউন্সিলাররা একেবারে নীচুতলায় কাজ করে। তাই দলের কাউন্সিলরদের সঙ্গে বৈঠক করে মতামত নেওয়া। তাদের মতামত গুরুত্বপুর্ন। মতামত নেওয়ার পরই আগামী লড়াইয়ের পরিকল্পনা তৈরী করা হবে।'

বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি লক্ষন ঘড়ুই বলেন,' সরকারের দলটাকেও মিলিয়ে নিয়েছেন। আইন মানার তোয়াক্কা করে না। ক্ষমতাই রয়েছে, তাই তাদের সবই সম্ভব। তবে তীব্র প্রতিবাদ করছি।'

আবার সিপিআই এম নেতা পঙ্কজ রায় সরকার জানান, " সরকারি দফতর গুলো মাননীয়ার আমলে দলীয় দফতরের পরিনত হয়েছে। ২০১১ সাল থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারি অফিসগুলো দলীয় কার্যালয়, আর কালিঘাটের বাড়ী হয়েছে সরকারি অফিস। আমরা এর তীব্র বিরোধীতা করছি।

শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধিতে উল্লেখজনক ভূমিকা পালন করেছিলেন অরুণ জেটলি : বানদারু দত্তাত্রে

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি.স.) : শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধিতে উল্লেখজনক ভূমিকা পালন করেছিলেন অরুণ জেটলি। প্রয়াত প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে এমনই জানিয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী বানদারু দত্তাত্রে।

শনিবার প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে বানদারু দত্তাত্রে জানিয়েছেন, আমি যখন শ্রমমন্ত্রী ছিলাম তখন নরেন্দ্র মোদীর সরকারে অর্থমন্ত্রী ছিলেন তিনি। শ্রম আইন সংস্কারের বিষয়টি যখন উত্থাপন হয়েছিল তখন সেই কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছিল অরুণ জেটলিকে। যখন তিনি জানতে পারলেন কৃষকদের ন্যূনতম মজুরি মাসিক আট হাজার টাকা। তৎক্ষণাৎ তা বাড়িয়ে তিনি করে দেন ১৪ হাজার টাকা। অর্থমন্ত্রী হিসেবে জিএসটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখজনক ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবেও তাঁর অবদান বিপুল। তাঁর প্রয়াণে বড় ক্ষতি হয়ে গেল।

অরুণ জেটলির প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর জানিয়েছেন, বিজেপি এক রত্নকে হারাল। প্রাজ্ঞ বাগ্মী ছিলেন তিনি। বিগত এক বছরে আমরা বহু নেতাকে হারিয়েছি অটলবিহারী বাজপেয়ী, অনন্ত কুমার, মনোহর পারিক্কার, সুষমা স্বরাজ আর এখন অরুণ জেটলি। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ আমরা।

জয়নগরে উদ্বোধন হল নতুন দমকল কেন্দ্রের

জয়নগর, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : শনিবার আরও একটি নতুন দমকল কেন্দ্রের উদ্বোধন হল রাজ্যে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরের ফুটিগোদা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিদ্যার মোড় এলাকায় শনিবার নতুন দমকল কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। এছাড়া ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, রাজ্য সভার সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী, মথুরাপুরের সাংসদ চৌধুরী মোহন জাটুয়া, স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জেলা শাসক পি উলগানাথান সহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

রাজ্যে ইতিমধ্যেই ১৪২টি দমকল কেন্দ্র রয়েছে। এই বছরের মধ্যে আরও ১৭ টি নতুন দমকল কেন্দ্র চালু করা হবে বলে এদিন জানান মন্ত্রী। পাশাপাশি একমাসের মধ্যে যাতে সাধারণ মানুষ ফায়ার লাইসেন্স পেতে পারেন তার জন্য দ্রুত পরিকল্পনা করা হচ্ছে। অনলাইনে ও ফায়ার লাইসেন্সের আবেদন করা যাবে বলে জানান মন্ত্রী। জয়নগরে দমকল কেন্দ্র তৈরির জন্য নিমপীঠ রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ০.৩৫ একর জমি দান করা হয়েছে। দমকল ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক করা হচ্ছে বলে জানান মন্ত্রী। উন্নতমানের যন্ত্রপাতি আনা হচ্ছে অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থাকে আরও ঢেলে সাজানোর জন্য। দ্রোণ, রোবট এর ব্যবহার ও দ্রুত শুরু করা হবে অগ্নি নির্বাপণের ক্ষেত্রে। বর্তমানে সর্বচ্চো ৬৮ মিটারের ল্যাডার আছে দমকলে। দ্রুত সেই ১০২ মিটারের ল্যাডার আনা হচ্ছে বলে ও জানান সুজিত বসু। মোট ৩ কোটি ৫২ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা ব্যয়ে এই দমকল কেন্দ্রটি নির্মিত হয়েছে। এলাকায় নতুন দমকল কেন্দ্র তৈরি হওয়ায় খুশি এলাকার সাধারণ মানুষজন ও।

যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় পুর এলাকার পালিত বাগান কুচকুচিয়ায়। ঘটনার বিবরনে জানা গেছে শুক্রবার সন্ধ্যায় পালিত বাগান নিবাসী রাকেশ মুখার্জি(২৫) তার দুইবন্ধু র সাথে টোটো নিয়ে বেড়াতে বের হয় ।পথ মধ্যে তারা দুর্ঘটনায় পড়ে ।দুর্ঘটনায় রাকেশ জখম হয় ।তাকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।এই ঘটনায় মৃত রাকেশের পরিবার মেনে নিতে পারে নি।পুলিশ গতকাল রাতেই মৃত রাজেশের দুই সঙ্গীকে আটক করে ।আজ ময়নাতদন্তের পর তার দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় ।মৃত রাকেশের জামাইবাবু বিশ্বনাথ চ্যাটার্জি বলেন তার শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন নজরে আসে নি, কি করে দুর্ঘটনা ঘটেছে তাও বুঝতে পারছি না। মৃত যুবক পেশায় গৃহ শিক্ষক, এলাকায় খুবই পরিচিত ছিল, খেলাধুলায় তার সুনাম ছিল, স্থানীয় একটি ক্লাবেরক্রিকেট দলের সে অধিনায়ক ছিল ।খবর পেয়ে তার ক্লাবের সদস্য সহ বহু যুবক তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তার বাড়ীতে ও শ্মশানে হাজির হয় ।এদিকে একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে কার্যত দিশেহারা পিতা মোহন মুখার্জি তিন কন্যার পর সে ছিল কনিষ্ঠ।

ভাঙড়ে তৃণমূল কর্মীকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

ভাঙড়, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : এক তৃণমূল কর্মীকে বেধড়ক মারধোর করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো বিজেপির বিরুদ্ধে। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড় থানার অন্তর্গত বাড়জুলি গ্রামে। ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে বিজেপি কর্মী ফরিদুল বৈদ্য, হাবিব বৈদ্য ও পিয়ার বৈদ্যের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তদের নামে ভাঙড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত তৃণমূল কর্মী। শুক্রবার রাতে এলাকায় জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেওয়াকে কেন্দ্র করে সামান্য উত্তেজনা ছড়ায়। রাতে সামান্য বাদানুবাদের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও শনিবার সকাল থেকে আবার উত্তেজনা ছড়ায়। তৃণমূল কর্মী আইনুল বৈদ্য একা থাকায় সেই সুযোগে তার উপর বিজেপি কর্মীরা আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। যদিও এই ঘটনার সাথে কোন বিজেপি কর্মী জড়িত নয় বলে দাবী করেছেন এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব।

ছত্তিশগড়ে বড় সাফল্য সুরক্ষা বাহিনীর এনকাউন্টারে খতম পাঁচজন মাওবাদী, জখম দু'জন ডিআরজি জওয়ান

রায়পুর, ২৪ আগস্ট (হি.স.): ছত্তিশগড়ে মাওবাদী নিকেশ অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনীউ ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত নারায়ণপুর জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে পাঁচজন কুখ্যাত মাওবাদীউ নারায়ণপুর জেলার ওরছা থানার অন্তর্গত ধুরবেড়া গ্রাম (রায়পুর থেকে ৩৫০ কিলোমিটার দূরে) সংলগ্ন জঙ্গলের ঘটনাউ তবে, দুঃসংবাদ হল-মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলাকালীন জখম হয়েছেন জেলা রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি)-এর দু'জন জওয়ানউ গুলির লড়াই শেষে এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, কার্বাইন, ১২ এবং ১৫ বোর বন্দুক, ব্যানার, হ্যান্ড গ্রেনেড, পোস্টার, ওষুধ, গোলাবারুদ, ডিটোনেটর, বৈদ্যুতিক তার, ব্যাটারি এবং নিত্যদিনের সামগ্রীউ

ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (ডিজিপি) ডি এম অবস্থি জানিয়েছেন, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় নারায়ণপুর জেলার ওরছা থানার অন্তর্গত ধুরবেড়া গ্রাম সংলগ্ন জঙ্গলে ক্যাম্প তৈরি করেছে মাওবাদীরাউ বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে, শনিবার ভোর ছ'টা নাগাদ ধুরবেড়া গ্রাম সংলগ্ন জঙ্গলে মাওবাদী দমন অভিযানে নামেন ডিআরজি জওয়ানরাউ তল্লাশি অভিযান চলাকালীন ডিআরজি জওয়ানদের ঘিরে ধরে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে মাওবাদীরাউ অতর্কিতে হামলার মুখে পড়েও পাল্টা জবাব দেয় সুরক্ষা বাহিনীউ দু'পক্ষের মধ্যে ব্যাপক গুলি বিনিময় হয়উ জওয়ানদের পাল্টা হামলার মুখে পড়ে পিছু হঠতে বাধ্য হয় মাওবাদীরাউ সেই সময়ই সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে পাঁচজন মাওবাদীউ তবে, মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলাকালীন জখম হয়েছেন দু'জন ডিআরজি জওয়ান

ঝাড়গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত শিশু

ঝাড়্গাম ২৪ আগষ্ট (হি. স.) : বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল নাবালক শিশুর। ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়্গাম জেলার মানিকপাড়া ফাঁড়ি এলাকার কুসুমঘাটি গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে মৃত ওই শিশুর নাম বি তুরকালি (৪)।

পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকাল দশটা নাগাদ বাড়িতে বসে ভাত খাচ্ছিল বি তুরকালি। সেই সময় তার পাশে থাকা টেবিল ফ্যানটি তার শরীরের উপর পড়ে যায়। টেবিল ফ্যানের একটি তার কাটা থাকায় তার হাতের

ছয়ের পাতায়

শ্রীনগর বিমানবন্দর থেকেই ফেরত বিরোধী প্রতিনিধিদের দল

শ্রীনগর, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : অনিশ্চয়তা ছিলই। আর তা সত্যি করেই কাশ্মীর যেতে পারলেন না বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা। শ্রীনগরে বিমানবন্দর থেকেই ১২ জন বিরোধী নেতাকে ফেরত পাঠিয়ে দিল জম্মু ও কাশ্মীরের প্রশাসন। নয়াদিল্লি থেকে ভিস্তারার বিমানে শনিবার সকাল ১১.৫০-এ শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন তাঁরা। রাহুল গান্ধী ছাড়াও বিরোধী প্রতিনিধি দলের এই তালিকায় ছিলেন কংগ্রেসের গুলাম নবি আজাদ, কে সি বেণুগোপাল, আনন্দ শর্মা, তৃণমূলের দীনেশ ত্রিবেদী, সিপিআই(এম)-এর সীতারাম ইয়েচুরি, সিপিআই-এর ডি রাজা, ডিএমকে-র তিরুচি শিবা, আরজেডি-র মনোজ ঝা, এনসিপি-র মাজিদ মেমন, জেডি(এস)-এর ডি কুপেন্দ্র রেড্ডি এবং লোকতান্ত্রিক জনতা দলের শরদ যাদব।

কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তে জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের পর থেকে উপত্যকায় ঢুকতে পারেননি কোনও বিরোধী নেতা। প্রতিবারই তাঁদের শ্রীনগর বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেইমতো এবারেও রাহুল গান্ধী সহ অন্যান্য বিরোধী নেতাদের না আসার পরামর্শ জানিয়ে বিবৃতি জারি করেছিল জম্মু ও কাশ্মীর সরকার। আর তা মেনে বাস্তবেই কাশ্মীরে প্রবেশ করতে দেওয়া হল না বিরোধী নেতাদের।

উত্তর প্রদেশের কার্পেট তৈরির কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত্যু শ্রমিকের, গুরুতর আহত দু'জন

ভাদোহি (উত্তর প্রদেশ), ২৪ আগস্ট (হি.স.): 'কার্পেট-এর শহর', উত্তর প্রদেশের ভাদোহিতে কার্পেট তৈরির কারখানায় বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন একজন শ্রমিকউ এছাড়াও আরও দু'জন শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেনউ শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ভাদোহি-র কোতওয়ালি থানা এলাকায়উ বিস্ফোরণের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিল্ডিংয়ের ছাদউ নিহত শ্রমিকের নাম হল, আব্দুল রিয়াজ (২১)উ গুরুতর আহত অবস্থায় দু'জন শ্রমিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ তাঁদের মধ্যে একজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনককউ

পুলিশ সুপার রাম বি সিং জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে কার্পেট তৈরির মেশিনে কাজ করছিলেন বেশ কয়েকজন শ্রমিককউ সেই এয়ার-প্রেসার ট্যাঙ্কে বিস্ফোরণ হয়উ বিস্ফোরণের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারখানার ছাদ

জেটলির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দু'দিন বাইরের অনুষ্ঠান বাতিল পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি-র

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : অরুণ জেটলির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দু'দিন বাইরের সব অনুষ্ঠান বাতিল করল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিজেপিউ শনি ও রবি তারা কোনও অনুষ্ঠান করবে নাউ দলের হোয়াটসএপ গ্রুপে এ কথা জানিয়ে বলা হয়েছে, শনিবার বিকালে ইস্পাত প্রতিমন্ত্রী ফাগ্গান সিং কুলাস্তে রাজ্য বিজেপি অফিসে প্রয়াত জেটলির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানউ

অরুণ জেটলিকে একাধারে 'সফল রাজনীতিবি দ, সফল আইনজীবী এবং সফল প্রশাসক' হিসাবে চিহ্নিত করে রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ এ দিন টুইটে জানান, "উনি আর আমাদের মধ্যে দৈহিকভাবে নেই, কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব আমরা সব সময়ে অনুভব করবউ তাঁর চলে যাওয়াটা খুবই দুঃখেরউ একটা চিরকালীন শুন্যতা তৈরি করল আমাদের মধ্যেউ" দলের কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য এদিন টুইটে জানান, "অরুণজীর প্রয়াণে আমি গভীরভাবে আহতউ উনি আমার দাদা এবং পথপ্রদর্শকের মত ছিলেনউ তাঁর চলে যাওয়া আমার একটা ব্যক্তিগত ক্ষতিউ এই বিষাদের সময়ে ঈশ্বর তাঁর পরিবারের সদস্যদের শক্তি দিকউ অরুণজী, আপনার অনুপস্থিতি অনুভব করব

দেশ এক মহান নেতাকে হারাল, জেটলির স্মরণে মনমোহন

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি.স.) : দেশ এক মহান নেতাকে হারাল। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে এমনই জানিয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড় মনমোহন সিং।

শনিবার ড় মনমোহন সিং জানিয়েছেন, প্রিয় অরুণ জেটলির প্রয়াণের খবরটা পেয়ে দুঃখ পেয়েছি। প্রয়াত বর্ষীয়ান বিজেপি নেতাকে খ্যাতনামা আইনজীবী এবং অসাধারণ বাগ্মী হিসেবে অভিহিত করে মনমোহন সিং বলেন, তাঁর প্রয়াণে দেশ এক মহান নেতাকে হারাল যিনি সব সময় সমাজের উন্নতির জন্য কাজ করে গিয়েছিলেন।

প্রয়াত প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। শোকের সময় পরিবার এবং পরিজনেদের ভগবান শক্তি দিক।

উল্লেখ করা যেতে পারে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়, লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষা সুমিত্রা মহাজন।

বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে গত ৯ আগস্ট থেকে দিল্লির এইমস-এ চিকিতাধীন ছিলেন অরুণ জেটলিউ লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমে রাখা হয়েছিল জেটলিকেউ চিকিতকদের বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হল না অরুণ জেটলিকেউ শনিবার দুপুর ১২.০৭ মিনিট নাগাদ জীবনাবসান হয়েছে প্রবীণ এই বিজেপি নেতার

এবার অবসর ভেঙে ক্রিকেটের ময়দানে ফিরছেন অম্বাতী রায়ুডু

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি.স.) : এবার অবসর ভেঙে ক্রিকেটের ময়দানে ফিরছেন অম্বাতী রায়ুডু। বিশ্বকাপের মাঝেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন রায়ুডু। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগে নিয়মিত খেলা এই ব্যাটসম্যান এবার ইঙ্গিত দিলেন একদিনের ক্রিকেটে ফিরে আসার। আগামী মরশুমে আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়েই মাঠে নামবেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমি পরের আইপিএলে চেন্নাইয়ের হয়েই খেলতে নামব। সাদা বলের ক্রিকেটে আমি আবারও ফিরে আসতে চাই। আপাতত আমি আমার ফিটনেসের উপর জোর দিচ্ছি।"

উল্লেখ্য, বিশ্বকাপ চলাকালীন শিখর ধাওয়ান চোট পাওয়ায় দলে বিজয় শঙ্করকে আনা হয়। শঙ্করও চোটের জন্য ছিটকে গেলে ঋষভ পন্থ আর ময়াঙ্ক আগরওয়ালকে ইংল্যান্ডে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তিনি রিজার্ভ দলে থাকলেও বিশ্বকাপের দলে ডাক পাননি। এর পরেই নির্বাচকদের তীব্র কটাক্ষ করে বিশ্বকাপের মাঝেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের কথা ঘোষণা করেন এই ডান হাতি ব্যাটসম্যান। তাঁর অবসর গ্রহণের পর থেকেই প্রবল জল্পনা শুরু হয় ক্রিকেট মহলে। আচমকা অবসর নিয়ে বলতে গিয়ে রায়ুডু বলেন, "আবেগপ্রবণ হয়ে সিদ্ধান্ত নিইনি, এমনটা বললে ভুল হবে। বিশ্বকাপের জন্য গত চার বছর ধরে আমি অনেক পরিশ্রম করেছি। তবে, দলে ডাক না পাওয়ার জন্য আমি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি। আসলে একটি বিষয়ে প্রচুর পরিশ্রম করে কোনও ফল না পেলে সেখান থেকে সরে আসতেই হয়।"

শনিবার রাজধানীতে আয়োজিত বসে আকো প্রতিযোগিতায় খুঁদে শিল্পীরা। ছবি- নিজস্ব।

প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি : গভীর শোকজ্ঞাপন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি.স.): চিকিতকদের বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হল না! প্রয়াত হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা অরুণ জেটলিঊ বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে গত ৯ আগস্ট থেকে দিল্লির এইমস-এ চিকিতাধীন ছিলেন অরুণ জেটলিঊ লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমে রাখা হয়েছিল জেটলিকেঊ চিকিতকদের বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হল না অরুণ জেটলিকেঊ শনিবার দুপুর ১২.০৭ মিনিট নাগাদ জীবনাবসান হয়েছে প্রবীণ এই বিজেপি নেতারঊ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, 'দীর্ঘ দিন অসুস্থতার পর অরুণ জেটলির প্রয়াণে গভীরভাবে শোকস্তব্ধঊ একজন অসাধারণ আইনজীবী, অভিজ্ঞ সাংসদ এবং একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী, দেশ নির্মাণে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

ফ্রান্স, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ও বাহরাইন, ত্রি-দেশীয় সফরে এই মুহূর্তে বিদেশে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ বিদেশ সফরেই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির প্রয়াণের দুঃসংবাদ শুনে স্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ জেটলি-প্রয়াণের দুঃসংবাদ শোনা মাত্রই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর স্ত্রী সঙ্গীতা জেটলি এবং ছেলে রোহনের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রীঊ জেটলির স্ত্রী এবং ছেলে প্রধানমন্ত্রীকে জোর করেছেন, বিদেশ সফর বাতিল না করার জন্যঊ মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে জেটলির প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'অরুণ জেটলি জি বড় মাপের রাজনৈতিক নেতা ও জ্ঞানদীপ্ত ছিলেন...তাঁর প্রয়াণ খুবই দুঃখেরঊ অরুণ জেটলি জি সমাজের সর্ব স্তরের মানুষের কাছেই প্রিয় ছিলেনঊ...দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে একাধিক মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলেছেন অরুণ জেটলি জিঊ...অরুণ জেটলি জির প্রয়াণে মূল্যবান বন্ধুকে হারালামঊ আমরা তাঁকে ভীষণ মিস করব!

জ্বালানি বকেয়া কাণ্ডে নাম জড়াল এয়ার ইন্ডিয়ার

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : এবার জ্বালানি বকেয়া কাণ্ডে নাম জড়াল দেশের অন্যতম নামি বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়ার। তৈল সংস্থাগুলির দাবি করেছে এয়ার ইন্ডিয়ার মোট ৫ হাজার কোটি টাকার জ্বালানি বকেয়া রয়েছে।

সূত্রের খবর ২৩০ দিনেও নাকি ওই পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে পারেনি বিমান সংস্থা। প্রায় ৮ মাস ধরে ৩ টি সরকারি তৈল সংস্থার থেকে ৫ হাজার কোটি টাকার জ্বালানি বকেয়া রেখে আসছে এয়ার ইন্ডিয়া। এরপরেই ক্রমশ চাপ নেমে আসতে শুরু করে তৈল সংস্থাগুলির থেকে। এমনটাই জানা গিয়েছে শুক্রবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্প(আইওসি)-এর দেওয়া এক বিবৃতি থেকে। যে কারণেই বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে আইওসি, ভারত পেট্রোলিয়াম কর্প লিমিটেড (বিপিসিএল) এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্প লিমিটেড(এইচপিসিএল) নামক সংস্থাগুলি ভারতের ৬ টি বিমান বন্দরে এই সংস্থাকে জ্বালানি হিসেবে জেট ফুয়েল বা এটিএফ সরবরাহ করা বন্ধ করে দিয়েছে। এই বিমান বন্দরগুলির মধ্যে রয়েছে- কোচি, পুনে, পাটনা, রাঁচি, ভাইজ্যাগ, মোহালি।

সম্প্রতি ইন্ডিয়ান অয়েল কর্প(আইওসি)- বিবৃতি দিয়েছে, "এই তিন তৈল বিপণন সংস্থার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫০০০ কোটি টাকা মূল্যের অর্থ বকেয়া রাখায় এয়ার ইন্ডিয়াকে কোচি, মোহালি, পুনে, রাঁচি, পাটনা এবং বিশাখাপত্তনমের মত বিমান বন্দরগুলিতে জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হবে।" আইওসি আরও জানিয়েছে, এয়ার ইন্ডিয়াকে ৯০ দিনের ক্রেডিট পিরিয়ড দেওয়া হয়েছিল। যার অর্থ এই সময়কালের মধ্যে এয়ার ইন্ডিয়াকে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু এই সময় দেওয়া স্বত্তেও বিমান সংস্থাটি অর্থ পরিশোধ করেনি।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কৈলাসহবে

● প্রথম পাতার পর

কাছে স্বীকার করেছে কৈলাসহর সেন্ট্রাল রোডে মোবাইল ফোনের দোকানে চুরির উদ্দেশ্যে তারা পরিকল্পনা করেছিল। এর আগেও তারা একাধিক চুরির ঘটনায় জড়িত বলে স্বীকার করেছে। তাদের বাড়ি কৈলাসহরের চিনি বাগান এলাকায়। কৈলাসহর থানার ওসি জানান, সম্প্রতি রাজ্য সরকার বিট পেট্রোল প্রকল্পে যে মোটর বাইক প্রদান করেছে সেই মোটর বাইকে পেট্রোলিং করার সময়ই পুলিশ এই চোরচক্রকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে কৈলাসহর থানার ওসি জানিয়েছেন। রাজ্য সরকার রাজ্যে অপরবি প্রবনতা কমানোর জন্য পুলিশী টহল ব্যবস্থায় আরও গতি আনার লক্ষ্যে 'বিট পেট্রোল' প্রকল্পে প্রথম ধামে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় ২৬১টি মোটর বাইক প্রদান করেছে।

গত ১২ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নিজে এই প্রকল্পের সূচনা করে বাইক গুলি পুলিশের হাতে তুলে দেন। তিনি আশা ব্যক্ত করেছিলেন পুলিশী টহল ব্যবস্থায় এই বাইক গুলি দারুণভাবে সহায়তা করবে। এর সঠিক ব্যবহারের উপরও মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই প্রত্যাশা অনেকাংশেই বাস্তবায়িত হতে শুরু হয়েছে। কৈলাসহরে চোরচক্রকে পাকড়াও করার ক্ষেত্রে বাইকবাহী পুলিশই সাফল্যের অধিকারী। গতকাল রাত ২টা নাগাদ কনস্টেবল নকুল মালাকার বাইক নিয়ে নাইট পেট্রোলিং এ বের হয়েছিল। কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের মাঠে কিছু সন্দেহভাজন যুবককে দেখে তিনি থানায় ফোন করে বিষয়টি জানান। সঙ্গে সঙ্গে থানা থেকে পুলিশ ছুটে গিয়ে সাফল্য পায়। মহাবিদ্যালয়ের চুরির ঘটনা সংগঠিত করার জন্য। কিন্তু তাদের সেই প্রয়াস ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। আটক ৪ যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। অটো রিক্সাটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অটোর চালক নির্ভর দাস নিজেই মালিক। যে এই চোরচক্রে সরাসরি জড়িত। চুরির ঘটনা সংগঠিত করে অটো করে মালপত্র নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পুলিশের এই ভূমিকায় খুশী কৈলাসহরবাসী। স্থানীয় জনগণ ও ব্যবসায়ীরা জানান, গত বেশ কিছুদিন ধরেই কৈলাসহরে চুরির ঘটনা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলছিল। তাতে রাতের ঘুম উঠে গিয়েছিল। রাত্রিকালীন পুলিশী টহল আরও বাড়ানার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

খারিজ

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। পুলিশ ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩২৬/৪৪৮/৫০৬ এবং ৩৪ ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করে। বিদ্যুৎবাবু জানিয়েছেন, গত ২২ আগস্ট ওই ঘটনায় সমাজিৎ চক্রবর্তীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তাঁকে ৩ দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত।

এদিকে, গতকাল অমরপুর থেকে আগরতলায় ফেরার পথে পুলিশ ওই ঘটনায় মুখ্য অভিযুক্ত মোতি কাপুর মুনকে গ্রেফতার করে। তিনি জানান, আজ পুলিশ মোতি কাপুর মুনকে আদালতে সোপর্দ করে তিনদিনের রিমান্ডের আবেদন জানায়। কিন্তু, আদালত পুলিশ রিমান্ড আবেদন রিজার্ভ রেখে আক্রান্তের রিপোর্ট ও কেস ডায়েরি তলব করেছে।

অন্যদিকে আজ আদালত মোতি কাপুর মুনের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। তাঁকে পুনরায় ২৬ আগস্ট আদালতে তোলা হবে বলে এপিপি বিদ্যুৎ সূত্রধর জানিয়েছেন। তিনি জানান, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময় মোতি কাপুর মুনের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির একটি ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল। ওই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় ত্রিপুরা টাইমসপত্রিকা অফিসে হামলা চালিয়েছেন বলে অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে।

রাঘবন

● প্রথম পাতার পর

রবারের সর্বোচ্চ মূল্য পান। এর পাশাপাশি ত্রিপুরায় যাতে আরও বেশি পরিমাণে রবার ভিত্তিক সামগ্রী তৈরির কারখানা স্থাপিত হয় তার জন্য নানা পরিকল্পনা নিচ্ছে বোর্ড।

বলেন, ইতিমধ্যে রাজ্যে একটি ইউনিট চালু হয়েছে। আগামীদিনে আরও কিছু ইউনিট চালু হবে। এর জন্য আলোচনা চলছে বলেও জানান তিনি। বর্তমানে দেশের মোট উৎপাদিত প্রাকৃতিক রবারের ১২ শতাংশ ত্রিপুরা রাজ্যে উৎপাদিত হয়। আগামী ১০ বছরে উৎপাদন মোট উৎপাদনের ২০ শতাংশে নিয়ে যাওয়া হবে। এর কারণ রাজ্যে রবার চাষের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। নতুন জমি যুক্ত হচ্ছে এবং আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

চাষিরা যাতে গুণগত মানসম্পন্ন রবার উৎপাদন করতে পারেন তার জন্য রাজ্যে একাধিক সোসাইটি গঠন করা হয়েছে যারা নজরদারি রাখবেন চাষিরা যাতে ভালো মানের রবার উৎপাদন করতে পারে এবং প্রয়োজনে এই সোসাইটি চাষিদের পরামর্শ দেবে।

তিনি বলেন, শুধু ত্রিপুরা নয়, সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতে রবার চাষের ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে বোর্ড। কারণ দেশের এই অংশে প্রচুর পরিমাণে জমি এখনও খালি পড়ে আছে। তাই রবারকে ভিত্তি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কিন্তু কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক-সহ দক্ষিণ ভারতে পর্যাপ্ত জমি নেই। এর পাশাপাশি রবার বাগানে মিশ্রচাষের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্য আনারস চাষের জন্য বিখ্যাত। তাই ত্রিপুরার রবার বাগানে আনারস চাষের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

শোভাযাত্রা

● প্রথম পাতার পর

প্রতিমা ভৌমিক বলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতার রূপে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাবলি সকলকে পালন করলে শান্তি বিরাজ করবে। এই শুভদিনে সারারাত সমগ্র বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনা করেছেন, জানান তিনি। প্রতিবছর কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে বিশ্বহিন্দু পরিষদের তরফে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

আটের পাতার পর

পিস্তল ঠেকিয়ে খুনের হুমকি দেয় দুষ্কৃতীরা। সেই সময় পথ চলতি মানুষজন বিষয়টি দেখতে পেয়ে ছুটে এসে অভিযুক্তদের মধ্যে দু''জনকে ধরে ফেলেন। তাদেরকে বেধড়ক মারধর করেন এলাকার বাসিন্দারা। পরে কুলতলি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উদ্ধার করা হয় একটি আগ্নেয়াস্ত্র। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতদের শনিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তুলবে পুলিশ। পাশাপাশি এই ঘটনায় আরও কে বা কারা জড়িত সে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শাখার গোয়েন্দারা

আটের পাতার পর

থাকতে পারে বলে অনুমান পুলিশের। ঘটনাস্থলে এসে পুলিশের প্রথম সন্দেহ হয় লি ওয়ান সাংকেই। এরপর খুনে ব্যবহৃত বালতির গায়ে রক্ত ও আঙুলের ছাপ, মোবাইল টাওয়ার লোকেশন, পাঁচিলের গায়ে হাতের ছাপ এবং এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ। অনুমান করে এ কাণ্ড ঘটিয়েছে লি ওয়ান সাং-ই। পুলিশ জানিয়েছে, জেরায় নিজের অপরাধ কবুল করেছে অভিযুক্ত। ধৃতের বিরুদ্ধে আইপিসি ৩০২ (খুন), ৩০৭ (খুনের চেষ্টা) ও ৩২৬ (অস্ত্র দিয়ে মারাত্মক আঘাত) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। খুনের সঠিক কারণ জানতে তদন্তে নেমেছে লালবাজারের হোমিসাইড শাখার গোয়েন্দারা। মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

মৃত শিশু

পাচের পাতার পর

মধ্যে লেগে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় তার। স্থানীয় মানুষজনেরা তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসলে হাসপাতালের চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘষোনা করেন। এদিকে বি তুরকালির মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌছানোর পরেই গোটা জুড়ে নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া।

প্রাজ্ঞ বিরোধী দলনেতা থেকে দেশের অর্থমন্ত্রী, প্রকৃত অরুণোদয় ছিলেন অরুণ জেটলি

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি.স.) : ভারতীয় রাজনীতিতে উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন অরুণ জেটল। নিজের যুক্তি ও অসাধারণ বাগ্মীতা দিয়ে যে কোনও বিষয়ে রাজসভা মাতিয়ে রাখার ক্ষমতা ছিল তাঁর। অর্থমন্ত্রী হিসেবে জিএসটি, নোটবন্দির মতো যুগান্তকারি সিদ্ধান্তের জন্য দেশবাসী তাঁকে মনে রাখবে। পাশাপাশি দেশের আর্থিক সংস্কারে বিশেষ ভূমিকা পালনও করেছিলেন তিনি। শুধু একজন নেতা বা মন্ত্রীই নন, বিজেপির অন্যতম ভরসার জায়গা ছিলেন তিনি।

২৮ ডিসেম্বর ১৯৫২ সালে আইনজীবী মহারাজ কিশন জেটলি ও রতন প্রভা জেটলির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন অরুণ জেটলি। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত দিল্লির সেন্ট জেভিয়াস স্কুলে শিক্ষাগ্রহণ করেন তিনি। ১৯৭৩ সালে দিল্লির শ্রীরাম কলেজ অফ কর্মাস থেকে স্নাতক হন। ১৯৭৭ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রি অর্জন করেন। ছাত্রাবস্থায় লেখাপড়ার পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ে তিনি সমান ভাবে দক্ষ ছিলেন। সেই জন্য বহু পুরস্কারে ভূষিতও হন। ১৯৮২ সালে সঙ্গীতা জেটলির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

সক্রিয় ভাবে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার আগে ছাত্র রাজনীতিতে প্রথমে দিল্লি এবিভিপি-র প্রেসিডেন্ট ও এবিভিপি-র অল ইন্ডিয়া সেক্রেটারি করা হয় তাঁকে। এরপর যুব বিজেপির দিল্লির ইউনিটের সেক্রেটারিও হয়েছিলেন। রাজনীতির পাশাপাশিতিনি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে দক্ষভাবে কাজ করে গিয়েছিলেন তিনি। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। এমনকি কারাবরণও করেন তিনি।

বিজেপির জন্মলগ্ন থেকে দলের হয়ে কাজ করে এসেছেন তিনি। ১৯৯৯ সালে সাধারণ নির্বাচনের আগে বিজেপি দলীয় মুখপাত্র করা হয়েছিল তাঁকে। লোকসভা নির্বাচনের পর অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) হন। ২৩ জুলাই ২০০০ সালে রাম জেটমালানির ইস্তফার পর কেন্দ্রীয় আইন, ন্যায় এবং কোম্পানি বিষয় মন্ত্রকের বাড়তি দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়। স্বল্প সময়ের মধ্যে নিজের দক্ষতা পরিচয় দেন। ফলে নভেম্বর ২০০০ সালে তাঁকে পূর্ণমন্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া হয়। ২০০৪ সালে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার ক্ষমতাচ্যূত হলে দলের মহাসচিবের দায়িত্বভার দেওয়া তাঁকে।

২০০৯ সালের ৩রা জুন রাজ্যসভায় বিরোধী নেতা হিসেবে নির্বাচিত হন অরুণ জেটলি। সেই সময় গোটা সংসদ সাক্ষী থেকেছিল বাগ্মী অরুণ জেটলি। মহিলা সংরক্ষণ বিল বিতর্কে উল্লেখজনক ভূমিকা পালন করেছিলেন। এমনকি জনলোকপাল বিল নিয়ে সেই সময় আন্না হাজারেকে সমর্থনও করেছিলেন তিনি। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে অমৃতসর লোকসভা কেন্দ্র হেরে গেলেও মোদী সরকারের মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী হন বিজেপির এই দাপুটে নেতা। দেশের অর্থমন্ত্রী হিসেবে বহু বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। দুর্নীতি, কালো টাকা এবং সন্ত্রাসবাদ দমন করতে নোটবন্দির মতো বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বিরোধীদের প্রবল আপত্তি সত্বেও নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন। এর পাশাপাশি এক দেশ এক কর নীতি চালু করার জন্য গ্রহণ করেছিলেন জিএসটি। মনোহর পারিক্কর অসুস্থ থাকাকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলেছিলেন তিনি। ২০১৯-এ অসুস্থতার জন্য ভোটে লড়েননি তিনি।

বিগত ৪ দিনে দু'বার হেলিকপ্টার ভেঙে বিপত্তি, উত্তরকাশীর আরকোট-এ স্থগিত চপার পরিষেবা

উত্তরকাশী (উত্তরাখণ্ড), ২৪ আগস্ট (হি.স.): বিগত ৪ দিনে পরপর দু'বার হেলিকপ্টার ভেঙে বিপত্তি! প্রথমে গত বুধবার, তারপর শুক্রবার উত্তরকাশী জেলার মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত এলাকায় ভেঙে পড়ে দু'টি হেলিকপ্টারঊ গত বুধবারের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল ক্যাপ্টেন, কো-পাইলট ও স্থানীয় এক বাসিন্দারঊ গত বুধবারের দুর্ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শুক্রবারও ফের ভেঙে পড়ে একটি হেলিকপ্টারঊ আর তাই মেঘভাঙা বিধ্বস্ত উত্তরকাশী জেলার আরাকোট-এ সাময়িকের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে হেলিকপ্টার পরিষেবাঊ উত্তরকাশীর জেলাশাসক আশীষ চৌহান জানিয়েছেন, আপাতত আরাকোট-এ সাময়িকের জন্য হেলিকপ্টার পরিষেবা স্থগিত রাখা হয়েছেঊ উল্লেখ্য, গত বুধবার বিদ্যুতের তার জড়িয়ে উত্তরকাশীর মোলদির কাছে ভেঙে পড়েছিল একটি হেলিকপ্টারঊ গত বুধবারের হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ক্যাপ্টেন, কো-পাইলট ও স্থানীয় এক বাসিন্দাঊ বুধবারের দুর্ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শুক্রবারও ভেঙে পড়ে একটি হেলিকপ্টারঊ শুক্রবার আরাকোট-এর কাছে তিকোচি এলাকায় ভেঙে পড়ে।

ফালাকাটা ব্লকে নয় মাইল বাজারে ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত নয়টি দোকান

ফালাকাটা, ২৪ অগাস্ট (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ব্লকের নয় মাইল বাজারে ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত হল নয়টি দোকান। শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আগুন লাগার বিষয়টি প্রথমে লক্ষ্য করেন টহলরত পুলিশ কর্মীরা। পরে তাঁরাই স্থানীয়দের ডাকেন। খবর দেওয়া হয় ফালাকাটা দমকল কেন্দ্রে। প্রথমে ফালাকাটা দমকলকেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের আরও একটি ইঞ্জিন। জানা গিয়েছে, আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। তবে ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। এখনও পর্যন্ত আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত চলছে।

জনতা

● প্রথম পাতার পর

মর্মে দুটি স্কুলের তরফ থেকেই প্রশাসনের নিকট অভিযোগ পত্র জমা দেওয়া হয়েছে।প্রসঙ্গত উত্তর জেলার কদমতলা ও চুরাইবাড়ি ফরেস্ট বিট এলাকায় একের পর এক কেসার মেশিন বসছে। তাদের বৈধ কোনো কাগজপত্র নেই।নেই পলিউশন সার্টিফিকেট তবুও দিব্যি তারা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বিকল্প জাতীয় সড়কের ত্রিপুরা অংশের ঝেরঝেরী গেইট হইতে বাঘন পর্যন্ত কিংবা আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের চুড়াইবাড়ি গেইট থেকে খাদিমপাড়া, লক্ষীনগর, শনিছড়া পর্যন্ত যে সমস্ত কেসার মেশিন গুলি বসেছে তাদের আদৌ কি কোনো কাগজপত্র আছে। জানা গেছে দু-একটি কেসার মেশিনের কাগজপত্র ছাড়া আর বাকি গুলির কোনো কাগজপত্র নেই। বনদপ্তরের আধিকারিক ও পলিউশন দপ্তর আধিকারিক সহ বাবুদের ম্যানেজ করে চলছে এই বাণিজ্য এমনটা অভিযোগ।আর তাতে রাজস্ব মার খাচ্ছে রাজ্য সরকার।পাথরের ওভারলোডের একারণে ২০৮ নং দ্বিতীয় বিকল্প সড়ক ত্রিপুরা অংশের ঝেরঝেরী থেকে প্রেমতলা পর্যন্ত প্রায় ৩ কিঃমিঃ বেহাল অবস্থা। রাস্তায় পুকুর সমতুল্য বিশাল বিশাল গর্ত। বলতে গেলে মরণ ফাঁদে পরিণত। এলাকাবাসী রাস্তা সংস্কারের দাবি জানাচ্ছেন। রাস্তায় ফেঁসে যাচ্ছে লরি, যাত্রীবাহী গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স।এমনকি কচিকাঁচা স্কুল ছাত্র ছাত্রীরা বাইসাইকেল কিংবা পায়ে হেঁটে স্কুলে যেতে পারছেনা। এক হাটু কাদা পেরিয়ে শার্ট-প্যান্ট নোংরা করে স্কুলে আসা যাওয়া করতে হয়। কিছু কিছু অভিভাবকতো রাস্তার কারণে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছেন। সব মিলিয়ে পাথরের অবৈধ বাণিজ্য ভোগান্তির শিকার আমজনতা। রাজস্ব মার সরকারের। আর কাজ হারাচ্ছেন হাতে ভাঙ্গা পাথর শ্রমিকরা। এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে তবুও দপ্তরের হেলদোল নেই। কে শুনবে কার কথা- রাজা বদলালেও রাজ্য বদলায়নি। এটার নাম হয়তো পরিবর্তন?

অস্তমিত

● প্রথম পাতার পর

ত্রি-দেশীয় সফরে এই মুহূর্তে বিদেশে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিদেশ সফরেই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির প্রয়াণের দুঃসংবাদ শুনে স্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জেটলি-প্রয়াণের দুঃসংবাদ শোনা মাত্রই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর স্ত্রী সঙ্গীতা জেটলি এবং ছেলে রোহনের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। জেটলির স্ত্রী এবং ছেলে প্রধানমন্ত্রীকে জোর করেছেন, বিদেশ সফর বাতিল না করার জন্য। মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে জেটলির প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'অরুণ জেটলি জি বড় মাপের রাজনৈতিক নেতা ও জ্ঞানদীপ্ত ছিলেন...তাঁর প্রয়াণ খুবই দুঃখের। অরুণ জেটলি জি সমাজের সর্ব স্তরের মানুষের কাছেই প্রিয় ছিলেন।...দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে একাধিক মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলেছেন অরুণ জেটলি জি।...অরুণ জেটলি জির প্রয়াণে মূল্যবান বন্ধুকে হারালাম। আমরা তাঁকে ভীষণ মিস করব!'

অরুণ জেটলির প্রয়াণে শোকস্তব্ধ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য। শনিবার প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, সংস্কৃতিমন্ত্রী প্রহ্লদ প্যাটেল, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।

অরুণ জেটলিকে নিজের দাদা এবং পথপ্রদর্শক হিসেবে অভিহিত করে পীযূষ গোয়েল বলেন, আমার দাদা এবং পথপ্রদর্শকের প্রয়াণে গভীর ভাবে শোকাহত। তিনি সব সময়ে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁর পরামর্শে উপকৃত হয়েছি। তাঁর প্রয়াণে ব্যক্তিগত ক্ষতি হয়ে গেল।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী প্রহ্লাদ প্যাটেল নিজের শোকবার্তায় জানিয়েছেন, অরুণ জেটলি এমন একজন নেতা ছিলেন তাঁর নেতৃত্ব প্রদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নেতৃত্ব প্রদানের অসামান্য প্রতিভার অধিকারি ছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে দেশের বড় ক্ষতি হয়ে গেল। মোদী সরকারে তাঁর মতো নেতার একান্ত প্রয়োজন ছিল। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দাপুটে ছাত্রনেতা থেকে প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠার সফর অসাধারণ।

কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জানিয়েছেন, তাঁর প্রয়াণের খবরটা এখনও বিশ্বাসই করতে পারছি না। দেশ এক মহীরূহ নেতাকে হারাল।

কেন্দ্রীয়মন্ত্রী প্রতাপচন্দ্র সারেঙ্গী জানিয়েছেন, দেশের জন্য খুবই খারাপ খবর। আমরা সবাই স্তম্ভিত। বিগত কয়েকদিন ধরে তিনি সুস্থ ছিলেন না। দেশের জন্য কাজে তিনি একনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

দলমত নির্বিশেষ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রয়াণে শোকাহত গোটা দেশ। শোকপ্রকাশ করেছেন কংগ্রেসের অন্তবর্তী জাতীয় সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। এর পাশাপাশি শোকপ্রকাশ করেছেন আহমেদ প্যাটেল এবং রণদীপ সিং সুরজেওয়ালার মতো বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতারা।

বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে গত ৯ আগস্ট থেকে দিল্লির এইমস-এ চিকিতাধীন ছিলেন অরুণ জেটলি। লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমে রাখা হয়েছিল জেটলিকে। চিকিতকদের বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হল না অরুণ জেটলিকে। শনিবার দুপুর ১২.০৭ মিনিট নাগাদ জীবনাবসান হয়েছে প্রবীণ এই বিজেপি নেতার। টুইট করে নিজের শোকবার্তায় সোনিয়া গান্ধী জানিয়েছেন, দীর্ঘ সময় ধরে সাংসদ, মন্ত্রী, সার্বজনীন ব্যক্তিত্ব হিসেবে জনকল্যাণে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কংগ্রেস নিজের টুইটার হেন্ডেলে লিখেছে, অরুণ জেটলির প্রয়াণে গভীর ভাবে শোকাহত। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা রইল। বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা আহমেদ প্যাটেল জানিয়েছেন, অরুণ জেটলির প্রয়াণের খবর পেয়ে গভীর ভাবে শোকাহত। দেশ এক স্পষ্টবাদী নেতা এবং অসাধারণ মানুষকে হারাল। কংগ্রেসের মুখপাত্র রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা জানিয়েছেন, বিচিক্ষণ সাংসদ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

কার্যসূচি

● প্রথম পাতার পর

বলেন, আমরা আজ প্রকৃত দেশপ্রেমী ও একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদকে হারিয়েছি। তাই, আজ দলীয় অফিসে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে সমবেত হয়েছি।

বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকা তথা সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, এবিভিপি থেকে অরুণ জেটলির রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়েছে। দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তিনি অবদান রেখেছেন। তাঁর প্রয়াণে দেশ এবং দলের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তিনি বলেন, প্রদেশ কার্যালয়ে প্রয়াত অরুণ জেটলির স্মরণে শ্রদ্ধালি জানাতে আমরা সমবেত হয়েছি। আজ আমরা তাঁর প্রয়াণে দুই মিনিট নীরবতা পালন করেছি। তাছাড়া, দলীয় পতাকা আগামী তিনদিন অর্ধনর্মিত রাখা হবে এবং দলের সমস্ত কার্যসূচি স্থগিত করা হয়েছে।

এদিকে, দীর্ঘ অসুস্থতার পর প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি প্রয়াত হয়েছেন শনিবার। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

শনিবার এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন, ভীষণ দুঃখজনক খবর পেয়েছি। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির প্রয়াণে খুবই মর্মাহত এবং কথা বলার শক্তি হারিয়েছি। তাঁর অবদান গোটা দেশ এবং দল আজীবন স্মরণ করবে। তাঁর অভাব আমরা সর্বদা অনুভব করব।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন। নয়াদিল্লির এইমস হাসপাতালে গত ৯ আগস্ট থেকে চিকিৎসা চলছিল তাঁর। দীর্ঘ অসুস্থতার পর শনিবার ১২টা বেজে ৭ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রবীণ বিজেপি নেতা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

দেশের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রয়াত অরুণ জেটলীকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রাজ্যে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সময়েই তিনি জানতে পারেন যে, প্রয়াত হয়েছেন দলের অন্যতম বরিষ্ঠ নেতা অরুণ জেটলী। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন মুখ্যমন্ত্রী। বিকেলের বিমানে সরাসরি তিনি চলে যান দিল্লি। সেখানে গিয়ে প্রয়াত অরুন জেটলিকে শেষ শ্রদ্ধা জানান বিপ্লব কুমার দেব। এর আগে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অরুণ জেটলির মৃত্যুতে মীডিয়া ত সোশ্যাশ

ল মীডিয়ায় গভীর শোক জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বলেছেন জাতীয় রাজনীতিতে, এ এক নক্ষত্র পতন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন অরুণ জেটলি ছিলেন একজন বিচক্ষণ ও সুদক্ষ রাজনীতিবিদ।রাজনৈতিক জীবনে তিনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক নতুন দিশা দেখিয়েছেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে নোট বন্দি এবং জিএসটি''র মত সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে। ত্রিপুরাকে স্বয়ম্ভর করে তোলার যে লক্ষ্য রাজ্য সরকারের রয়েছে, এর সঙ্গে রয়েছে প্রয়াত জেটলিজির সহযোগিতা, অনুপ্রেরণা ও শুভেচ্ছা। তাঁর মৃত্যু ভারতীয় রাজনীতিতে এক অপূরণীয় ক্ষতি। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেব প্রয়াত জেটলীর পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন এবং তার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেন।

মামলা

● প্রথম পাতার পর

সময় বিষয়টি নজরে আসে বগাফা ব্লকের বিডিও-র। তখন তিনি ঘটনার তদন্ত করেন। আর এই তদন্তে বেরিয়ে আসে কান্তিলাল নমঃ লক্ষ লক্ষ সরকারী অর্থ আত্মসাত করে নিয়েছেন। পঞ্চায়েত সেক্রেটারী কান্তিলাল নমঃ-কে এই বিষয়ে শোকজ করেন বগাফা ব্লকের বিডিও রুপন দাস। কিন্তু পঞ্চায়েত সেক্রেটারী কান্তিলাল নমঃ-এর কাছ থেকে কোনোপ্রকার সদোত্তর না পেয়ে অবশেষে বগাফা ব্লকের বিডিও উর্ধতন কতৃপক্ষের নজরে নিয়ে যান এবং উর্ধতন কতৃপক্ষের নির্দেশে কান্তিলাল নমঃ-এর বিরুদ্ধে ২০ আগস্ট শান্তিরবাজার থানায় লিখিত মামলা দায়ের করেন। জানাযায় থানায় মামলা দায়ের করার পর সেক্রেটারী কান্তিলাল নমঃ বিডিও-এর নিকট প্রায় ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন। এইদিকে বিডিওর কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। এই ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

শেহওয়াগের বিয়েতে বড় ভূমিকা ছিল জেটলির, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর প্রয়াণে ব্যথিত বীরু

প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা দেশ। রাজনৈতিক মহলের পাশাপাশি ক্রীড়া দুনিয়াতেও তিনি ছিলেন অন্যতম উজ্জ্বল নাম। বীরেন্দ্র শেহওয়াগ-সহ খেলার জগতের তারকারা তাঁর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন।অনেকেই হয়তো জানেন না, শেহওয়াগের বিয়েতে বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন অরুণ জেটলি। ২০০৪ সালে আরতীর সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন বীরু। সেসময় অরুণ জেটলিই বিয়ের জায়গা ঠিক করে দিয়েছিলেন। শেহওয়াগের বাবাকে তিনি বলেছিলেন, ৯ অশোক রোডে তাঁর জন্য যে বাংলো দেওয়া হয়েছে, সেখানেই বিয়ের আয়োজন করা যাবে।কারণ সেই সময় ব্যক্তিগত কারণে বাংলোটি তিনি ব্যবহার করতেন না। শুধুমাত্র প্রাক্তন ভারতীয় তারকার বিয়ের জন্য বাংলোটি ফার্নিশ করে দিয়েছিলেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী। এমনকী অতিথি আপ্যায়নের জন্যও সমস্ত ব্যবস্থা করেছিলেন নিজের হাতে। কিন্তু বেঙ্গালুরুতে দলীয় কাজে চলে যাওয়ায় শেহওয়াগের বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পারেননি তিনি।এদিন তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ শেহওয়াগ টুইট করেন, ''অরুণ জেটলিজির প্রয়াণে ব্যথিত। রাজনীতিবিদ হওয়ার পাশাপাশি দিল্লির বহু ক্রিকেটারকে ভারতীয় দলে সুযোগ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি। সেসময় দিল্লি থেকে অনেকেই জাতীয় স্তরে জায়গা পেত না। কিন্তু ডিডিসিএ-তে থাকাকালীন তিনি অনেককে সে সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে ক্রিকেটারদের সমস্যা শুনতেন। তা সমাধানও করতেন। আমার সঙ্গে দারুণ ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য আমার সহানুভূতি রইল।১৯৯৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত দিল্লি ও রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার (ডিডিসিএ) সভাপতি ছিলেন অরুণ জেটলি। এর পাশাপাশি বিবিসিআইয়ের সহ-সভাপতির পদও সামলেছিলেন তিনি। ডিডিসিএ-তে থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে বড়সড় দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। আম আদমি পার্টি দাবি করেছিল, অরুণ জেটলির সময় ও তার পরের একবছর পর্যন্ত বেশ কিছু ভুয়ো সংস্থা গঠন করা হয়েছিল। ২০১৫ পর্যন্ত যেগুলি চলেছে। সেসব দুর্নীতির তদন্তও করতে দিচ্ছে না কেন্দ্র বলে অভিযোগ ওঠে। বলা হয়, ফিরোজ শাহ কোটলার স্টেডিয়াম নিয়েও নাকি নানা দুর্নীতি রয়েছে। স্টেডিয়ামের ভেতরে দর্শকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিকাঠামো নেই। আগুন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থেকে স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা কোনওটাই ঠিক নেই। যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে ডিডিসিএ-র ততকালীন প্রাক্তন সভাপতি চেতন চৌহান বলেছিলেন, এসব তথ্য ভুল। বরং ফিরোজ শাহ কোটলার উন্নতির জন্য জেটলিকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। পরবর্তীকালে অবশ্য জেটলির বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ প্রমাণ হয়নি।শেহওয়াগের পাশাপাশি শোকাহত শচীন তেণ্ডুলকর থেকে বিরাট কোহলি, প্রত্যেকেই। ভারত অধিনায়ক টুইটারে জানান, ২০০৬ সালে তাঁর বাবার মৃত্যুর সময় হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও বিরাটের বাড়ি এসেছিলেন জেটলি। দিল্লির আরেক তারকা গৌতম গম্ভীর লিখেছেন, তাঁর জীবনে বাবার মতোই ছিলেন জেটলি। ''ফাদার ফিগার'' চলে যাওয়ায় জীবনের একটা অংশও হারিয়ে গেল। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে চলতি টেস্টে শনিবার কালো আর্ম ব্যান্ড পরেই মাঠে নামবে ভারতীয় দল।

টি২০ তে নজির কন্নড় ক্রিকেটারের

আজকাল ওয়েবডেস্ক: এমন নজির অতীতে কেউ গড়েছেন কিনা তার জন্য উইকিপিডিয়ায় সার্চ করতে হবে। কর্ণাটক প্রিমিয়ার লিগে একটি বিরল নজির গড়েছেন কৃষ্ণাপ্পা গৌতম। প্রথমে ব্যাট হাতে মাত্র ৫৬ বলে অপরাজিত ১৩৪ করেছেন। মেরেছেন সাতটি চার ও তেরোটি ছয়। মাত্র ৩৯ বলে শতরান পূর্ণ করেছেন। কর্ণাটক প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে যা দ্রুততম। টুর্নামেন্টের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান তো বটেই। এরপর বল হাতে আবার ৮ উইকেট তুলে নিয়েছেন। যার সুবাদে গৌতমের দল বেলারি টাস্কার্স ৭০ রানে ম্যাচ জিতে নিয়েছে শিমোগা লায়ন্সের বিরুদ্ধে। বল হাতে চার ওভার হাত ঘুরিয়ে তুলে নিয়েছেন আট উইকেট। দিয়েছেন মাত্র ১৫ রান। টি২০ ক্রিকেটে এটা সর্বকালীন রেকর্ড। তবে একটি টি২০ ম্যাচে শতরান। সঙ্গে আট উইকেট। এই অনন্য নজির সম্ভবত প্রথম করলেন গৌতমই।

পুরুষ বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতলেন সাঁই প্রণীত

কেন্টো মোমোটোর কাছে ২১-১৩, ২১-৮-এ পরাজিত হয়ে ব্রোঞ্জ পদকেই সন্তুষ্ট থাকতে হল ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকা সাঁই প্রণীতকে। শনিবার অনুষ্ঠিত হওয়া সেমিফাইনালে পরাজিত হলেন ভারতীয় তারকা। এদিনই মহিলা বিভাগে টানা তৃতীয়বার ফাইনালে পৌঁছেছেন পি ভি সিন্ধু।এদিন সেন্ট জ্যাকবশেল, বাসেল, সুইজারল্যান্ডে ম্যাচের শুরুতেই পয়েন্ট নিয়ে খেলা শুরু করলেও শেষরক্ষা করতে পারেননি সাঁই প্রণীত। ৪২ মিনিটের এই সেমিফাইনাল ম্যাচে জাপানী কেন্টো মোমোটো ক্রমশই খেলার ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেন।যদিও সেমিফাইনালে পরাজিত হলেও ইতিমধ্যেই ইতিহাসের পাতায় ঢুকে পড়েছেন সাঁই প্রণীত। ১৯৮৩ সালের পর এই প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশীপের পুরুষ বিভাগে ভারতের ঘরে পদক এলো। ১৯৮৩ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের হয়ে প্রকাশ পাড়ুকোন পদক জয় করেছিলেন।

স্বপ্নের গ্র্যান্ড স্ল্যাম অভিষেকে নাগালের প্রতিদ্বন্দ্বী ফেডেরার

যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তবে সুমিত নাগালের ইতিহাস গড়া এখানেই থেমে থাকছে না। কারণ, ইউএস ওপেনে প্রথম রাউন্ডেই সুমিত নাগালের সামনে স্বয়ং রজার ফেডেরার। সর্বকালের অন্যতম সেরা মহাতারকার বিপক্ষেই গ্র্যান্ড স্ল্যাম অভিষেক ঘটতে চলেছে ভারতীয় তারকার। যোগ্যতা অর্জন পর্বে ব্রাজিলের জোয়াও মেনেজেসকে দুরন্ত কামব্যাক করার জেতার পরেও নাগাল সম্ভবত ভাবতে পারেননি সুইস কিংবদন্তির মুখোমুখি হতে হবে তাঁকে।যোগ্যতা অর্জন পর্বে ব্রাজিলের জোয়াও মেনেজেসের বিরুদ্ধে প্রথম সেটেই হেরে বসেছিলেন নাগাল। সেখান থেকে পরের দুটো সেট জিতে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে কোয়ালিফাই করেন তিনি। ২ ঘণ্টা ২৭ মিনিটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে খেলার ফলাফল ভারতীয় তারকার পক্ষে ৫-৭, ৬-৪, ৬-৩। যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের মূল পর্বে খেলার টিকিট নিশ্চিত করার পরেই নাগাল হয়ে গেলেন পঞ্চম ভারতীয় যিনি কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের সিঙ্গলসে প্রধান রাউন্ডে খেলবেন। এর আগে ভারতীয় হিসেবে কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের মূলপর্বের সিঙ্গলসে খেলার নজির গড়েছিলেন সোমদেব দেববর্মণ, ইউকি ভামব্রি, সাকেত মিনেনি এবং প্রজনেশ গুণশ্বরণ।অরুণ জেটলির প্রয়াণে শোকস্তব্ধ ক্রিকেট মহল, গম্ভীর থেকে শেওয়াগের শ্রদ্ধাজ্ঞাপননাগাল হলেন ষষ্ঠ ভারতীয় টেনিস তারকা যিনি কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের যুব পর্যায়ে খেতাব জিতেছিলেন। ভিয়েতনামের নাম হোয়াং লিকে নিয়ে খেলতে নেমে ডাবলসে ২০১৫ সালে উইম্বলডনের ট্রফি জেতেন। তবে চলতি ইউএস ওপেনের তাতপর্য অন্যত্র। নাগালের সঙ্গেই ইউএস ওপেনের সিঙ্গলসে খেলছেন প্রজনেশ গুন্নেশ্বরণ। ১৯৯৮ সালের পরে এই প্রথম কোনও গর্যান্ড স্ল্যামের সিঙ্গলসে একইসঙ্গে দুই ভারতীয় খেলছেন। ২১ বছর আগে লিয়েন্ডার পেজ এবং মহেশ ভূপতি উইম্বলডনে সিঙ্গলসে অংশ নিয়েছিলেন।নাগালের মেন্টর স্বয়ং ভূপতিই। যিনি প্রথম হরিয়ানার ঝাঝরের তরুণের প্রতিভা বুঝতে পারেন। তারপরে মহেশের দেখানো পথেই বেড়ে উঠেছেন সুমিত নাগাল। শিষ্যের গর্যান্ড স্ল্যাম অভিষেকের আগে মহেশ ভূপতি সংবাদসংস্থাকে বলেন, ''প্রথম দিকে, চোট আঘাতের সমস্যায় ভুগছিল সুমিত। তবে এই পর্যায়ে পৌঁছনোর জন্য ও অনেক পরিশ্রম করেছে। যে কোনও যোগ্যতাঅর্জনকারীর জন্য প্রথম রাউন্ডে ফেডেরারের মুখোমুখি হওয়াটা স্বপ্নের। একই সঙ্গে দুঃস্বপ্নেরও। তবে এই অভিজ্ঞতা ওকে আগামী দিনে আত্মবিশ্বাস জোগাতে সাহায্য করবে।''ফেডেরারের বিরুদ্ধে নামার আগে নাগালকে টিপসও দিয়েছেন ভূপতি। জানিয়েছেন, ''কোনও চিন্তাভাবনা না করে স্রেফ মুহূর্তটা এনজয় করা উচিত ওর। নিজের মতো খেলা চালিয়ে যাক ও।''

৬৭ রানে অলআউট ইংল্যান্ড! হ্যাজেলউডের দাপটে বিপর্যয় ইংরেজদের

১৭৯ রানের জবাবে ৬৭! প্রথমদিন ১৭৯ রানে অস্ট্রেলিয়াকে অল আউটকে করে দিয়েছিল ইংল্যান্ড। আর্চারের পেসের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি অস্ট্রেলিয়া। ২৪ ঘণ্টা পেরোতে না পেরোতেই এবার পালটা ধাক্কা। আর্চারের পালটা দিলেন জোস হ্যাজেলউড। বিধ্বংসী বোলিংয়ে ইংল্যান্ডকে মাত্র ৬৭ রানে অল আউট করে দিলেন তিনি। লিডসে দ্বিতীয় দিনে মধ্যাহ্নভোজের বিরতির কিছুপরেই অল আউট ইংল্যান্ড। প্রথম ইনিংসে ১১২ রানের লিড নিয়ে নিল অজিরা।প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে কার্যত এদিন অজি পেসারদের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি ইংরেজ ব্যাটসম্যানরা। দু-অঙ্কের রান পেরিয়েছে মাত্র একজন। জো ডেনলির করা ১২ রানই ইংল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন আপের সর্বোচ্চ। বাকি ব্যাটসম্যানদের রান সংখ্যা পরপর রাখলে টেলিফোন নম্বরের কথা স্মরণে আসবে- জো বার্নস (৯), জেসন রয় (৯), জো রুট (০), বেন স্টোকস (৮), জনি বেয়ারস্টো (৪), জোস বাটলার (৫), ক্রিস ওকস (৫), জোফ্রা আর্চার (৭), স্টুয়ার্ট ব্রড (৪) এবং লিচ (১)। হ্যাজেলউডের ৫ উইকেটের পাশাপাশি কামিন্স নেন ৩ উইকেট। প্যাটিনসনের সংগ্রহে জোড়া উইকেট। অ্যাসেজের শেষ ৭১ বছরে এটাই ইংল্যান্ডের সর্বনিম্ন স্কোর।দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৩ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ১১ রান সংগ্রহ করেছে। ব্রড লেগ বিফোর করেছেন ওয়ার্নারকে। ক্রিজে আপাতত ব্যাটিং করছেন উসমান খোয়াজা এবং মার্কাস হ্যারিস।তার আগে ম্যাচ পুরোটাই ছিল জোফ্রা আর্চারের। প্রথম দিন টসে জিতে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিল প্রথমে লিডসে। ব্যাট করতে নেমে শুরুর ২৫ রানেই খোয়াজা ও হ্যারিসকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন ব্রড ও আর্চার। মেঘাচ্ছন্ন কণ্ডিশনে বল হাতে রীতিমতো আগুন ঝড়াচ্ছিলেন ইংরেজ পেসাররা। এসব সামলেই ওয়ার্নার ও লাবুশানে তৃতীয় উইকেটে ১১১ রান যোগ করে ভাল জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছিলেন অজিদের। তবে ওয়ার্নার আর্চারের বলেই ট্রাভিড হেডের হাতে ক্যাচ তুলে বিদায় নিতেই ছন্দপতন। শেষ ৮ উইকেট অস্ট্রেলিয়া হারায় মাত্র ৪৩ রানে।অস্ট্রেলিয়ান ইনিংসে দু অঙ্কের রানে পৌঁছেছেন মাত্র তিন জন। ওপেনিংয়ে নামা ওয়ার্নার ৬১ করার পরে স্মিথের পরিবর্ত লাবুশানে ৭৪ করে যান। আর অধিনায়ক টিম পেইনের অবদান ছিল ১১ রান।

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ: পাঁচ উইকেট নিয়ে কাকে ধন্যবাদ দিলেন ইশান্ত শর্মা

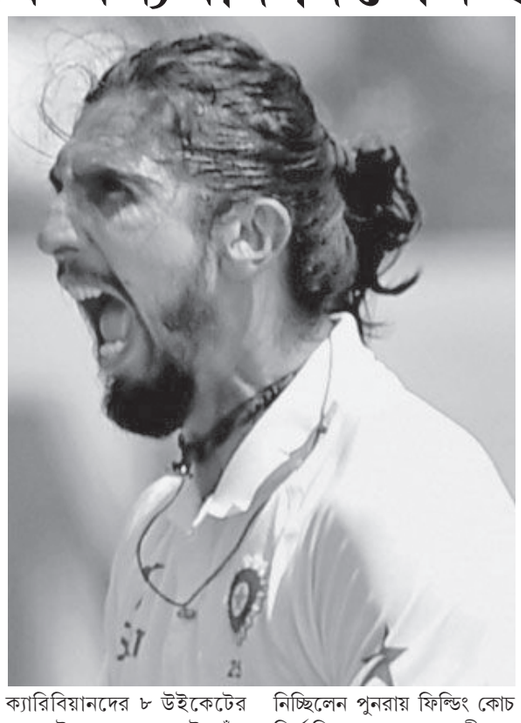

ইশান্ত ২.০! ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে বিধ্বংসী বোলিং ভারতীয় পেসার ইশান্ত শর্মার। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে অ্যান্টিগায় প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ৪২ রান খরচ করে ২টি মেডেন সহ ৫ উইকেট তুলে নিয়েছেন। এই পারফর্ম্যান্সের জন্য সতীর্থ বোলার বুমরাহকে ধন্যবাদ দিলেন তিনি।ম্যাচের পর ইশান্ত বলেন, ''জসপ্রীত বুমরাহের টিপসেই এদিন পাঁচ উইকেট তুলে নিতে পারলাম। বৃষ্টির পর বলের মুভমেন্ট করানো যাচ্ছিল না। ভেজা বলে কাজটা কঠিন ছিল। বুমরাহ তখন আমাকে ক্রস সিমে বল করে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। এতেই দিনের শেষে ঝুলিতে পাঁচ উইকেট।''শুধু বলেই নয়, ব্যাট হাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ইশান্তের। অষ্টম উইকেটে জাদেজার সঙ্গে ৬০ রানের পার্টনারশিপে দলকে তিনশো রানের গণ্ডির কাছে পৌঁছে দেন। ব্যাটে সংগ্রহ ১৯ রান। ভারতের প্রথম ইনিংস থামে ২৯৭ রানে।জবাবে ইশান্তের দুরন্ত বোলিংয়ের (৫ উইকেট) সুবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দ্বিতীয় দিনের শেষে ১৮৯/৮ রানে বেধে রেখেছে কোহলি অ্যান্ড কোম্পানি। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ভারত এখনও এগিয়ে ১০৮ রানে।

তিনি সিনিয়র। অথচ তিনি বলে আগুন ঝড়ালেন তরুণ সতীর্থের পরামর্শে। সেই পরামর্শের সৌজন্যেই প্রথম টেস্ট জয়ের দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে ভারত। প্রথম ইনিংসে ভারত ২৯৭ রানে থামার পরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় দিনের শেষে ১৮৯ রান তুলতেই ৮ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল। আর ক্যারিবিয়ানদের ৮ উইকেটের মধ্যে ইশান্তের দখলেই পাঁচ উইকেট। বাকি তিন উইকেট জসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ শামি ও রবীন্দ্র জাদেজার।বল হাতে সফল হওয়ার পরে দিল্লির পেসার খুল্লমখুল্লা জানিয়ে দিয়েছেন বুমরার টোটকা মেনেই তিনি সাফল্য পেয়েছেন। ইশান্ত বলছেন, ''বৃষ্টি হওয়ার পরে বল ভিজে গিয়েছিল। বলের যাবতীয় কারিকুরি শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমরা ঠিক করেছিলাম ক্রস সিমে বল করব। পিচে বাউন্স ছিল। আসলে বুমরা বলেছিল, সাধারণভাবে কার্যত যখন কিছুই করা যাচ্ছিল না, তখন ক্রিস সিমে বল করা যাক।''বিসিসিআই টিভি-র হয়ে ইশান্ত শর্মার সাক্ষাতকার নিচ্ছিলেন পুনরায় ফিল্ডিং কোচ নির্বাচিত হওয়া আর শ্রীধর। সেখানেই ইশান্ত শর্মা বলছিলেন, ''আমাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিপক্ষকে যত কম সম্ভব রানে অল আউট করে দেওয়া। এটা দলের জন্যই। আমরা চেষ্টা করেছিলাম। তা অনেকটাই ফলে গিয়েছে।''আন্টিগায় আগুন জ্বাললেন ইশান্ত, দ্বিতীয় দিনের শেষে উইন্ডিজ ১৮৯/৮কেবলমাত্র বল হাতে পাঁচ উইকেট তুলে নেওয়াই নয়। লোয়ার অর্ডারে ব্যাট করতে নেমে রবীন্দ্র জাদেজার (৫৮) সঙ্গে ৬০ রানের পার্টনারশিপও গড়ে ভারতকে ভদ্রস্থ স্কোরে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছেন। ব্যাট হাতে ইশান্তের অবদান মাত্র ১৯। তবে জাদেজার সঙ্গে জুড়ির সৌজন্যেই ভারত প্রথম ইনিংসে ২৯৭ রান স্কোরবোর্ডে তুলতে পেরেছে। নিজের ৯১ তম টেস্ট খেলতে নামা ৩০ বছরের দিল্লি পেসার বলছিলেন, ''সত্যি আউট হওয়ার পরে মোটেই ভাল লাগছিল না। জাড্ডুর সঙ্গে যতই রান যোগ করছিলাম, ততই দলের অবস্থান আরও মজবুত হচ্ছিল। ২৫ রানে ৩ উইকেট হারানোর পরে যেভাবে আমরা কামব্যাক করলাম, তারপরেও জাদেজার সঙ্গে নিজের পার্টনারশিপ আরও বাড়ানোর চেষ্টা করেছিলাম।''নিজের পাঁচ শিকারের মধ্যে দুটোই কট অ্যান্ড বোল্ড। এর মধ্যে ইশান্তের চতুর্থ শিকার শিমরন হেটমায়ারের আউট উল্লেখযোগ্য। দিনের শেষ ওভারে ইশান্তের এই আউটই ভারতকে ম্যাচে জাঁকিয়ে বসার সুযোগ করে দিয়েছে। এই বিষয়ে ইশান্ত অবশ্য পুরোপুরি ফিল্ডিং কোচ আর শ্রীধরকেই কৃতিত্ব দিয়েছেন। জানিয়েছেন, ''সমস্ত কৃতিত্ব শ্রীধরের। শ্রীধর সবসময়ে বলে, ফিল্ডিং করার সময়ে পূর্বানুমান বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ক্লান্ত হওয়ার পরেও যদি অতিরিক্ত পরিশ্রম করা যায়, বোলিং করার পরেও যদি ফিল্ডিংয়ে খাটনি করা যায়, তাহলে ফিটনেসের মাত্রা বাড়বেই।'' এরপরে ইশান্তের সংযোজন, ''ক্রিকেটার হিসেবে ফিটনেসে যদি উন্নতি করা যায়, তাহলে ফলাফল নজরে আসবেই। তবে যার জন্য এই সাফল্য তিনি প্রকাশ্যে আসেন না। আসলে এটা কঠোর পরিশ্রমের ফল।''

ড্রেসিংরুমে পড়াশোনায় ব্যস্ত কোহলি! নেটিজেনরা বললেন, এতদিন হাতে উঠেছে সঠিক বই!

নিজস্ব প্রতিবেদন : তিনি ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন। সেইসঙ্গে এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান। ব্যাট হাতে নামলে একের পর এক রেকর্ড ভাঙেন। আবার নতুন রেকর্ড গড়েন। তিনি, বিরাট কোহলি। তবে সেই তিনিই কিনা ইগো দূর করার রাস্তা খুঁজছেন! স্টিভেন সিলভাস্টারের বই ''ডিটক্স ইওর ইগো: সেভেন ইজি স্টেপস টু অ্যাচিভিং ফ্রিডম-এ ডুব দিয়েছেন কোহলি। তা হলে কি ভিতরে ভিতরে তাঁর ইগোর লড়াই চলছে!২০১৭ মহিলা বিশ্বকাপে ভারতীয় মহিলা দলের ক্যাপ্টেন মিতালি রাজকে ম্যাচের ফাঁকে বেঞ্চে বসে বই পড়তে দেখা গিয়েছিল। মিতালি রাজের এই অভ্যাসের প্রশংসা করেছিলেন অনেকে। অবসর সময় বই পড়ে মন শান্ত রাখা বা মনংসযোগ বৃদ্ধির এই কৌশল নিয়ে বিস্তর আলোচনাও হয়েছিল। এবার মিতালির মতোই খেলা চলাকালীন বই হাতে দেখা গেল বিরাট কোহলিকে। ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম টেস্ট চলাকালীন ড্রেসিংরুমে বই পড়ছিলেন কোহলি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটিং লাইন নিজের নামের সঙ্গে সুবিচার করতে পারেনি। একমাত্র অজিঙ্ক রাহানে ছাড়া বাকি আর কেউ তেমন বড় রান করেননি।শেষের দিকে দলকে শক্ত ভিতে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিলেন রবীন্দ্র জাদেজা। আর সেই সময় ক্যামেরা ভারতীয় ড্রেসিংরুমের দিকে তাক করতেই কোহলিকে দেখা গেল বই হাতে। অ্যান্টিগায় প্রথম টেস্টে কোহলি রান পাননি। তা নিয়ে অনেক ভারতীয় সমর্থক কোহলিকে বিঁধেছেন। কোহলির বই পড়ার ছবি ভাইরাল হতে আবারও সমর্থকদের মধ্যে দেখা গেল মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কেউ বললেন, এতদিনে কোহলির হাতে ঠিক বই উঠেছে। কেউ আবার বললেন, মিতালি রাজকে নকল করছেন কোহলি। কারও আবার মত, ম্যাচ চলাকালীন ভারতীয় ক্যাপ্টেনদের বই পড়াটা ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বকাপজয়ী এই ভারতীয় ক্রিকেটারের বাড়িতে আগুন

আজকাল ওয়েবডেস্ক: শুক্রবার গভীর রাতে আগুন লাগল ক্রিকেটার শান্তাকুমারণ শ্রীশান্তের বাড়িতে। তবে দুর্ঘটনার সময় শ্রীশান্ত বাড়িতে ছিলেন না। পরিবারের লোকেরা অক্ষত আছেন। ২০১১ সালে বিশ্বজয়ী টিম ইন্ডিয়ার সদস্য ছিলেন শ্রীশান্ত। জানা গেছে রাত দুটো নাগাদ শ্রীশান্তের কোচির বাড়িতে আগুন লাগে। বাড়ির নিচের তলার হলঘর ও বেডরুম থেকে আগুন বেরোতে দেখা যায়। শ্রীশান্তের স্ত্রী ও দুই সন্তান ছাড়াও দুই চাকর তখন বাড়িতে ছিলেন। খবর দেওয়া হয় দমকলে। তাঁরাই এসে বাড়ির দোতলা থেকে উদ্ধার করেন শ্রীশান্তের পরিবারের লোকজনদের। ঘটনাস্থলে পুলিশও এসেছে। তদন্ত চলছে। কীভাবে আগুন লাগত তা পরিষ্কার নয়। কিছুদিন আগেই বেটিং কান্ডে শ্রীশান্তের শাস্তি কমিয়ে সাত বছর করে দিয়েছে বিসিসিআইয়ের ওম্বুডসম্যান। আগামী বছরের সেপ্টেম্বর থেকে সব ধরণের ক্রিকেটে ফিরতে পারবেন শ্রীশান্ত। ২০১২ সালে আইপিএলে ফিক্সিং কান্ডে জড়িয়ে পড়ায় আজীবন নির্বাসিত করা হয়েছিল শ্রীশান্তকে। শাস্তি উঠে যাওয়ায় পরিবারে ছিল খুশির হাওয়া। কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর কোচির বাড়িতে লাগল আগুন।

অবসর প্রসঙ্গে ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে গেলেন রায়ডু

আজকাল ওয়েবডেস্ক: অবসর প্রসঙ্গে একেবারে ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে গেলেন অম্বাতি রায়ডু। বিশ্বকাপ দলে সুযোগ না পাওয়ায় অভিমানে তিনি সব ঘরানার ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তবে ফ্রাঞ্চাইজি ক্রিকেটে খেলার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আবার টিম ইন্ডিয়ার হয়ে একদিনের ক্রিকেট খেলার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন। রায়ডু বলেছেন, 'আমি খুব বেশি ভাবি না। তবে সাদা বলের ক্রিকেটে দ্রুত ফিরতে চাইছি। ক্রিকেটকে ভালবাসি। ফের ভারতীয় দলে খেলতেই পারি। কেউ বলতে পারবে যে আমি আর টিম ইন্ডিয়ায় সুযোগ পাব না?' তাই সামনের দিকে তাকাতে চাইছেন রায়ডু। কোনও লক্ষ্য আপাতত সামনে রাখছেন না। নিজেকে পুরোপুরি সুস্থ করে তোলাই লক্ষ্য এখন রায়ডুর। বলেছেন, 'বেশ কিছুদিন সাদা বলের ক্রিকেট খেলিনি।নিজেকে পুরোপুরি সুস্থ করে তোলাই লক্ষ্য এখন রায়ডুর। বলেছেন, 'বেশ কিছুদিন সাদা বলের ক্রিকেট খেলিনি। প্রাথমিক লক্ষ্য দেড় মাসের মধ্যে নিজেকে পুরোপুরি সুস্থ করে তোলা।' বিশ্বকাপে রায়ডুর বদলে বিজয় শঙ্করকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। নির্বাচকদের এই সিদ্ধান্তে বিরক্ত হয়েছিলেন রায়ডু। যদিও বিজয় শঙ্করও বিশ্বকাপে সফল হতে পারেননি।

চোটের জন্য তিনি ছিটকে যান। এমনকি রায়ডুকে বিশ্বকাপের পরিবর্ত হিসেবে রাখা হলেও পরে আর ডাকা হয়নি। এরপরেই অবসর নেন তিনি। এখন তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগে খেলছেন রায়ডু। পরবর্তী লক্ষ্য, চেন্নাইয়ের হয়ে আইপিএলে সফল হওয়া। রায়ডুর কথায়, 'চেন্নাইয়ের হয়ে আইপিএলে ভাল খেলতেই হবে। তাহলে হয়ত টিম ইন্ডিয়ার টি২০ দলেও সুযোগ মিলতে পারে।' দেশের হয়ে ৫৫ টি একদিনের ম্যাচ ও ৬টি টি২০ ম্যাচ খেলেছেন রায়ডু। একদিনের ক্রিকেটে রয়েছে তিনটি শতরান।

মহারাষ্ট্রের ভিওয়ান্ডিতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল চার-তলা বহুতল : মৃত্যু ২ জনের, আহত ৫ জন

থানে (মহারাষ্ট্র), ২৪ আগস্ট (হি.স.): ফের বহুতল বিপর্যয় মহারাষ্ট্রে। এবার মহারাষ্ট্রের থানে জেলার ভিওয়ান্ডিতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল চার-তলা একটি বহুতল। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। এছাড়াও ৫ জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে আরও বেশ কয়েকজন চাপা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, শনিবার ভোররাতে ভিওয়ান্ডির শান্তি নগর এলাকায় অবস্থিত একটি চার-তলা আবাসিক বহুতল ভেঙে পড়ে। বহুতল ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, দমকল ও উদ্ধারকারী দল। দীর্ঘ সময় ধরে উদ্ধারকাজ চালানোর পর ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে ৫ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তবে, মৃত্যু হয়েছে ২ জনের।

বহুতল বিপর্যয় প্রসঙ্গে ভিওয়ান্ডি-নিজামপুর মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের কমিশনার অশোক রনখাম্ব জানিয়েছেন, "আমরা খবর পেয়েছিলাম, ওই বহুতলের স্তম্ভ খারাপ অবস্থায় রয়েছে। তাই আগেই ওই বহুতল খালি করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, বেশ কিছু মানুষ অবৈধভাবে ওই বহুতল প্রবেশ করেছিল। ৭ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। ওই বহুতলটি ৮ বছরের পুরনো এবং অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল। তদন্ত শুরু হয়েছে।'

ছত্তিশগড়ে বড় সাফল্য সুরক্ষা বাহিনীর : এনকাউন্টারে খতম পাঁচজন মাওবাদী, জখম দু'জন জওয়ান

রায়পুর, ২৪ আগস্ট (হি.স.): ছত্তিশগড়ে মাওবাদী নিকেশ অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনীঊ ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত নারায়ণপুর জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে পাঁচজন কুখ্যাত মাওবাদীউ নারায়ণপুর জেলার অবুজমার্হ এলাকার ঘটনাউ তবে, দুঃসংবাদ হল-মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলাকালীন জখম হয়েছেন সুরক্ষা বাহিনীর দু'জন জওয়ান।

পুলিশ সূত্রের খবর, নারায়ণপুর জেলার অবুজমার্হ এলাকায় মাওবাদী দমন অভিযানে নামেন সুরক্ষা বাহিনী-র জওয়ানরাউ তল্লাশি অভিযান চলাকালীন শনিবার সকালে জওয়ানদের ঘিরে ধরে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে মাওবাদীরাউ অতর্কিতে হামলার মুখে পড়েও পাল্টা জবাব দেয় সুরক্ষা বাহিনীউ দু'পক্ষের মধ্যে ব্যাপক গুলি বিনিময় হয়উ জওয়ানদের পাল্টা হামলার মুখে পড়ে পিছু হঠতে বাধ্য হয় মাওবাদীরাউ সেই সময়ই সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে পাঁচজন মাওবাদীউ তবে, মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলাকালীন জখম হয়েছেন দু'জন জওয়ানউ পুলিশ সূত্রের খবর, নিহত মাওবাদীদের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।

বিগত ৪ দিনে দু'বার হেলিকপ্টার ভেঙে বিপত্তি, উত্তরকাশীর আরকোট-এ স্থগিত চপার পরিষেবা

উত্তরকাশী (উত্তরাখণ্ড), ২৪ আগস্ট (হি.স.): বিগত ৪ দিনে পরপর দু'বার হেলিকপ্টার ভেঙে বিপত্তি! প্রথমে গত বুধবার, তারপর শুক্রবার উত্তরকাশী জেলার মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত এলাকায় ভেঙে পড়ে দু'টি হেলিকপ্টারউ গত বুধবারের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল ক্যাপ্টেন, কো-পাইলট ও স্থানীয় এক বাসিন্দারউ গত বুধবারের দুর্ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শুক্রবারও ফের ভেঙে পড়ে একটি হেলিকপ্টারউ আর তাই মেঘভাঙা বিধ্বস্ত উত্তরকাশী জেলার আরাকোট-এ সাময়িকের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে হেলিকপ্টার পরিষেবাউ উত্তরকাশীর জেলাশাসক আশীষ চৌহান জানিয়েছেন, আপাতত আরাকোট-এ সাময়িকের জন্য হেলিকপ্টার পরিষেবা স্থগিত রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বুধবার বিদ্যুতের তার জড়িয়ে উত্তরকাশীর মোলদির কাছে ভেঙে পড়েছিল একটি হেলিকপ্টারউ গত বুধবারের হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ক্যাপ্টেন, কো-পাইলট ও স্থানীয় এক বাসিন্দাউ বুধবারের দুর্ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শুক্রবারও ভেঙে পড়ে একটি হেলিকপ্টারউ শুক্রবার আরাকোট-এর কাছে তিকোচি এলাকায় ভেঙে পড়ে একটি হেলিকপ্টারউ সৌভাগ্যবশত ওই ঘটনায় কারও মৃত্যু হয়নিউ সামান্য জখম হন ওই হেলিকপ্টারের পাইলট এবং সহকারী পাইলট।

শনিবার প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অরুণ জেটলিকে শ্রদ্ধা জানান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক ও শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

অরুণ জেটলির জীবনাবসান, হায়দরাবাদ সফর বাতিল করে দিল্লি ফিরছেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। নয়াদিল্লির এইমস হাসপাতালে গত ৯ আগস্ট থেকে চিকিৎসা চলছিল তাঁর। দীর্ঘ অসুস্থতার পর শনিবার ১২টা বেজে ৭ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রবীণ বিজেপি নেতা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তাঁর প্রয়াণের খবর পেয়ে হায়দরাবাদ সফর বাতিল করে ইতিমধ্যেই দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। চেন্নাই থেকে অন্ধ্র প্রদেশের নেল্লোরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির মৃত্যুর খবর পেয়েই তাঁর সফর কমিয়ে দিল্লিতে ফিরে আসছেন।

দিল্লি এইমস হাসপাতালের মিডিয়া এবং প্রোটোকল ডিভিশনের চেয়ারপার্সন ডা. (প্রফেসর) আরতি ভিজের সই করা একটি প্রেস বিবৃতিতে তাঁর মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে, 'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি ২৪ আগস্ট ১২:০৭-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং সংসদের সদস্য অরুণ জেটলি। ৯ আগস্ট থেকে দিল্লির এইমসে মাল্টিডিসিপ্লিনারি চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসারত ছিলেন শ্রী অরুণ জেটলি।' নরেন্দ্র মোদী মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন অরুণ জেটলি। স্বাস্থ্যের কারণে এবারের লোকসভা ভোটে আর স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ান। কিডনি প্রতিস্থাপনের পর থেকে অরুণ জেটলির শারীরিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছিল। দীর্ঘ অসুস্থতার পর এদিন বেলা ১২টা বেজে ৭ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই প্রবীণ বিজেপি নেতা।

অরুণ জেটলি সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি: ১৯৫২ সালের ২৮ ডিসেম্বর দিল্লিতে জন্ম অরুণ জেটলির। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়াশোনা এবং পরবর্তীতে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে আইন নিয়ে পাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াকালীন তিনি ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত হন। ১৯৭৭ সালে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সভাপতি ও সর্বভারতীয় সচিব নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জারি করা জরুরি অবস্থার সময় তিনি গ্রেফতার হন। ১৯৭৪ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র সংসদের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৮০ সালে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। পরবর্তীতে হাজার ১৯৯০ সালে দিল্লির অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল নিযুক্ত হন এবং মামলার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৯১ সালে ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯৮ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন তিনি। পরে তিনি রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৯৯ সালে তৎকালীন অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। ২০০৯ সালে রাজ্যসভায় তিনি বিরোধী দলনেতা হিসেবে নিযুক্ত হন। ২০১২ সালে তৃতীয়বার তিনি রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে চলে আসেন। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে প্রথমবার তিনি অর্থ, কর্পোরেট বিষয়ক, তথ্য ও সম্প্রচার ও প্রতিরক্ষা দফতরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ২০০৮ সালে তিনি দিল্লির এইমস হাসপাতেলে তাঁর কিডনি প্রতিস্থাপন হয়। শারীরিক অসুস্থতার কারমে তিনি ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি।

শহরতলিতে আক্রান্ত নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ, ভাঙচুর পুলিশের গাড়িতেও

গড়িয়া, ২৪ আগস্ট (হি.স.): ফের আক্রান্ত পুলিশ। মহানগরীর পর এবার শহরতলি। এবার আক্রান্ত হল নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। দুষ্কৃতীদের মারে গুরুতর জখম হয়ে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নরেন্দ্রপুর থানার দু"জন পুলিশ কর্মী। পুলিশের একটি গাড়িতে ভাঙচুর করা হয় বলেও অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ড, নবগ্রাম এলাকায় শুক্রবার রাতে যথেষ্ট উত্তজনা ছড়ায়। পরে পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, দু"দিন আগে বারুইপুর সংশোধনাগারে মৃত্যু হয় কাজল দে নামে এক বন্দির। শুক্রবার রাতে কাজল দে-র বাড়িতে নোটিশ দিতে যান নরেন্দ্রপুর থানার কয়েকজন পুলিশ কর্মী। কিছু পুলিশ কর্মী বাড়ির ভিতরে গেলেও, দু"জন পুলিশ কর্মী রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই সময় বাইকে করে কয়েকজন দুষ্কৃতী ঘটনাস্থলে এসে ওই দুই পুলিশ কর্মীকে বেধড়ক মারধরের পাশাপাশি পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করে পালিয়ে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তজনা ছড়ায়। গুরুতর জখম দুই পুলিশ কর্মীকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার মাদ্রাসার শিক্ষক

বারুইপুর, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : ঠাণ্ডা পানীয়ের সাথে নেশার দ্রব্য মিশিয়ে মাদ্রাসার এক কিশোরী ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার হলেন ওই মাদ্রাসারই এক শিক্ষক। ধৃতের নাম নসিম আলি মোল্লা। বারুইপুর থানার অন্তর্গত সীতাকুণ্ডু আলেমা আলামিন নূর মিশন থেকে শুক্রবার রাতেই গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। ধৃতকে শনিবার বারুইপুর আদালতে তুলেছে পুলিশ।

গত ১০ আগস্ট রাতে বারুইপুর রেলমাঠ এলাকার বাসিন্দা ওই ছাত্রীর মাদ্রাসা থেকে বাড়ি ফেরার কথা ছিল। কিন্তু বৃষ্টি হওয়ায় ওইদিন ছাত্রীর পরিবারের লোকজনদের মাদ্রাসায় আসতে বারণ করা হয় মাদ্রাসার তরফ থেকে। অভিযোগ ওই রাতেই ঠাণ্ডা পানীয়ের সাথে কিছু নেশার দ্রব্য মিশিয়ে সপ্তম শ্রেণীর বছর তেরোর ওই ছাত্রীকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে হোমে পাঠিয়েছে পুলিশ।

ফের চমক তৃণমূল কাউন্সিলরের, পাঁচ বাস ভর্তি ফুটবলপ্রেমীদের নিয়ে ডুরান্ড ফাইনালে যাচ্ছেন জুঁই

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি.স.): ফের চমক দিলেন তৃণমূল কাউন্সিলর জুঁই বিশ্বাস। শনিবার হবে ডুরান্ডের চূড়ান্ত মোকাবিলা। যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডুরান্ড কাপের ফাইনালে মুখোমুখি মোহনবাগান - গোকুলাম কেরালা এফসি। লড়াই বাংলা বনাম কেরালা। তৃণমূল কাউন্সিলর জুঁই বিশ্বাস পাঁচ বাস ভর্তি ফুটবলপ্রেমীদের নিয়ে চলেছেন যুবভারতী স্টেডিয়ামে ডুরান্ড কাপ ফাইনাল দেখাতে। এলাকায় কাজের লোক হিসাবে সুনাম আছে কলকাতা পৌরসভার ৮১নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জুঁইয়ের। স্বামী এবং ভাসুর দু'জনই দলের প্রভাবশালী নেতা হওয়ায় হয়ত কিছু বাড়তি সুবিধা মেলে। ক'দিন আগে ২০০ পড়ুয়াকে নিয়ে দক্ষিণ কলকাতার একটি সিনেমা হলে হৃত্বিক রোশন অভিনীত "সুপার থার্টি" সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবার ফুটবলপ্রেমীদের নিয়ে যাচ্ছেন ডুরান্ড কাপ ফাইনাল দেখাতে।

জুঁইয়ের কথায়, "বিবেকানন্দ খেলার মাধ্যমে জীবন গঠনের কথা বলতেন"। সেই ভাবনা নিয়েই আমরা এলাকার ২৫০ জন ফুটবলপ্রেমীকে নিয়ে যাচ্ছি ঐতিহাসিক ডুরান্ড কাপের ফাইনাল ম্যাচ দেখাতে। ডুরান্ডের ১২৯ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবার কলকাতায় বসেছে টুর্নামেন্টের আসর। ফাইনালে বাঙালির অন্যতম পছন্দের দল মোহনবাগান। এমন খেলা একদম মাঠে বসে উপভোগ করার সুযোগ করে দিচ্ছেন কাউন্সিলর। জুঁই বলেন , "স্বামীজী বলতেন, খেলার মাধ্যমে চরিত্র গঠন হয়। শরীর গঠন হয়। স্বামীজির ভাবনার দ্বারা আমরা অনুপ্রাণিত হই। আজকাল ছেলেমেয়েরা মোবাইল, কম্পিউটার গেমসে বুঁদ হয়ে আছে। সেখান থেকে বার হতে হলে খেলাধুলোর দরকার। দলবদ্ধ কাজের মানসিকতা কিভাবে তৈরি হয় যে কোনও ধরনের খেলাই তার উদাহরণ। ফুটবল এই দায়বদ্ধতা , একসঙ্গে লড়ার মানসিকতাকে আরও ভালভাবে শেখায়। মোবাইলের খেলা তা শেখায় না। সবরকম ভেবে আমরা এলাকার ২৫০ ছেলেদেরকে মাঠে খেলা দেখতে নিয়ে যাচ্ছি।"

পাঁচটি বাস ভাড়া করা হয়েছে। সেই বাসে করেই তাঁরা পৌঁছে যাবে ডুরান্ড ফাইনাল দেখতে। কাউন্সিলরের কথায়, "খেলা দেখানো এই বিষয়টা নতুন কিছু নয়। এলাকার মানুষ অনেক সময় টিকিট জোগাড় করে দিতে বলে। আমরা জনপ্রতিনিধি হিসাবে সেই কাজ অনেক সময়ে করার চেষ্টা করি। কিন্তু একসঙ্গে এতজনকে নিয়ে খেলা দেখতে নিয়ে যাওয়া সচরাচর হয়ে ওঠে না। এবারে সেই সুযোগটা আমরা দলের পক্ষ থেকে করতে চেয়েছি। কারণ এটাও জনসংযোগের একটা অংশ।" হাই ভোল্টেজ ম্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাঠে উপস্থিত থাকার কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

গোরেগাঁও-এর শিল্পাঞ্চলে দু'টি গোডাউনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে অসুস্থ দু'জন দমকল কর্মী

মুম্বই, ২৪ আগস্ট (হি.স.): মুম্বইয়ের শহরতলি গোরেগাঁও-এর শিল্পাঞ্চলে দু'টি গোডাউনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডউ আগুন নেভানোর সময় ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন দু'জন দমকল কর্মীউ শনিবার সকাল ৬.৫৭ মিনিট নাগাদ পশ্চিম গোরেগাঁও-এর উদ্যোগ নগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট-এর ৭ নম্বর প্লটে অবস্থিত দু'টি গোডাউনে ভয়াবহ আগুন লাগেউ ওই দু'টি গোডাউনে রাসায়নিক ও ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য মজুত ছিলউ গোডাউনের ভিতরে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুনের লেলিহান শিখাউ প্রায় আধ ঘন্টার বিলম্বের পর সকাল ৭.২৫ মিনিট নাগাদ আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের মোট আটটি ইঞ্জিনউ কিন্তু, আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার কারণে দমকল কর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়উ দু'টি গোডাউন ও সংলগ্ন এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়উ আগুন নেভানোর সময় ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন দু'জন দমকল কর্মীউ অসুস্থ অবস্থায় তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, ঘড়ির কাঁটায় সকাল তখন ৬.৫৭ মিনিট হবে, পশ্চিম গোরেগাঁও-এর উদ্যোগ নগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট-এর ৭ নম্বর প্লটে অবস্থিত দু'টি গোডাউনে ভয়াবহ আগুন লাগেউ গোডাউনের ভিতরে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুনউ প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, সকাল ৭.২৫ মিনিট নাগাদ আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের মোট আটটি ইঞ্জিনউ কিন্তু, ততক্ষণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েউ দু'টি গোডাউন ও সংলগ্ন এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়উ দমকল কর্মীদের দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছেউ পুলিশ সূত্রের খবর, আগুন নেভানোর সময় ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন দু'জন দমকল কর্মীউ অসুস্থ অবস্থায় তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কোচিতে শ্রীসন্থের বাড়িতে আগুন : পুড়ে গিয়েছে একটি ঘর ও আসবাবপত্র, হতাহতের কোনও খবর নেই

কোচি, ২৪ আগস্ট (হি.স.): কেরলের কোচিতে ক্রিকেটার এস শ্রীসন্থের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডউ সৌভাগ্যবশত এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইউ তবে, শ্রীসন্থেনের বাসভবনের একটি ঘর এবং ওই ঘরের ভিতরে থাকা আসবাবপত্র পুড়ে গিয়েছেউ শনিবার ভোররাত দু'টো নাগাদ কোচির এডাপল্লিতে এস শ্রীসন্থের বাড়িতে আচমকাই আগুন লাগে। সেই সময় শ্রীসন্থ বাড়িতে ছিলেন না, ভোররাতে আগুন দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন শ্রীসন্থের স্ত্রী, সন্তান এবং বাড়ির দু'জন পরিচারিকাউ অগ্নিকাণ্ডের সময় বাসভবনে প্রথম তলায় ছিলেন তাঁরাউ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে আসে দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিনউ প্রথমেই বাড়ির কাঁচের দরজা ভেঙে শ্রীসন্থের স্ত্রী, সন্তান ও দু'জন পরিচারিকাকে উদ্ধার করেন দমকল কর্মীরাউ দমকল কর্মীদের কয়েক ঘন্টার প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুনউ এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইউ দমকল সূত্রের খবর, আগুনে পুড়ে গিয়েছে একটি ঘর এবং ওই ঘরের ভিতরে থাকা আসবাবপত্র।

ট্যাংরায় জোড়া খুনের ঘটনায় গ্রেফতার এক, তদন্তে নেমেছে হোমিসাইড শাখার গোয়েন্দারা

কলকাতা, ৩ জুন (হি.স.) : শুক্রবার রাতে চায়নাটাউনে এক মহিলা এবং এক বৃদ্ধের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হওয়াকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। লোহার বালতি দিয়ে আঘাত করে মুখ থেঁতলে দেওয়া হয়েছিল তাঁদের। এমনকি মাথাতেও ছিল ভারী আঘাতের চিহ্ন। দু'জনকেই উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয় বৃদ্ধকে। চিকিৎসা চলাকালীন মারা যান তিনিও। পুলিশ জানিয়েছেন, মৃত দুই ব্যক্তিই ট্যাংরার এই চিনা পরিবারের সদস্য। ওই বৃদ্ধ মহিলার সম্পর্কে শ্বশুর হন। মৃতদের নাম লি হান মিহা (৬০) এবং তাঁর শ্বশুর লি কা সাং।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ ট্যাংরার ওই চিনা পরিবারের শ্বশুর এবং পুত্রবধূর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। প্রথম থেকেই পুলিশের সন্দেহ ছিল যে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন বাড়ির কর্তা লি ওয়ান সাং। তদন্ত শুরু হতেই লি-র বিরুদ্ধে প্রমাণ পায় পুলিশে। এরপর স্ত্রী লি হান মিহা এবং বাবা লি কা সাংকে খুনের অভিযোগে লি ওয়ান সাংকে গ্রেফতার করে পুলিশ। প্রতিবেশীদের অভিযোগ, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন মহিলার স্বামী। এ নিয়ে রোজই অশান্তি হতো বাড়িতে। তবে অন্য কোনও কারণে পারিবারিক অশান্তির জেরেও এই খুন হয়ে

ছয়ের পাতায় দেখুন

কুলতলিতে স্থানীয়দের তৎপরতায় ধরা পড়ল দুই ছিনতাইবাজ, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

কুলতলি (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ২৪ আগস্ট (হি.স.): রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর পথ আটকায় কয়েকজন ছিনতাইবাজ। ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে মারধর করে টাকা ও গহনার ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ায় চেষ্টা করলে স্থানীয় মানুষজনের তৎপরতায় ধরা পড়ে যায় দু"জন ছিনতাইবাজ। দুষ্কৃতীদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদেরকে মারধর করে কুলতলি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয় মানুষজন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার রাতে চাঞ্চল্য ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার অন্তর্গত কাছারি বাজার এলাকায়।

স্থানীয় স্বর্ণ ব্যবসায়ী বাদল হালদার শুক্রবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাইকে চেপে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর হাজির হাট এলাকায় বাইকে করে এসে তিনজন দুষ্কৃতী তাঁর পথ আটকায়। হাতে থাকা টাকা ও সোনার ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। বাদল বাবু দিতে অস্বীকার করলে তাঁর বুকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।